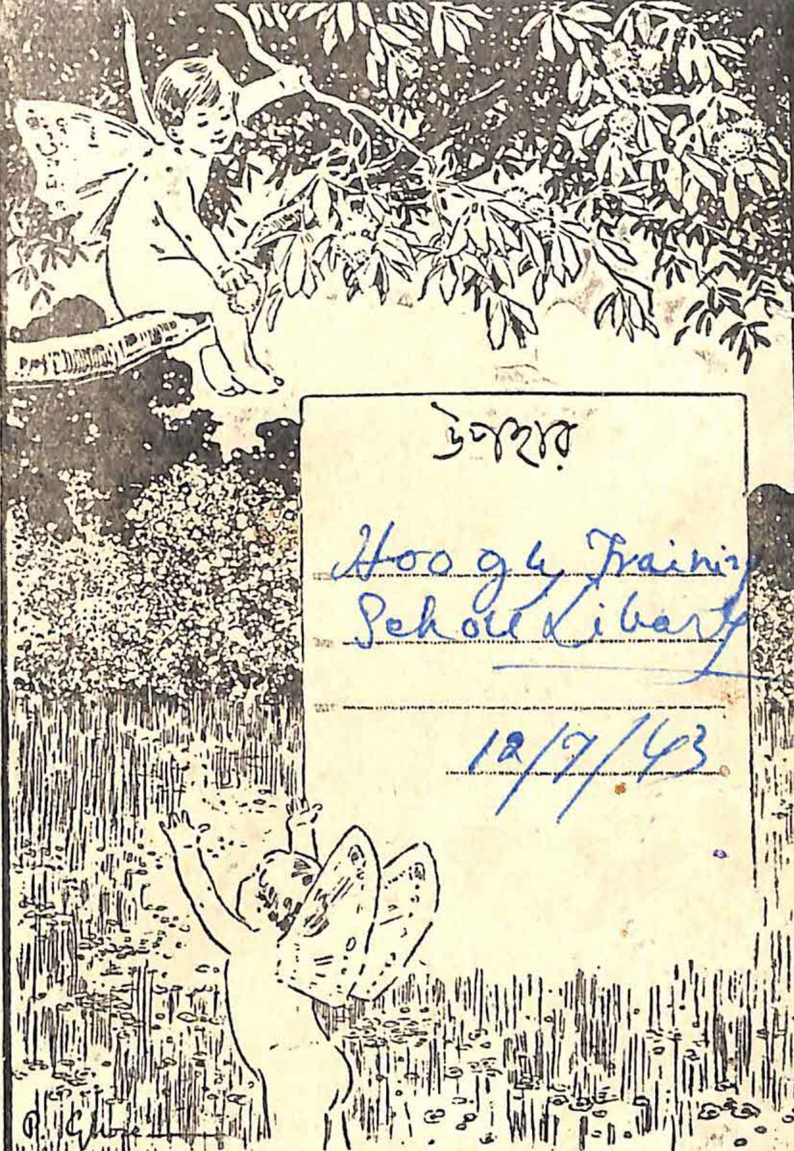
9575

17

B/17


উপহার
Hoogly Training School Library
12/7/43

# উৎসর্গ

বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্ত্তি, চির-নমস্য

স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের

ছন্দানুবর্ত্তী পুত্র, তদীয় লোকরঞ্জন কিশোর মূর্ত্তি,

নির্ভীক, সংযত ও ধীমান্

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়াকাশের তরুণসূর্য্য

সোদর-প্রতিম

## শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এম, এ, বি, এল,

করকমলে

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

১৭ই আগষ্ট, ১৯২৫

# ভূমিকা

রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র আমার অভিন্ন কলেবর, একজ বন্ধু। তাঁর শো'বার ঘরটাকে একটা দপ্তরখানা ব'ল্লেই চলে। তা'তে কত যে বাজে কাগজের বস্তা এবং বইএর ঢিপি কতকটা অশোকস্তম্ভের মতই উঁচু হ'য়ে আছে—তার ঠিকানা নেই। তার কোন একখানিতে হাত দিলে অম্নি তাঁর মাথায় টনক ন'ড়ে, —নিতান্ত অস্বাভাবিক অসৌজন্যের সঙ্গে ধমক্ দিয়ে ওঠেন। এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমার অনেকদিন থেকে একটা প্রবল লোভ ছিল। একদিন তিনি ভুলে তাঁর ঘরখানি খুলে রেখে একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে চ'লে গেছেন, আর অম্নি আমি ঘরে ঢুকে তাঁর দপ্তরটিকে রীতিমত আক্রমণ ক'রে হাত্‌ড়াতে লেগে গেলুম। তা'তে একতাড়া চিঠি পাওয়া গেল, সেগুলি কি ক'রে যে দীনেশবাবুর কক্ষে প্রবেশলাভ কর্‌ল, তা' বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। মোট ২৪খানি চিঠি। এই চিঠিগুলিতে একটা সম্পূর্ণ গল্প পাওয়া গেল। গল্পটি তাঁর আবর্জ্জনার সাজির মধ্যে প'ড়ে সমাধি পাবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য কর্‌তে কবুল হ'লেম না। আমি চিঠিগুলি চুরি ক'রে হরিদাসবাবুকে ছাপ্‌তে দিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। তিনি প্রথমত কপিরাইটের আইনের ভয়ে প'ড়েছিলেন। যখন বই হ'য়ে ছাপা হ'তে চল্ল, তখন তো আর ধামা-চাপা দেওয়া চলে না। সুতরাং দীনেশবাবুকে জানাতে

হ'ল। তিনি ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বল্লেন, "এগুলি নিয়ে গেছ! তুমি তো আচ্ছা বাঁদর!" তারপরে কপিরাইটের আইনের কথা তুল্লে তিনি খুব একচোট হেসে নিয়ে বল্লেন, "সে ভয় নেই, যখন ছাপ্‌চ, তখন উৎসর্গ-পত্রটা আমি লিখে দেব, এই সর্ত্তটুকু রক্ষা কো'র।"

পত্রলেখক কারা, তাঁদের পরিচয়টাও তিনি লিখে দিয়েছেন। "এগুলি কি ক'রে আপনি পেলেন?" একথা জিগ্গেস করাতে তিনি হেসে বল্লেন, "লোকে যেমন স্বপ্নে মাদুলী পায়, এই চিঠি-গুলি আমিও তেম্নি এক বাসন্তী রজনীতে স্বপ্নে পেয়েছি।"

চিঠির সংখ্যা মোট, ২৪, তা' পূর্ব্বেই বলেছি। তা' ছাড়া আর একখানি চিঠির খানিকটা অংশ পাওয়া গেছে; তার তারিখ, ঠিকানা, ও লেখার অনেকটা রুইএ কেটে ফেলেছে, কিছুতেই উদ্ধার করা গেল না। যেটুকু আছে, তাতে অনুমান হয়, এ চিঠিখানি সরোজবাসিনী (সরু) ৩৩।এ বালীগঞ্জ রোড, তাঁর ভগিনীপতির বাড়ী থেকে সুপুরে পারুলা দেবীকে লিখেছিলেন। সেই অংশটুকু নিম্নে দেওয়া যাচ্ছে ঃ—

"এইমাত্র একটা বড় দুঃসংবাদ পেলুম। সেই লম্পট নরেশ পাল সোণালীকে হত্যা ক'রে পুলিশে ধৃত হওয়ার ভয়ে আত্মহত্যা ক'রেছে। ডাক্তার তরফদার এই হত্যাসংক্রান্ত ব্যাপারের তদ্বির করার জন্য কমলার কাছ থেকে অনেক টাকা প্রতারণা ক'রে নিয়েছিলেন; সব ধরা প'ড়েছে। তিনি কলিকাতা হ'তে চম্পট দিয়েছেন।

"কমলা নিজে আমাকে সব লিখে জানিয়েছে। হতভাগিনী দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপস্থিত হ'য়েছে। আমি তাকে মাসিক একশ টাকা বৃত্তি দিতে ম্যানেজার মহাশয়কে লিখে দিলুম। এক সময় যে আমার বাবার আশ্রয়লাভ ক'রেছিল, বিপৎকালে তার সাহায্য করা আমার কর্ত্তব্য।

"সোণালীর জন্য বড় দুঃখ হ'ল। সে সুন্দরী তো ছিলই, তার প্রকৃতিটি ছিল সরল। সে যদি কুপথে প্রবর্ত্তিত না হ'ত, তবে নিশ্চয়ই কোন গৃহস্থের বাড়ী অলঙ্কৃত করত। এই খবর পাওয়ার পর আমার স্বামীর এক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়্‌ল;— এই অশ্রু মোহ-মুক্ত ও অনাবিল, দেব-চক্ষুর করুণার মত। আকাশের গায়ে শুক তারাটির ন্যায় এই অশ্রু পার্থিব ব্যথার দিকে সদয়ভাবে ন্যস্ত,—ইহা পরম অনুকম্পার নিদর্শন।"

শ্রীআহিতাগ্নি শর্ম্মা

# পরিচয়

| | | |
|---|---|---|
| মিঃ জি, সি, বোনার | ... | সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার |
| ( গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ) | | ৩৩।এ বালীগঞ্জ রোড |
| মিসেস শেফালিকা বোনার | | মিঃ জি, সি, বোনারের স্ত্রী ( 'শিউলি' এবং 'শেলি' উভয় নামে পরিচিত ) |
| সরোজবাসিনী দেবী | ... | পাবনা সুপুরের রাজা দুর্গানাথ রায়ের কন্যা এবং রাজীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী। শেফালিকা বোনারের পিসতুত বোন। |
| পারুলাদেবী | ... | সরোজবাসিনী ও শেফালিকার আত্মীয়া—সম্পর্কে ভগিনী, সুপুর-বাসিনী। |
| রাজীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | | এম, এ উপাধিধারী, সরোজবাসিনীর স্বামী। |
| হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | | এণ্ড্‌ বারণের বড়বাবু, রাজীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহপাঠী। |
| দেবীপ্রসন্ন রায়, | ... | রায় বাহাদুর, সি, আই, ই,—রামনগরের জমিদার,—হরিশ ও রাজীবের সহপাঠী। |
| প্রভাবতী রায়, | ... | জনৈক শিক্ষিতা মহিলা, সরোজবাসিনীর বন্ধু। |

| | | |
|---|---|---|
| কমলাদেবী | ... ... | জনৈক দুশ্চরিত্রা ব্রাহ্মণ বিধবা। |
| সোণালী | ... ... | কমলাদেবীর মেয়ে। |
| ডাঃ তরফদার | ... ... | জনৈক খ্যাতনামা ডাক্তার। |
| সুহাসিনী বস্<br>সুজাতা সিন্‌হা<br>নিতম্বিনী গঙ্গো<br>হেলেনা ডাট্ | } | শিক্ষিতা মহিলাগণ,<br>নারীসমিতির সদস্য |
| ৺দুর্গানাথ রায় | ... ... | সুপুরের রাজা এবং সরোজবাসিনীর পিতা. |
| আর, এন, চ্যাটার্জ্জি | ... ... | জনৈক নূতন ব্যারিষ্টার, হরিশ বাঁড়ুয্যের বন্ধু। |

# আলোকে-আঁধারে

শ্রীমতী শেফালিকা বোনার
কর-কমলে
মিঃ জি, সি, বোনারের বাড়ী,
৩৩।এ বালীগঞ্জ রোড
কলিকাতা

লেখিকা—শ্রীমতী সরোজবাসিনী দেবী
স্থপুর, পাবনা

১

স্থপুর, পাবনা
রাজবাটী,
২রা আষাঢ়, ১৩২২

শিউলি দি,

আমার কথা শুনতে চেয়েছ। তিনি বাড়ীতে আসেন কিনা, জিগেস্ করেছ। এ সকল কথা আর তুলতে চাই না। কিন্তু তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তোমার কাছে মনের কপাট বন্ধ রাখা শক্ত। তোমার

চিঠিখানি হাতে ক'রে অনেকক্ষণ কেঁদেছি। এখন মনের ভারটা অনেক কমেছে,—এইবার উত্তর দিতে বসেছি।

তিনি আগে আগে মাঝে মাঝে আস্‌তেন, এখন আর আসেন না। যখন আস্‌তেন, তখন তো আর আমার চো'খের জল মুছাতে আস্‌তেন না, যে কথা শুন্‌লে প্রাণ জুড়োয় তেমন কথা তো আর ব'ল্‌তে আস্‌তেন না, যার গায়ের হাওয়ায় প্রাণ পাই, সে হাওয়ায় প্রাণ দিতে তো আর আস্‌তেন না ; তাঁর চোখে রাত জাগার চিহ্ন, তাঁর হাবভাবে বের হ'য়ে যাওয়ার ব্যস্ততা, তাঁর অন্যমনস্কতা,—এ সকলই আমার মনে পীড়া দিত। কথা ব'ল্‌বার জন্য তাঁর কাছে ঘেঁসে দাঁড়াতুম, কিন্তু তাঁর সে কথা শোন্‌বার প্রবৃত্তি বা অবসর হ'ত না। আমার চো'খের কোণে জল আস্‌ত। কিন্তু সে চো'খের জলের সম্মান কে রাখ্‌বে ? কতটা দুঃখ ও আশাভঙ্গের থেকে সে অশ্রু উঠ্‌ত, তা' কে বুঝ্‌বে ? আঁচলের কোণে সেই চোখের জল চোরের মত সন্তর্পণে মুছে ফেল্‌তুম। ততক্ষণ তিনি আরসীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে, টেরী বাগিয়ে, রূপো'র ছড়িগাছা হাতে নিয়ে, রেশ্‌মী রুমালে গন্ধ মেখে—হন্ হন্ ক'রে চ'লে যেতেন। তখন আস্‌তো আমার কান্নার পালা। বিছ্‌নায় লুটোপুটি হ'য়ে কাঁদ্‌তেম। হায়, একটি সন্তান থাক্‌লে তাকে বুকে ক'রে, তার মুখে চুমো খেয়ে হয়ত বা মনের জ্বালা মিট্‌তে পার্‌তেম। সেই একলা শয্যার দুঃখ কে বুঝবে ?

তোমরা বল্‌তে পার, বিয়ের পরে কেন মনটা এমনি ভাবে পরের অধীন হ'য়ে পড়ে ? কি মন্ত্র পড়েছিলেম, তা তো জানি না, তা তো মনে নেই। কিন্তু যখন আঁচলে আর চাদরে গেরো পড়েছিল,—যখন বে'র সময় সিন্দূরের কৌটা মাথায় দিয়ে লাল চেলী প'রে, তাঁর বাঁয়ে দাঁড়িয়েছিলেম, তখন থেকে মনটা একেবারে তাঁর কাছে বাঁধা পড়ে গেছে। সে বাঁধন

কি শক্ত! তিনি তো ছুরি, কাঁচি, শেল, শূল দিয়ে সেই বাঁধনটা কাট্‌তে অবিরত চেষ্টা ক'র্‌ছেন; কিন্তু সে বাঁধন যে আমার মনকে আট বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে। মন যে আর কিছু চায় না। আমি যে এখনও তাঁকে না চেয়ে মুহূর্ত্তকাল থাক্‌তে পারি না। তাঁর হাসি, তাঁর কথা মনে হ'লে যেন বুকে আমার ছুরি বিঁধে! একদণ্ড তাঁর কথা ভুলে থাক্‌তে পারি না। তিনি আমাকে অনায়াসে ভুলে গেছেন। এক এক সময়ে একথা এমনই কঠোর লাগে, যে ভাব্‌তেও যেন বুকটা ভেঙ্গে যায়। তিনি আমায় ভুলে গেছেন। কেমন ক'রে ভুল্‌লেন? আমায় যে একদণ্ড না দেখে থাক্‌তে পার্‌তেন না। কেমন ক'রে ভুল্‌লেন? . .

তাই ব'ল্‌ছিলেম, এখন আর আসেন না। তাঁর মুখখানি চো'খের জল মুছ্‌তে মুছতে লুকিয়ে দেখ্‌তুম, বাইরে যাওয়ার সময় সিল্কের চাদরখানি হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ছলে লুকিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে পরশ লাভ কর্‌তেম,—সেই মহাদুঃখের মধ্যে একটুখানি আনন্দ, সেই মরুভূমির ঝরণাটুকু হ'তেও এখন অদৃষ্ট আমায় বঞ্চিত করেছে। এ দুঃখ আর কাকে ব'ল্‌ব? ব্যাধের বাণ খেয়ে হরিণী মর্‌বার সময় যেরূপ ছল্ ছল্ চোখে চায়, সেরূপ ছল্ ছল্ চোখে আমি চারিদিকে চাইতে থাকি।

এখন কোথায় তিনি, আর কোথায় আমি? আমার যে কাণের অমিয় তাঁর কথা; কোন ভাগ্যবতী এখন সে কথা শুন্‌ছে,—যা থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি? তাঁর রূপ যৌবন কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা কি আমারই মত তাঁকে ভালবাস্‌তে পেরেছে?

তুমি ভাই অনেকদিন আমাকে দেখ নাই। একবার এখন দেখ্‌লে তোমার কান্না পাবে, নিশ্চয়। যেখানে যাই, যে দেখে সেই বলে, "হাঁরে, তোকে যে আর চেনা যায় না!" আর সে কথা শুন্‌তে পারি না। মনে

হয়, লুকিয়ে থাকি। আমাদের কথা নিয়ে সহানুভূতি ও নানা মন্তব্য আর শুন্‌তে পারি না। আমার শরীরে কয়েকখানি হাড়ের উপর চামড়া অবশিষ্ট আছে। এই হাড় কয়েকখানিতে শুধু তাঁর প্রতি অনুরাগ আছে। তাঁর ভাল হউক্, তাঁর সুখ হউক ; আমি তাঁকে চাই না ; এ জন্মেও চাই না, পরজন্মেও চাই না। আমি তাঁরই তপস্যা কর্‌ব। তিনি যদি কোন দিন, কখন আমাকে চান্, তবে হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ দিয়ে তাঁকে বরণ ক'রে আন্‌ব। তার আগে তাঁকে চাই না। যেদিন বুঝবেন তাঁর ভাবনায় আমার এই দশা হ'য়েছে, সেদিন যেন মিলন হয়। তিনি আসেন না ; এর থেকে বড় কষ্ট আমার নেই। তবুও মিলন চাই না, সে মিলন ভাব্‌তে মন শিউরে উঠে ; হিমের মত ঠাণ্ডা, মরণের মত নিঠুর, সে মিলন চাই না।

ছোট বেলার কথা মনে পড়ে। সুপুরের বাড়ীর কথা অবশ্য তোমার মনে আছে। পূর্ব্ববঙ্গের বাড়ীগুলি বন্যায় বিভক্ত হয়ে যায়। এ বাড়ী থেকে ও-বাড়ী নৌকায় যেতে হয়। প্রত্যেক বাড়ীতে ছোট ছোট ডিঙ্গি থাকে। জোছ্‌না রেতে বারটা বেজে গেলে যখন সব নিঝুম হ'য়ে যেত—যখন গাছপালাগুলি ধ্যানীবুদ্ধের মত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকৃত ও তাদের কালো ছায়া নীল জলে প'ড়ে জলের নীচে আধ জোছ্‌নায় একখানি নগরী তৈরী কর্‌ত, তখন তিনি আমায় আদর ক'রে হাত ধ'রে ডিঙ্গিতে তুলে দিতেন। শাড়ীর পাড়ে পাছে কাদা লাগে, তাই ঠেকাবার ছলে কতবার পায়ে হাত দিতেন। "কর কি ?" ব'লে আমি তাঁর হাত ধর্‌তেম, সেই হাত ধরার মধ্যে কত আনন্দের দৃষ্টির বিনিময় হ'ত ! আমাকে ধ'রে ধ'রে তুলে দিয়ে তিনি বৈঠা নিয়ে নৌকা ছেড়ে দিতেন ; আস্তে আস্তে পল্লীর আঁকা-বাঁকা জলপথ বেয়ে, একটা

চাঁদকে জলের মধ্যে একটা আর্শীর শত টুকরার মত বৈঠার আঘাতে ভেঙ্গে ফেলে তিনি নৌকা চালাতেন। ইংরেজী, সংস্কৃত কত বইএর গল্প ক'রে যেতেন। কখনও জিরা ও লিউনিডের কথা, কখনও গুইনিভিরের কথা, কখনও কাদম্বরী ও শকুন্তলার কথা ব'লে যেতেন; সেই নৌকায় একান্ত নিঝুম রেতে সেই সমস্ত কথা একান্ত মনে শুন্‌তে শুন্‌তে আমরা ধলাইএর বিলে এসে পড়্‌তেম। চাঁদের আলো পদ্মের কুঁড়ির উপর এসে পড়্‌ত, সেগুলি ঘাড় নেড়ে নেড়ে চাঁদকে গ্রহণ ক'রবে না—এই জানাত। আমি সেই কুঁড়ি তুল্‌তে গেলে, "সর্ব্বনাশ! কর্চ্ছ কি? ওর ভেতর সাপ আছে" এই বলে আমাকে নিরস্ত কর্‌তেন এবং নিজে কুঁড়ি তুল্‌তে থাক্‌তেন। আমি বল্‌তুম, "সাপ বুঝি শুধু আমার জন্য? না?" এই ব'লে তাঁর গায়ের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে কাড়াকাড়ি ক'রে ফুল তুল্‌তেম। এই-বার তিনি জোর ক'রে শাড়ীর আঁচল দিয়ে আমার হাত বেঁধে ফেল্‌তেন।

হায়, সে সকল কথা মনে ক'রে আর কাজ কি? ছুটি ফুরোলে তিনি ভিখারীর মত "আমায় মনে রোখো" ব'লে হাত জোড় ক'রে কাঁদ্‌তেন। "আবার কবে দেখা হবে!" ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস্ ফেল্‌তেন। একদিন বলেছিলেন, "দেখ, আমার শত শত যুক্তি এক দিকে; আর তোমার এক ফোঁটা চোখের জল আর একদিকে। সেই সকল যুক্তি-তর্কের অসারতা প্রমাণ কর্‌বার পক্ষে সেই নীরব ও ছোট অশ্রুটির মত আর কি থাক্‌তে পারে?" হায়! এখন যে শত শত অশ্রু চোখের কোণে শুকোচ্ছে; তাদের মত অসার আর কি আছে?

আর লিখ্‌তে পার্‌ছিনা, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে,, আজ এইখানে ছুটি।

তোমার স্নেহের বোন

সরোজবাসিনী

হয়, লুকিয়ে থাকি। আমাদের কথা নিয়ে সহানুভূতি ও নানা মন্তব্য আর শুন্‌তে পারি না। আমার শরীরে কয়েকখানি হাড়ের উপর চামড়া অবশিষ্ট আছে। এই হাড় কয়েকখানিতে শুধু তাঁর প্রতি অনুরাগ আছে। তাঁর ভাল হউক্‌, তাঁর সুখ হউক ; আমি তাঁকে চাই না ; এ জন্মেও চাই না, পরজন্মেও চাই না। আমি তাঁরই তপস্যা কর্‌ব। তিনি যদি কোন দিন, কখন আমাকে চান্‌, তবে হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ দিয়ে তাঁকে বরণ ক'রে আন্‌ব। তার আগে তাঁকে চাই না। যেদিন বুঝবেন তাঁর ভাবনায় আমার এই দশা হ'য়েছে, সেদিন যেন মিলন হয়। তিনি আসেন না ; এর থেকে বড় কষ্ট আমার নেই। তবুও মিলন চাই না, সে মিলন ভাব্‌তে মন শিউরে উঠে ; হিমের মত ঠাণ্ডা, মরণের মত নিঠুর, সে মিলন চাই না।

ছোট বেলার কথা মনে পড়ে। সুপুরের বাড়ীর কথা অবশ্য তোমার মনে আছে। পূর্ব্ববঙ্গের বাড়ীগুলি বন্যায় বিভক্ত হয়ে যায়। এ বাড়ী থেকে ও-বাড়ী নৌকায় যেতে হয়। প্রত্যেক বাড়ীতে ছোট ছোট ডিঙ্গি থাকে। জোছ্‌না রেতে বারটা বেজে গেলে যখন সব নিঝুম হ'য়ে যেত—যখন গাছপালাগুলি ধ্যানীবুদ্ধের মত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকৃত ও তাদের কালো ছায়া নীল জলে প'ড়ে জলের নীচে আধ জোছ্‌নায় একখানি নগরী তৈরী কর্‌ত, তখন তিনি আমায় আদর ক'রে হাত ধ'রে ডিঙ্গিতে তুলে দিতেন। শাড়ীর পাড়ে পাছে কাদা লাগে, তাই ঠেকাবার ছলে কতবার পায়ে হাত দিতেন। "কর কি ?" ব'লে আমি তাঁর হাত ধর্‌তেম, সেই হাত ধরার মধ্যে কত আনন্দের দৃষ্টির বিনিময় হ'ত ! আমাকে ধ'রে ধ'রে তুলে দিয়ে তিনি বৈঠা নিয়ে নৌকা ছেড়ে দিতেন ; আস্তে আস্তে পল্লীর আঁকা-বাঁকা জলপথ বেয়ে, একটা

চাঁদকে জলের মধ্যে একটা আর্শীর শত টুকরার মত বৈঠার আঘাতে ভেঙ্গে ফেলে তিনি নৌকা চালাতেন। ইংরেজী, সংস্কৃত কত বইএর গল্প ক'রে যেতেন। কখনও জিরা ও লিউনিডের কথা, কখনও গুইনিভিরের কথা, কখনও কাদম্বরী ও শকুন্তলার কথা ব'লে যেতেন; সেই নৌকায় একান্ত নিঝুম রেতে সেই সমস্ত কথা একান্ত মনে শুন্‌তে শুন্‌তে আমরা ধলাইএর বিলে এসে পড়্‌তেম। চাঁদের আলো পদ্মের কুঁড়ির উপর এসে পড়্‌ত, সেগুলি ঘাড় নেড়ে নেড়ে চাঁদকে গ্রহণ ক'রবে না—এই জানাত। আমি সেই কুঁড়ি তুল্‌তে গেলে, "সর্ব্বনাশ! কর্চ্ছ কি? ওর ভেতর সাপ আছে" এই বলে আমাকে নিরস্ত করতেন এবং নিজে কুঁড়ি তুল্‌তে থাক্‌তেন। আমি বল্‌তুম, "সাপ বুঝি শুধু আমার জন্য? না?" এই ব'লে তাঁর গায়ের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে কাড়াকাড়ি ক'রে ফুল তুল্‌তেম। এই-বার তিনি জোর ক'রে শাড়ীর আঁচল দিয়ে আমার হাত বেঁধে ফেল্‌তেন।

হায়, সে সকল কথা মনে ক'রে আর কাজ কি? ছুটি ফুরোলে তিনি ভিখারীর মত "আমায় মনে রোখো" ব'লে হাত জোড় ক'রে কাঁদতেন। "আবার কবে দেখা হবে!" ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস্ ফেল্‌তেন। একদিন বলেছিলেন, "দেখ, আমার শত শত যুক্তি এক দিকে; আর তোমার এক ফোঁটা চোখের জল আর একদিকে। সেই সকল যুক্তি-তর্কের অসারতা প্রমাণ কর্‌বার পক্ষে সেই নীরব ও ছোট অশ্রুটির মত আর কি থাক্‌তে পারে?" হায়! এখন যে শত শত অশ্রু চোখের কোণে শুকোচ্ছে; তাদের মত অসার আর কি আছে?

আর লিখ্‌তে পার্‌ছিনা, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে,, আজ এইখানে ছুটি।

তোমার স্নেহের বোন
সরোজবাসিনী

শ্রীমতী সরোজবাসিনী দেবী

রাজবাটী, সুপুর

পাবনা

লেখিকা—শেফালিকা বোনার
৩৩এ বালীগঞ্জ রোড

২

৩৩ এ, বালীগঞ্জ
মিঃ বোনারের বাড়ী
১৬ই জুন, ১৯১৪।

সরু, তোমার চিঠি পেলেম; বড় কষ্ট হ'ল। এ সময় তোমার কাছে থাক্‌তে পেলে বোধ হয় তোমার কিছু শান্তি হ'ত। কিন্তু মিঃ জি, সি হাওয়া পরিবর্ত্তন কর্‌তে এখানে এসেছেন। শরীরটা একটু একটু ক'রে ভাল হচ্ছে; এ সময় তাঁকে ছেড়ে গেলে তাঁর সেবা চ'ল্‌বে না। তাই তোমার কাছে না যেতে পেরে বড় দুঃখিত হ'য়ে রইলুম।

তোমার মনের অবস্থা আমি বেশ বুঝেছি। কিন্তু তুমি কি মনে কর, কারুর পক্ষে পরের এতটা অধীন হয়ে থাকা উচিত? আমাদের ভিতর সতীত্বের খুব বড় বড় আদর্শ আছে, যথা—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি। কিন্তু এঁদের স্বামীদের সঙ্গে এঁদের একটা মনের মিল ও ভালবাসার বিনিময় ছিল; যেমন রাম তেমনই সীতা, যেমন দময়ন্তী তেমনই নল, যেমন সত্যবান্ তেমনই সাবিত্রী। এমন কি ধৃতরাষ্ট্র অন্য বিষয়ে যেরূপ হউন, তিনি গান্ধারীর প্রতি অবিশ্বাসী ছিলেন না। এ সকল সতীত্বের উদাহরণ হ'তে একটা কথা বেশ বুঝতে পারি, যে দুইজনের মধ্যে যখন প্রাণের স্বাভাবিক ভাবে একটা অদল-বদল হয়, তখন পরস্পরের প্রতি যে একটা অনুরাগ তা' খুব উচ্চাঙ্গের হ'তে পারে। কিন্তু নিতান্ত লম্পট স্বামীকে প্রাণ বিলিয়ে দেওয়ার হীনতা, এটা কি আত্মার পুষ্টিকর না অনিষ্টকর?

দেখ, যিনি আমাদের পাঠিয়ে দিয়ে নানারূপ দুঃখযন্ত্রণা দিচ্ছেন, তিনি কি উদ্দেশ্যে নিজের সৃষ্ট প্রাণীগুলির প্রাণ নিয়ে এরূপ টানা হেচ্‌ড়া কর্‌ছেন? মা যখন রসগল্লা সন্দেশ তৈরী কর্‌তে ব'সে গেছেন, তখন অপরাপর ছেলেরা মায়ের হাতের প্রসাদ পেট ভ'রে খাচ্ছে, কিন্তু রোগা ছেলেটা যখনই তার এককণা খাওয়ার জন্য হাত বাড়াচ্ছে, তখনই ধমক্ খাচ্ছে। এই সংসারের প্রতি অন্যায় আসক্তিই হচ্ছে, আমাদের সেইরূপ রোগ। এই অন্যায় আসক্তির প্রশ্রয় যারা দেয়, তারা প্রকৃতি মায়ের কাছ থেকে সেইরূপ চড়চাপড় খেয়ে থাকে। "সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্। সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্।" তুমি হারাণো আত্মশক্তিকে ফিরে পাবার চেষ্টা কর। পরবশ হ'য়োনা। এতে তোমার আত্মা ছোট হ'য়ে যাচ্ছে। তোমাকে জগৎ টান্‌ছে, তুমি নিজেকে একটা ছোট্ট জায়গায় আবদ্ধ ক'রে রেখে

কেবলই মনে কচ্ছ তোমার সকল সুখ গেছে। তুমি কেবলই বৃথা অতীতের স্বপ্ন দেখ্‌ছ, এবং বর্ত্তমানে নিজেকে একান্তপক্ষে রিক্তহস্ত মনে কর্‌ছ। যে চায় না, তার কাছে গাঁ ঘেঁসে যেতে তোমার ঘৃণা হয় না? নারীপ্রকৃতির এরূপ স্থলে বিদ্রোহ স্বাভাবিক।

তোমার স্বামীর কাছে যে সকল সুখ প্রত্যাশা ক'রেছিলে, তা' যখন পেলে না, তখন সে সকল সুখের আশা ছেড়েই দাও না। যদি বল তোমার সে শক্তি নাই; আমি ব'ল্‌ব, সে তোমার একান্ত ভুল ধারণা। প্রত্যেক শক্তি সাধনার দ্বারা লাভ ক'র্‌তে হয়। তুমি রীতিমত গরীবকে দান কর। তোমার অর্থ আছে, নিজের সুখ দুঃখের চিন্তা মনে স্থান দিও না, পরের দুঃখ নিবারণ ক'র্‌বার চেষ্টা কর। তোমার কার্য্যক্ষেত্রের সীমা নাই; বাড়ীর কাছেই কত বিধবা, কত রোগী, কত উপবাসী, কত বস্ত্রহীন, কত অত্যাচারপীড়িত ব্যক্তি আছে, তাদের নিয়ে ব্যস্ত হও। তার পর দেখ্‌বে, যেরূপ সূর্য্য উঠ্‌লে কোয়াসা কেটে যায়, সেইরূপ তোমার মনের কল্পনাজাত দুঃখগুলি খাটি কার্য্যক্ষেত্রে নাম্‌লে আর তিষ্ঠিতে পার্ব্বে না। এইভাবে শক্তিসঞ্চয় ক'রে দুঃখবিজয় কর। নারীর জীবনটা কি একটা ফুলের কুঁড়ির মত, যে কেউ খেল্‌তে খেল্‌তে পাঁপড়ি ছিড়ে একে ধূলোয় লুটিয়ে দিতে পারে?

প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শোবার আগে মনে ক'রে দে'খ সারাদিনটা কি কাজ ক'রে কাটিয়েছ; কোন্ কথাটা বলা উচিত ছিলনা, যা' তুমি বলেছ; কোন চিন্তা করা উচিত ছিল না, যা তুমি ক'রেছ; ভগবান্ ছাড়া আর কাউকে প্রভু মনে ক'রে তাঁর অধিকারকে অস্বীকার ক'রেছ কিনা? কি হিত কাজ ক'রেছ, অহিতই বা কি ক'রেছ? কোন কার্য্য তোমার মতন লোকের অযোগ্য হ'য়েছে? এ সকল এক এক ক'রে মনে ক'র্‌বে।

প্রত্যেক অন্যায় স্মরণ ক'রে, আর ফিরে তা' ক'রবেনা, তাঁর কাণের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দেবে। জে'ন, দেবতা তাঁর শত চক্ষু ও শত কর্ণ নিয়ে তোমার কাছেই আছেন; তুমি অকপটে প্রাণ খুলে চুপে চুপে কথা ব'ল্‌তে পার্‌লে তিনি তাহা শুন্‌বেন এবং তোমায় উপদেশ দিবেন।

আজ আর পত্র বাড়াবনা। এতদিন তোমার মন যে দিকে একটানা রাস্তা দিয়ে ঘোড় দৌড় খেলে চ'লেছে, সংযমের বল্‌গা টেনে সে মনের গতি ফিরিয়ে আন। তার পর নিজের চিন্তা ছেড়ে পরের জন্য চিন্তা ক'র্‌তে স্থুরু কর। আমি দূরে থেকে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তুমি পার্‌বে। আমি দূর হ'তে সেই পরম পুরুষের গির্জ্জার দ্বারে তোমার মঙ্গল প্রার্থনা দিনরাত জানাচ্ছি, তোমাকে তিনি বল দিন্। কোমল শস্প যেমন পাথর ঠেলে উঠে, সফরী যেমন গঙ্গার উজান স্রোতের বিরুদ্ধে স্বচ্ছন্দে চ'লে যায়, ভগবানের প্রসাদে সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থা ঠেলে, তেমনই নবজীবনের বলে তোমার আত্মা বলীয়ান্ হ'য়ে উঠুক।

তোমার ভালবাসার
শিউলিদি

মিসেস শেফালিকা বোনার

C/o মিঃ জি, সি, বোনার

৩৩এ বালীগঞ্জ রোড়

কলিকাতা

লেখিকা—শ্রীমতী সরোজবাসিনী দেবী
স্বপুর, পাবনা

৩

রাজবাটী, স্বপুর—পাবনা
২৩শে ভাদ্র, ১৩২২

শিউলিদি,

তোমার চিঠিখানি সকালবেলা পেলুম। হরু চক্রবর্ত্তীর বাড়ী আমাদের বাড়ীর কাছে; শুনলুম তার সাত বছরের ছেলেটির বড্ড অসুখ! চক্রবর্ত্তী বাড়ী নেই, তাঁর বউ নিরুপায় হ'য়ে আমার কাছে বিশটা টাকা ধার চেয়ে পাঠালেন। অন্য সময় হ'লে সরকারের হাতে টাকা পাঠিয়ে দিতুম। কিন্তু আমি ব'লে পাঠালুম, "আমি নিজেই টাকা নিয়ে যাচ্ছি।" আমি

ভাবলুম, "এই বিপদের সময় আবার আমাকে বাড়াবাড়ি রকমের আদর দেখাতে গিয়ে যদি চক্রবর্ত্তীর বউ ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন; তাই আমি যে ভাবে ছিলুম, সেই ভাবেই হেঁটে তাঁদের বাড়ীর দিকে রওনা হ'লুম। সরকার এসে বল্লে, "মা ঠাকরুণ, পাল্কী তৈরী আছে। হেটে কেমন ক'রে যাবেন?" দাসীর ঝাঁক দেখা দিল, তারা সঙ্গে যাবার যোগাড় ক'ল্লে। কেউ এ'ল চুল বাঁধতে ফিতে নিয়ে; কেউ এল, সাবান, এসেন্সের বাক্স, পাউডার ও সোণার চিরুণী নিয়ে, প্রসাধন কর্ত্তে। আমি তাদের বিদায় ক'রে দিলুম, তারা অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইল।

পাল্কী, গাড়ী, মটর ও ঐ সকল ডাকের সাজ, ও তো এখন আমার চোখের বিষ। যাঁর জন্য ও সকলের দর, তিনি আমায় ছেড়ে দিয়েছেন। ও দিয়ে কি হবে? আগে দেবরদের সঙ্গে কত হাসি ঠাট্টা, আমোদ প্রমোদ ক'রেছি; তারা ব'ল্ত "বউদির ঠাট্টা তামাসাগুলি বড়ই বাড়াবাড়ি রকমের। কোমল হাতের চুড়ির ঠুনঠুনটি ভাল লাগে তখন, যখন সেই হাত-দুটি প্লেটে ক'রে ভাল সন্দেশ, নেংড়া আম নিয়ে আসে; কিন্তু যখন চুড়ির গুঞ্জনের সঙ্গে সেই হাতের চিম্‌টি খেতে হয়, তখন তা মোটেই মিষ্টি লাগেনা।"

এখন সে দেবরেরা যখন কথা কইতে আসে, তখন লজ্জায় লুকিয়ে থাকি। কি বিষম অপমানের বিষ যে আমার মনকে পীড়া দিচ্ছে, তা আর কি ব'ল্‌ব! কাউকে মুখ দেখাতেও লজ্জা বোধ হয়। দিন রাত চোখে জল, কার সঙ্গে কথা ব'ল্‌ব? দেবরেরা এসে দিনরাত আমার দুঃখ ভুলিয়ে দিতে কত রকম চেষ্টা করে। আমি চেষ্টা ক'রে যে হাসি ঠোঁটের সাম্‌নে আনি, তার সঙ্গে চোখের জল আপনি বিনা বাধায় এসে আমাকে ধরিয়ে দেয়; আমি তখন পালিয়ে যাই।

হরু চক্রবর্ত্তীর বাড়ী যেয়ে একা উপস্থিত হ'লুম। দেখ্‌লেম, সাত-বছরের ছেলেটি বিছানায় পড়ে ছটফট্ কচ্ছে; খুব জ্বর। গিন্নী একটা ভিজে নেকড়া দিয়ে রুগ্ন ছেলেটির কপাল মুছিয়ে দিচ্ছেন। বিছানার চাদরখানি ময়লা; সাড়ীখানি যা' প'রে আছেন, তার হুজায়গায় তালি। রান্না ঘরের দোর বন্ধ। রমা ( তিন বছরের ছোট্ট মেয়েটি ) তাঁর আঁচল ধ'রে দাঁড়িয়ে খাবার জন্য কাঁদ্‌ছে। আমাকে দেখে যেন অকূলে কূল পেলেন "দিদি, তুমি নিজে এসেছ; হেঁটে এসেছ? আমি গরীব, কি দিয়ে তোমায় অভ্যর্থনা ক'র্‌ব? এই ছেলেটাকে নিয়ে বিপদের সমুদ্রে পড়েছি। তিনি আজ ১৪ দিন হ'ল আবাদে গেছেন। রামপুরে যে জমিটুকু আছে, তা'তে কিছু ধান পাওয়া যায়; এই আ'গণ মাসে পাওয়া যাবে। তাতে সংবৎসর চলে। বছরের শেষের দিক্‌টা বড় কষ্ট হয়। এই দেখনা, ছেলেটাকে যে বার্লি কিনে দেব, তার পয়সা নেই। কা'ল বিকেল থেকে মেয়েটার মুখে কিছু দিতে পারি নাই।" এই ব'লে আঁচলে চোখ চেপে তিনি কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

বামুন গিন্নি, নিজের যে কয়টা উপোস গেছে, তা' ব'ল্লেন না; কিন্তু তাঁর শীর্ণমুখখানিতে তার ইতিহাস র'য়েছে। ছেলেটি মাঝে মাঝে চোখ মেলে চাইছে। চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল। এক একবার "উঃ, আর পার্‌ছিনা" ব'লে চেঁচাচ্ছে। তার চোখ মুখের অবস্থা দেখে বামুন ঠাকরুণের নিজের চোখের তারা কপালে উঠছে। আমার হাত দুখানি ধ'রে এসে ব'ল্লেন, "আমার খোকাকে বাঁচিয়ে দাও, মা। আমার কেউ নেই, কোন সম্বল নেই। তিনি এখানে নাই। ডাক্তার দেখাতে পারিনি; বার্লিটুকু দিতে পারিনি, মায়ের মনের কি কষ্ট তা' তুমি বুঝ্‌বে; তোমার দয়ার শরীর। তুমি ওকে বাঁচিয়ে দাও। নইলে আমি কি ক'র্‌ব তা

বার

ত জানিনা। আমি যে ওর মুখ চেয়েই সংসারের শত কষ্ট স'য়ে আছি," এই ব'লে কাঁদতে কাঁদতে আঁচলে চোখ ঢাক্‌লেন।

আমি এই অবস্থা দেখে স্তম্ভিত হ'লুম। আমার নিজের সমস্ত দুঃখ কোথায় চ'লে গেল! আমার দুঃখ তো মনের দুঃখ, মনে গ'ড়ে তৈরি করেছি। এযে সত্যিকার দুঃখ; আসন্নমৃত্যু ছেলে, একটুখানি মেয়ে খিদেয় কাঁদ্‌ছে। নিজে একা সম্পূর্ণ অবলম্বনহীন। আমি বামুন ঠাক্‌রুণের হাত চেপে ব'ল্লেম, "ভয় ক'রনা, বোন, আমি তোমার জন্য যথাসাধ্য ক'র্‌ব।" তাঁর উত্তর দেওয়ার সাধ্য হ'ল না। তাঁর কোঁক্‌ড়ানো কোঁকড়ানো লম্বা চুলগুলি মুখের উপর, সজল চোখের উপর ঝুঁকে প'ড়ল। সেই দরিদ্রা রমণী তাঁর কেশ-সম্পদ্ শয্যায় লুটিয়ে শুধু কেঁদে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানালেন।

আমার আসার পর সরকার ম'শায় পাছে একটা পাইক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; আমি তাঁকে ডেকে পাঠালুম। সরকার ম'শায়কে ব'লে আমি ডাক্তার ও পথ্যের ব্যবস্থা ক'রে এই চ'লে এসে' তোমাকে পত্র লিখ্‌তে বসেছি।

তোমার স্নেহের
সরোজবাসিনী

শ্রীমতী শেফালিকা বোনার
কর-কমলে

মিঃ, জি, সি, বোনারের বাড়ী
৩৩।এ বালীগঞ্জ রোড
কলিকাতা

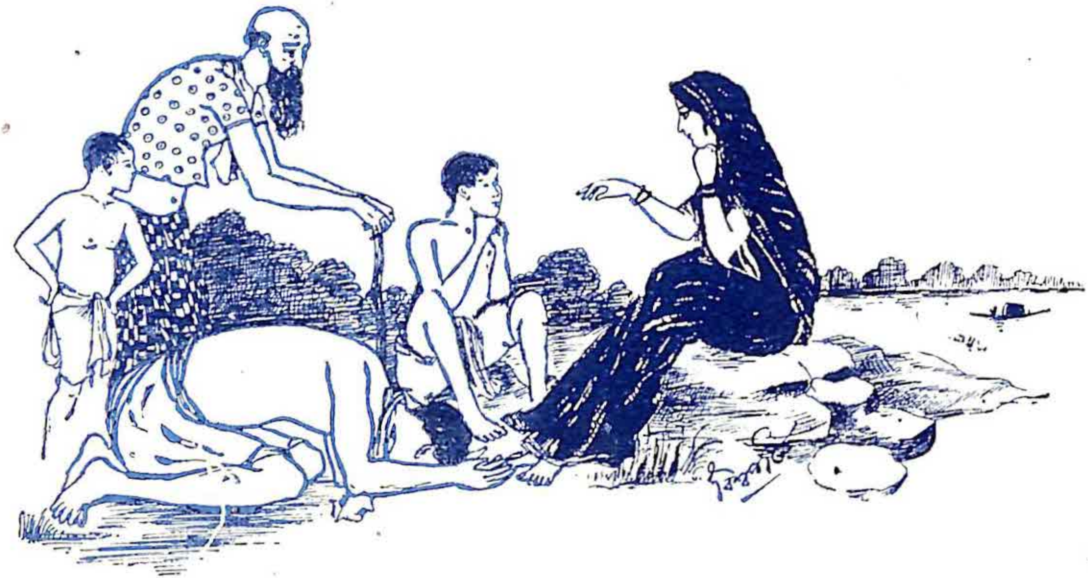
লেখিকা—পারুলা দেবী
স্বপুর, পাবনা

৪

স্বপুর, পাবনা
২রা আশ্বিন, ১৩২২

শিউলিদি

তুমি সরুর কথা লিখেছ। সে তো তার স্বামীর ব্যবহারে এতদিন মুস্‌ড়ে পড়েছিল ; দিনরাত বিছানায় প'ড়ে থাকৃত। স্বামীর কথা তুল্‌লে তার মুখ মড়ার মত সাদা হ'য়ে যেত। আচ্ছা, রাজীব বাবু কি নিষ্ঠুর ! এ সকল সম্পত্তি তো সরুর। দুহাতে সোণার সম্পত্তি তিনি লুটিয়ে



"তাদের দেখে আমার বুকে মাতৃ-স্নেহ উথ্‌লে উঠ্‌ল" —১৬

দিচ্ছেন। বুড় সরকার সেদিন সরুকে ব'লেছিলেন, "এ যে রোজ রোজ শ'য় শ'য় টাকা নিচ্ছেন, বাজে খরচ কর্‌তে; এ টাকা তো আর তাঁর নয়, মা ঠাকরুণের সম্পত্তি। আমি একটু রাশ টান্‌তে চাই, নৈলে যে অনর্থ হ'বে।" এই শুনে সরু ব'ল্লে, "সরকার ম'শায়, একি কথা! বিয়ের পর মেয়েদের আর কি থাকে? যার স্বামী-সুখ নাই, তার ধন দৌলতে প্রয়োজন কি? এবং যার স্বামীসুখ আছে, কুঁড়ে ঘরে থাক্‌লেও তো সমস্ত ধন দৌলৎ তারই আছে, আমার স্বামী যে এই সম্পত্তি হ'তে টাকা খরচ কর্‌ছেন, এই যে আমার পরম সুখ! আপনার হিত ক'র্‌বার ইচ্ছাটা খুব ভাল। কিন্তু তাঁকে কষ্ট দিলে, জান্‌বেন, আমার জীবনের যেটুকু সুখ আছে, তাও চ'লে যাবে।" সরকার মাথা হেঁট ক'রে চ'লে গেলেন।

কিন্তু হঠাৎ তাঁর একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। তার কারণ বাইরের কেউ ঠাহর ক'র্‌তে পার্‌ছেনা। সে এখন আর বিছানায় প'ড়ে থাকেনা। সে দিন সরকার ম'শায়কে সঙ্গে নিয়ে তাদের বড় ষ্টীম লঞ্চটাতে নিজের জমিদারী দেখ্‌তে গেছ্‌ল। শুনেছি, অনেক টাকা নিয়ে এসেছে—এবং অনেক টাকা বিলিয়ে দিয়ে এসেছে। অনেক নূতন জমি নাকি আবাদ হচ্ছে। অনেক নূতন জায়গায় নূতন প্রজাপত্তন হ'য়ে গ্রাম স্থাপিত হ'য়েছে। হরু চক্রবর্ত্তীর ছেলেটার জন্য কি অজস্র টাকাটা খরচ ক'রে তাকে সেদিন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালে!

সেদিন গিয়ে দেখ্‌লুম, সেই ম্লেচ্ছ মলিন শাড়ীখানি প'রে নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় ঘরের একটা কোণে প'ড়ে থাক্‌ত এবং কথা বল্‌তে চাইলেই চোখে জল ভরে উঠ্‌ত, এখন আর তা নাই! বেশ বড় পেড়ে বেনারশী শাড়ী প'রেছে, যে কোমল ঠোঁট দুখানি পদ্মের কুঁড়ির মত শুকিয়ে গেছ্‌ল, তা পান খেয়ে লাল হ'য়েছে! ঠিক যেন গৌরী প্রতি-

পনের

মাটি। আমি বল্লুম "সরু কেমন আছ?" সে বল্লে, "বেশ আছি।" আমার সঙ্গে বড় ভাব কিনা, এজন্য জিজ্ঞাসা কল্লুম, "সরু, সত্যি সত্যি একটা কথা আমায় বল্‌বি? তোর এই পরিবর্ত্তন হঠাৎ কি ক'রে হ'ল?"

সরু ব'ল্ল, "কি ক'রে হ'ল? সেই যে জমিদারী দেখ্‌তে গেছ্‌লুম, তা'র পর হ'তে। আমি যখন শিবপুর গেলুম তখন "মা মা" ব'লে শত শত প্রজা এসে আমাদের ষ্টীম লঞ্চখানি ঘিরে ধ'র্‌ল; তারা জিদ্ কর্‌তে লাগ্‌ল, "মাকে দেখ্‌ব।" কি করি? ঘোম্‌টা টেনে খুব সঙ্কুচিতভাবে আমাকে তাদেরে দেখা দিতে হ'ল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমায় দেখে কেঁদে ফেল্লে; ব'ল্লে, "এই নাকি আমাদের মা? একখানি ছেঁড়া ময়লা শাড়ী প'রে, ধুতুরা ফুলের মত গা—একটি অলঙ্কার নাই, শুধু সেই ধুতুরা ফুলের রঙ্গের সাদা দুগাছি শাঁখা হাতে!" একজন এসে "মা মা" ব'লে পায়ে প'ড়্‌ল। আমি লজ্জায় মরে গেলুম। বুড়, ষাট বছর বয়স হবে, সে ব'ল্লে, "মা, তুমি রাজরাণী, তোমার এই মলিন বেশ দেখে মনে হয়, কেউ বুকে হাতুড়ির ঘা মার্‌ছে।" সবাই একবাক্যে ব'ল্লে, "আমরা লাখ্ টাকা তুলে দিচ্ছি। মা তুমি বেনারসী শাড়ী প'রে, হীরা জহরৎ গায়ে আমাদের কাছে দেখা দেও। তোমার এ বেশ দেখে মনে হয়, আমার বাড়ী ঘর দোর পুড়িয়ে দিই।" তাদের কি ভক্তি কি স্নেহ! আমি যেন তাদের স্নেহের বন্যায় ভেসে গেলাম। আমি ভাবলুম, আমার ছেলে নেই, এবং ছেলে হ'লে সে ছোট্টটি মায়ের কোলে হাত পা নাড়ে। কিন্তু এ কি দেখ্‌লেম! বুকে দাঁড়ী বেয়ে পড়েছে, চুল কাঁচা পাকা, কারু দাঁত নেই, চুল ধব্‌ধবে সাদা। তাদেরে দেখে আমার বুকে মাতৃস্নেহ উথ্‌লে উঠ্‌ল। মনে হ'ল, আমার শত শত ছেলে। আমি

যোল

তাদের অনুরোধ ও ব্যাকুলতা রোধ ক'র্‌তে পাল্লুম না। সেই হ'তে গয়না গায়ে ভাল শাড়ী প'রে তাদের দেখা দিতে লাগ্‌লেম। প্রথম দিন দেড় হাত ঘোমটা মাথায় দিয়ে কত জড়সড় হ'য়ে তাদের দেখা দিয়েছিলেম,— তাদের দৃষ্টির কাছে যেন লজ্জায় ম'রে যাচ্ছিলেম। কিন্তু এখন তাদের কাছে আমার ঘোম্‌টা নেই, তাদের জন্য বেশভূষার আদর ক'র্ত্তে শিখেছি। তা'দের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'ল্‌তে আমার এতটুকু বাধে না। আমি মনে করেছিলুম, আমার কেউ নেই, পৃথিবীটা ফাঁকা দেখ্‌ছিলুম। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, আমার সোণার চাঁদ ছেলেরা রোদে পুড়ে হাল বাচ্ছে ও বৃষ্টিতে ভিজে আইল বাঁধ্‌ছে; সকলের রসদ তারা জোগাচ্ছে,—কিন্তু ঘরে এসে নিজেরা রসদ পাচ্ছেনা।" তাদের কথা ব'লতে গিয়ে সরুর চোখ দুটি ছলছল ক'রে উঠ্‌ল। তার পর ব'ল্লে, "আমরা কি নিষ্ঠুর! নিজেদের খামখেয়ালিটা খুব বড় ক'রে দেখ্‌ছি, লোকে না খেয়ে ম'র্‌ছে, তা দেখছিনা। নিজেরা খাটে শুয়ে নেটের মশারি বিছানায় গুজে দিচ্ছি, যাহাতে একটা পিঁপড়ে সেঁধোতে না পারে। আর যারা আমাদের টাকার জোগান দিচ্ছে, তারা জেঁাক ও মশার কামড়ে পাগল হ'য়ে ঘুমুতে পার্চ্ছেনা, কখনও কখনও সাপের কামড়ে ম'র্‌ছে। এদিকে আমার ছেলে ব'লে এই অভাগিনী মায়ের দোহাই দিচ্ছে। আমার আঙ্গিনা যে ছেলে মেয়েতে ভর্ত্তি। কেউ না খেতে পেয়ে ম'র্‌ছে, কোন মেয়ে শুক্‌না পুকুরের সেওলা ঠেলে কাদামাখা এক্‌টু জল নিয়ে এসে ছাতিফাটা তৃষ্ণায় ম'র্‌ছে, আর আমরা সোণার গেলাসে গোলাপ জল দেওয়া মিশ্রির সরবত খাচ্ছি। দেখ্‌লুম, পাড়াগাঁয়ের কি দুর্দ্দশা! কত মেয়ের পরবার মত একখানি কাপড় নেই, নেংটির মত ন্যাক্‌ড়া দিয়ে কোন মতে লজ্জা নিবারণ ক'রে এসেছিল। কেউ বা মানকচুর পাতা প'রে লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে

সতের

হাত বাড়িয়ে ভিক্ষে চাচ্ছিল। ওঃ, সে কি দৃশ্য!" সরুর চোখ আবার জলে ঝাপ্‌সা হ'য়ে এল। এত লোক, সেখানে দোকানপাট নেই; এত কাপড় পাব কোথায়? নিজের যতগুলি শাড়ী ছিল, টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে ছিঁড়ে তাদের দিয়ে এসেছি। সরকার ম'শায়কে দিয়ে এবার অনেক ধুতি ও শাড়ী কিনে পাঠিয়ে দিয়েছি, আমার সেই ছেলে মেয়েদের জন্য।" "এবার ছুটি, বোন, ছুটি চাই'—আমার ঢের কাজ আছে। আমায় ভগবান্ কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠিয়েছেন, এতদিন আমি নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে বসে ছিলেম।" এই ব'লে সে আমাকে নমস্কার ক'রে, মফস্বলের জমিদারী থেকে কে ধান চা'লের ব্যবসার কথা ব'লতে এসেছে, তা'র সঙ্গে আলাপ ক'র্‌তে চ'লে গেল। সরু আর সে লাজুক মেয়েটি নাই, সবার সঙ্গেই নিজে কথা বলে। বুড় সরকার, দেওয়ান বিপিনবাবু, এদের কাজকর্ম্ম ঢের ক'মে গেছে, সরু নিজেই সব দেখে শুনে ও জমিদারীর কাজ করে।

তোমার বোন
পারুলা দেবী

শ্রীমতী শেফালিকা বোনার

করকমলে

C/o মিঃ জি, সি, বোনার

৩৩এ বালীগঞ্জ রোড

কলিকাতা

লেখিকা—সরোজবাসিনী
সুপুর, পাবনা

৩

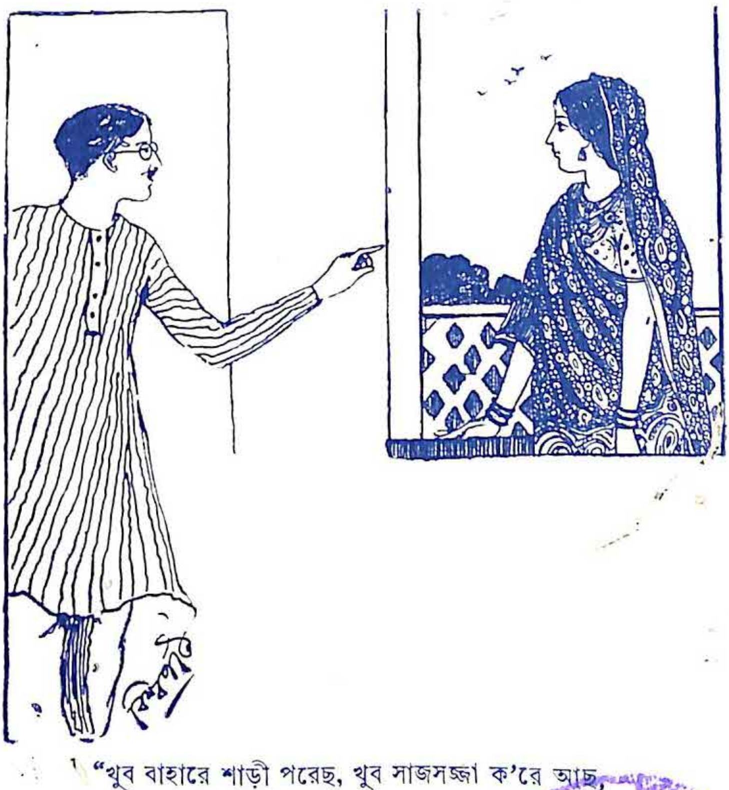
রাজবাটী, সুপুর, পাবনা
৩রা বৈশাখ, ১৩২৩

শিউলি দি,

ভাই, সেদিন কি মনে ক'রে তিনি এসেছিলেন আমার ঘরে। বোধ হয়, বাইরে ঝগড়া হ'য়েছিল, এজন্য অবকাশটায় এই দাসীর কথা মনে পড়েছিল। কি চেহারাই হ'য়েছে! চোখের কোণে কালি প'ড়েছে। আমার কলিজার হাড়—তাঁকে বাইরের লোকেরা এমনই ক'রে মুগ্ধ ক'রে

রেখেছে। মরুভূমি খুঁড়ে ইনি ঝরণার সন্ধান কর্চ্ছেন এবং সময়ে সময়ে বুঝ্ছেন,—সেখানে তা' পাওয়া যাবেনা। এইরূপ কোন অনুশোচনার দিনে বোধ হয় আমার কথা মনে প'ড়েছিল।

তিনি এসে বড় শিশু-কাঠের খাটটার উপর ব'সে তার এককোণে টিপে বিজ্‌লী বাতীটা জ্বালিয়ে দিলেন। বোধ হয়, আমাকে দেখে একটু চ'ম্‌কে উঠ্‌লেন। আমি তাঁকে দেখে কাঁদলুম না, পায়ে পড়লুম্ না। আমার এত দামের ভালবাসা, তা' যখন তখন যেখানে সেখানে ফেলে দেওয়া আমি উচিত বোধ ক'র্‌লেম না। এত যে কাজের মধ্যে থাকি—একরূপ কর্ম্মসমুদ্রে ডুবে থাকি বল্লেও হয় তথাপি কি ভুল্‌তে পেরেছি? এক একবার মনে হয়, তাঁকে ছেড়ে হয়ত বা থাক্‌তে পার্‌ব। কোন সময় ভগবান্ হয়ত, সে বল দেবেন। কিন্তু ভাই, মিছে কথা, তাঁকে দেখে মনটা হাহাকার ক'রে উঠ্‌ল। আপন জনকে পর মনে কর্ত্তে যে কি কষ্ট, তা' বোঝাবার নয়। মনে হ'ল পায়ে গিয়ে পড়ি। মনে হ'ল, হাত ধ'রে কেঁদে তাঁকে মনের কথা জানাই। কিন্তু মনের মাঝখানটা থেকে কঠোর সুরে কে যেন মানা করল। আমি কাঠের মত শক্ত হ'য়ে ব'সে রইলুম। কেঁয়া-গাছটি যেমন সুগন্ধি কোমল ফুলটি বুকের ভিতর রেখে চারিপাশে একটা কাঁটা বন সৃষ্টি ক'রে আপনাকে ঘিরে রাখে, আমি আমার মনের সমস্ত স্নেহ লুকিয়ে বাইরে উদাসীনতার একটা দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি ক'রে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। তিনি নিজ থেকে কথা ব'ল্লেন, "সরু, কেমন আছ?" আমি ব'ল্লেম, "বেশ ভাল আছি।" "খুব বাহারে শাড়ী পরেছ, খুব সাজসজ্জা ক'রে আছ, কোথায়ও যাবে নাকি?" এই শ্লেষটা শুনে' মনের ভিতর অভিমানটা জ্বলে উঠ্‌ল। আমি বল্লুম "বেশভূষা করাটা বুঝি তোমারই এক চেটে।" এমন কথা



“খুব বাহারে শাড়ী পরেছ, খুব সাজসজ্জা ক’রে আছ,
কোথাও যাবে নাকি ?” —২০

তিনি আর কখনও আমায় মুখে শুনেননি। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে ব'ল্লেন, "তোমার টাকা দিয়ে বেশভূষা করি, তারই বুঝি খোঁটা দিচ্ছ।" আমি ব'ল্লুম, "সেরূপ কোনও কথা আমার মনে ছিলনা। কিন্তু কোন কোন স্ত্রী হয়ত সেরূপ কথা মনে ভাব্‌তেও পার্‌তেন।" "তোমার এই সম্পত্তিতে কি আমার কোন অধিকার নাই ?" "নাই, এমন বল্‌ছিনা কিন্তু ভাল ও মন্দ ভাবে খরচ করার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে, তা' নিয়ে বিচার চলে।"

"বুঝেছি, আমি কি ভাবে খরচ কর্ছি, তার ন্যায় অন্যায়ের বিচার ক'র্ত্তে তুমি ব'সেছ, এই ভয় দেখাচ্ছ।"

"আমি বিচারক ভাবে বসি আর না বসি, কিন্তু তোমার নিজের বিচার তো নিজের করা দরকার! তার সময় হ'য়েছে।"

"আমি তোমার এক কপর্দ্দকও আর নেব না।"

"আমার নিজ সম্পত্তি ব'লে কিছু নাই। আমার মন আর দেহ, এই সম্পত্তি; তা' তোমার পায়ে ডালি দিয়েছিলেম; তুমি তা' অগ্রাহ্য ক'রেছ। তার পর যেটা আমার সম্পত্তি ব'ল্‌ছ, আমি মনে কর্‌ছি সেটা প্রজাদের। তারা আহার নিদ্রা ছেড়ে প্রাণান্ত ক'রে আমাদের যেটা জোগান দিচ্ছে—তা' নিয়ে তোমার আমার কারু ছিনিমিনি খেল্‌বার অধিকার নেই। তা'দের সুখ দুঃখের জন্য আমরা দায়ী।"

"তুমি, দেখি, ভারি পণ্ডিত হ'য়েছ। ওঃ, একেবারে বল্‌শেভিক হ'য়ে প'ড়েছ। যা হো'ক্, আমিও কিছু লেখাপড়া শিখেছি, নিজের পেটটা চালাবার মত উপার্জ্জন ক'রতে পার্‌ব, তোমার সঙ্গে এই শেষ দেখা, আমি যাই।"

এই ব'লে তিনি হন্ হন্ ক'রে চ'লে গেলেন, বাড়ী ঘর সম্পত্তি কিছুই তো তিনি নিয়ে গেলেন না। তথাপি আমার মনে হ'ল যেন তিনি

সর্ব্বস্ব নিয়ে গেলেন। একটি মাত্র ভয় তিনি দেখিয়ে গেলেন, "আর তিনি আস্‌বেন না।" কিন্তু এ'র চাইতে বড় ভয়, কাল সাপ, বাঘ ভালুক বা সর্ব্বনাশ, কিছুতেই আমাকে দেখাতে পারত না। সে যে কি বজ্র তিনি আমার বুকে হেনে গেলেন, তা' আর কি ব'ল্‌ব? এতদিন কাজ কর্ম্মের ভিড়ে তাঁর চিন্তাকে বড় একটা আমল দেই নি, কিন্তু আজ বুঝ্‌লুম, "আমি যা', তাই আছি। আমার হৃদয় একটুও শক্ত হয়নি।" "তিনি আর আস্‌বেন না" এতো তাঁর কাছে অতি সহজ, কিন্তু আমার পক্ষে যে কি তা' আর কেমন ক'রে বল্‌ব? ভাব্‌লুম, ছার টাকা পয়সার কথা নিয়ে তাঁকে ব্যথা দিয়েছি। আবার সেই বিছানা আশ্রয় ক'রে হাহাকার ক'রে কাঁদতে লাগ্‌লুম। মন ডেকে ব'ল্লে, "তুমি এস, এ ছার সম্পত্তি ধূলিমুষ্টির মত রেণু রেণু ক'রে উড়িয়ে দাও, তুমি এসে দেখ, আমার চোখে সূর্য্য নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে, শীতল হাওয়া, বসন্তকাল, বাগানের শত শত ফুল কারু কোন অর্থ নেই।" বৃশ্চিকের মত নিদারুণ অনুতাপ আমার অন্তরাত্মাকে দংশন ক'র্ত্তে লাগ্‌ল।

বহুক্ষণ কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে শ্রান্ত হ'য়ে, ঘুমিয়ে পড়্‌লুম। স্বপ্ন দেখলুম, আমার গৃহদেবতা "শ্যামরায়" আমার শিঁয়রে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছেন।

আরও অনেক কথা আছে, হয়ত বা পরে জান্‌তে পার্‌বে কিন্তু তোমাকে একটা কথা জিগেস্ কর্চ্ছি। আমার স্বামীকে যা' বলে ছিলেম, তার মধ্যে একটা রাগের ঝাঁজ দিল, সত্য। কিন্তু সে সকল কথা তো কিছু অন্যায় বলে মনে হয় নি। আমার ঠিক বিশ্বাস, আমাদের জমিদারীর পয়সায় প্রকৃত মালিক প্রজারা, তা' যথেচ্ছ উড়িয়ে দেওয়ায় আমাদের কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার নেই। আকাশ যেমন পৃথিবী হ'তে জল আকর্ষণ করে, সেই জল পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিতে—তা'কে উর্ব্বরা কর্‌বার

জন্য, প্রজাদেরও ধন সেইরূপ রাজা গ্রহণ করেন, তেমনি তাদের হিতার্থে ব্যয় করার জন্য। অবশ্য রাজশক্তির একটা বাইরের ঠাঁট বজায় রেখে লোকশ্রদ্ধা আকর্ষণ করার জন্য দরবার, বেশভূষা প্রভৃতি বাবদ কতকটা বাজে খরচ কর্ত্তে হয়, সেগুলি নিজ বিলাসের উপকরণ ব'লে মনে ক'র্লে ভুল হয়। সুতরাং সেদিনকার কথায় যে ইঙ্গিত ছিল, তার মধ্যে একটা ঝাঁজ থাক্তে পারে—আমার ব্যথিত প্রাণের দাগা কথাগুলি একটু শাণিত ক'রেছিল, হয়ত। কিন্তু মোটের উপর আমি কি কিছু অন্যায় ব'লেছিলেম ?

যদি অন্যায় না ব'লে থাকি; যদি প্রজাদের প্রতি আমার যে কর্ত্তব্য আছে—সেই বুদ্ধিদ্বারা চালিত হ'য়ে আমি সত্য কথা ব'লে তাঁকে আঘাত ক'রে থাকি, তবে এমন তো কিছু বড় রকমের অপরাধ আমি করিনি। তবে আমার এরূপ মর্ম্মান্তিক অনুতাপ হ'য়েছে কেন ? যখন তিনি ব'ল্লেন, "আমি আর আস্‌ব না", তখন আমি আকাশ থেকে প'ড়ে গেলুম কেন ? এই তো আমার শত শত প্রজা আছে, ভগবান্ তো শত দিক্ দিয়ে আমার কাজের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। আমাকে যারা স্নেহ করে, ভক্তি করে, মা ব'লে ডাকে এমন শত শত লোক তো আমার পাশে পাশে। তাদের সুখ দুঃখের ভার ভগবান্ অনেকটা আমার উপর দিয়েছেন। সে সমস্ত ভুলে, যিনি আমাকে এমন ভাবে ছেড়ে দিয়ে বিপথের পথিক হ'য়েছেন, তার জন্য প্রাণটা হাহাকার ক'রে উঠ্‌ছে কেন ? এই যে তাঁর প্রতি আমার প্রেম, এটা এত বড় সত্য কি ক'রে হ'ল যে, যদিও শত শত প্রমাণ তিনি দিয়েছেন এবং নিত্য দিচ্ছেন যে আমি তাঁর কেউ নই, তথাপি তাঁর প্রতি আমার অনুরাগটা এরূপ ভাবে আমায় পেয়ে ব'সেছে কেন ? আমি সত্যিকার অনুরাগ, স্নেহভক্তি,

এসব তো প্রজাদের কাছ থেকে পাচ্ছি; আমি সত্যিকার কর্ম্মক্ষেত্র তো পেয়েছি। তথাপি সে অনুরাগ—সে কর্ম্মক্ষেত্র মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমার কাছে মিথ্যা হ'য়ে যাচ্ছে কেন? স্বামীর প্রতি এই অচলা ভালবাসা সম্বন্ধে তুমি কি ব'ল্‌তে চাও?—আমার ঐরাবত প্রমাণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি যে তাঁর চিন্তার স্রোতে ভেসে তলিয়ে যাচ্ছে। যা' খাটি সত্য—তা জোর ক'রে মনের বদ্ধ কপাট ঠেলে প্রবেশ ক'র্ত্তে পাচ্ছেনা। অথচ যে অনুরাগ পুষ্ট করার জন্য কোন কারণই দেখ্‌তে পাচ্ছিনা, তা' বুক্‌টা পিষে ফেলে জগন্নাথের রথচক্রের মত বুকের উপর দিয়ে চ'লে যাচ্ছে। সেই অনুরাগটা এরূপ বড় হ'য়ে উঠল কোন্ শক্তিতে? তাঁর বিষয় ভাব্‌ব না—স্থির ক'রে চার দিক্‌কার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকৃতে চাই, কিন্তু আমার নিজের কাছেই নিজের ছদ্মবেশ ধরা পড়ে। আমি বুঝতে পারি, আমি বাইরে কতকটা কাজের অভিনয় কর্ছি। আমার প্রাণের খেলা চ'ল্‌ছে, প্রাণের ঠাকুরকে নিয়ে। তুমি এই রহস্যটা আমাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দাও। তুমিই তো আমাকে কাজের মধ্যে নিজকে ডুবিয়ে দিয়ে কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে সজাগ ক'র্ত্তে বলেছিলে, নারীমর্য্যাদাকে মহিমান্বিত ক'র্ব্বার উপদেশ দিয়েছিলে। আমি যত্নের ত্রুটি কর্ছিনা। কিন্তু তিনি এলে, তার কথা বা প্রসঙ্গ শুন্‌লে আমার সমস্ত ধৈর্য্য, উদ্যম তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ে কেন? খানিক্‌টা দূর পর্য্যন্ত গিয়ে ভাবি, মনটা শক্ত ক'রে এনেছি। কিন্তু ভুল, সব ভুল, আবার এমনই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ি যেন মনে হয়, আমি শত শত চেষ্টা সত্ত্বেও, শত শত কর্ত্তব্য পালনের দৃঢ়সঙ্কল্প সত্ত্বেও যেমনটি ছিলেম, তেমনটিই আছি। তাঁর একটা চাউনিতে বাঁচি, তাঁর একটা চাউনিতে মরি। আমার মনকে এমন ক'রে তাঁর অনুগত ক'রে দিয়েছেন কে? যিনি দিয়েছেন তিনি আমার এই আনুগত্য ও সর্ব্বস্ব-দেওয়া প্রীতির মধ্যে কি

কোন সত্য লুকিয়ে রাখেন নি,—যা'তে ক'রে আমার আত্মার উন্নতি হ'তে পারে? মনটা বশীভূত কর্‌বার উপায় কি? এবং তা' বশীভূত করা উচিত কিনা, আমাকে ব'লে দাও। আমি ভয়ে ভয়ে একটা কথা ব'ল্‌ছি। আমার মনে হয়, এই আমার অনুরাগের মধ্যে আমার ভাবী উন্নতির এমন কোন বীজ নিহিত র'য়েছে, যা' সমস্ত কর্ত্তব্যবুদ্ধি হ'তেও বোধ হয় বড়। নতুবা প্রকৃতি শতমুখী হ'য়ে—সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থাসত্ত্বেও ইহাকে পুষে রাখ্‌ছে কেন?

তোমার স্নেহের
সরোজবাসিনী

শ্রীমতী সরোজবাসিনী দেবী

রাজবাটী সুপুর,

পাবনা

লেখিকা—শেফালিকা

বালীগঞ্জ রোড

৬

৩৩ এ বালীগঞ্জ রোড

কলিকাতা,

২৭শে এপ্রিল, ১৯১৫

সরু,

তোমার চিঠিটা পেয়ে খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম। তুমি ঠিক বুঝেছ, প্রজারা যে অর্থ দিয়েছে, তা' নষ্ট কর্ব্বার ধর্ম্মতঃ তোমাদের কোন অধিকার নেই। তুমি ঠিক বুঝেছ সেই অর্থ প্রজাদের হিতকার্য্যে ব্যয় কর্‌বার জন্য তুমি ধর্ম্মতঃ দায়ী। তুমি ঠিক বুঝেছ, যে তোমার স্বামী তোমার অর্থ নিয়ে বিলাসিতার স্রোতে আত্মবিসর্জ্জন ক'রে শুধু অপরাধী হন নি, একান্ত কাপুরুষতার পরিচয় দিচ্ছেন। এসকল বুঝেও আবার তুমি কেমন ক'রে বল্‌ছ, তোমার স্বামীকে সেই সত্য কথাটা বলার জন্য তোমার অনুতাপ

হ'য়েছে ? এইরূপ গর্হিতভাবে প্রজাদের অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তিনি তোমার প্রশ্রয় পাচ্ছেন ; বিশেষতঃ স্ত্রীধন এরূপভাবে উড়িয়ে দেবার তাঁর কোনও অধিকার নেই। ইহার মধ্যে যে নির্লজ্জ হীনতা আছে, তা' নিজেত বুঝেন নাই, তুমিও তাঁকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা এপর্য্যন্ত কর নাই। আমার মনে হয়, তুমি এইভাবে পাপের প্রশ্রয় দিয়ে তোমার স্বামীর চরিত্র নষ্ট করার বরং সহায়তাই ক'রেছ। আমি একশ বার ব'ল্‌ব, একাজ তোমার পক্ষে নিতান্ত অশোভন ও অসঙ্গত হ'য়েছে। তুমি বাধা না দেওয়াতে তিনি পতনের দিকে দ্রুতবেগে ছুটেছেন। তোমার অর্থ দস্যু তস্করের অপেক্ষাও অতি অসঙ্গত ভাবে লুণ্ঠন ক'রে তিনি তোমারই দোষে পাপে বেশী লিপ্ত হবার সুবিধা পাচ্ছেন। এজন্য আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে দোষী মনে করি। আমার কথাগুলি একটু কর্কশ হ'ল। কিন্তু তুমি যাকে প্রেম মনে কর্‌ছ, এবং ভাব্‌ছ, এই প্রেমের মধ্যে ভগবানের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য লুক্কায়িত আছে, আমি সেটাকে অন্যায় আসক্তি ও দুর্ব্বলতা মনে কচ্ছি! ধর যদি কোন ছেলে পাপাসক্ত হয় এবং কুসঙ্গে মিশে উত্তরোত্তর অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়, তখন যদি তার মা বাৎসল্যের অতিমাত্র তাড়নায় তাকে বারণ না করেন এবং ক্রমাগত পয়সার জোগান দিতে থাকেন, তখন কি মনে কর্‌ব, মা খুব ভাল কাজ ক'চ্ছেন বা পুত্রের হিত সাধন কচ্ছেন, এবং তাঁর এই প্রশ্রয়ের মধ্যে পুত্রকৃত শত অপরাধের কোন অংশের জন্য তিনি দায়ী নহেন? তিনি যদি এই স্নেহটাকে মনে করেন যে ইহা ভগবানের দান, তবে কি আমরা মনে কর্‌বনা যে তিনি চোখ ঠেরে নিজেকে ভাড়াচ্ছেন, নিজে নিতান্ত অন্যায় ক'রে সেটাকে একটা উচ্চ ভাবের মুখোস পরিয়ে বড় ক'রে দেখে বৃথা তৃপ্তি ভোগ কর্‌তে চেষ্টা পাচ্ছেন।

তার পর যখন তুমি বুঝেছ, তোমায় প্রজারা নানা দিক দিয়ে তোমার সহায়তার প্রতীক্ষা কর্‌ছে এবং তুমিই তাদের অবলম্বন, তখন এইরূপ বুঝেও যদি তুমি তাদের বঞ্চিত কর, তবে সেটা আত্মপ্রবঞ্চনা ভিন্ন কি ব'লব ? আমার এইজন্য বিশেষ কষ্ট হ'চ্ছে যে তুমি কর্ম্মজীবনের আস্বাদ পেয়ে—কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার রাশি রাশি কর্ত্তব্যের সন্ধান লাভ করেও হীন আসক্তির দরুণ পাওয়া দৃষ্টিটা পুনরায় হারিয়ে ফেলে অন্ধ সাজ্‌ছ। বহু দিনের সংস্কার সহজে যায় না ; তোমার কর্ত্তব্যবুদ্ধির খরশান অসিদ্বারা তোমার অধঃপতিত স্বামীর প্রতি এই আসক্তির মূলচ্ছেদ করাই হচ্ছে তোমার কর্ত্তব্য—হয়ত, দু' একবার পা পিছলে যাচ্ছে, বহুদিনের অভ্যাসের দোষে। কিন্তু আমি মনে করি, তুমি তোমার মনকে কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অনুগত করতে পার্‌লে ক্রমে আত্মার মহিমা বুঝতে পার্‌বে ; তখন তুমি দেখ্‌বে, এখনও যা' তুমি অন্ধবিশ্বাস ও চিরাগত অভ্যাস বশতঃ স্বামি-ভক্তির পরাকাষ্ঠা মনে কচ্ছ, তা' একটা মোহ ভিন্ন কিছুই নয়। তোমাকেও আমি তত দোষ দিতে পারিনা। আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্বামি-ভক্তির ডঙ্কা বাজিয়ে বাজিয়ে আমাদের এমন সংস্কারাধীন ক'রে রেখেছেন, যে আমরা সরল কর্ত্তব্য ও নিজের মর্য্যাদার কথা সহজে মনে স্থান দিতে পারিনা। এই চিঠির ভাষা একটু কড়া হ'ল ; ক্ষমা ক'র। জান্‌বে, কূপে পতিত লোককে যেমন একটা হেঁচকা টান দিয়ে, তাকে ব্যথা দিয়েও হাত ধ'রে তুলতে হয়, আমি তোমাকে মঙ্গলের পথে আন্‌তে কতকটা কঠোর উপায়ে তেমনই চেষ্টা পাচ্ছি। এজন্য আমায় ক্ষমা ক'র।

তোমার ভালবাসার

শিউলিদি

শ্রীমতী শেফালিকা বোনার

করকমলে

C/o মিঃ জি, সি, বোনার

৩৩।এ বালীগঞ্জ রোড

কলিকাতা

লেখিকা—সরোজবাসিনী
স্থপুর, পাবনা

৭

রাজবাটী
স্থপুর, পাবনা
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

শিউলি দি,

তোমার উপর রাগ করিনি, তুমি আমার স্বামীর কথা যা' লিখেছ, তা' প'ড়ে বারংবার আমার চোখে জল এসেছে, কেন ব'ল্‌তে পার? তুমি "কর্ত্তব্য", "কর্ত্তব্য" অনেকবার লিখেছ, অনেক উপদেশ দিয়েছ। সেরূপ

কর্ত্তব্য তো আমি জীবনে কিছু কিছু না ক'রেছি তা' নয়। কিন্তু তা' ক'রে যা' তৃপ্তি পেয়েছি, আমার স্বামীর মুখখানি একবার দেখে তাতে যে আনন্দ পাই—সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠাজাত শত শত তৃপ্তিও সেই আনন্দের কাছে দাঁড়াতে পারে না। তুমি লিখেছ, এটা আমার হীন আসক্তি ও দুর্ব্বলতা। কিন্তু এই হীন আসক্তিতে আমাকে যা' দিয়েছে, তা যে শত শত কৌস্তূভ কোহিনূর হ'তেও আমার কাছে মূল্যবান্; তাতে ক'রে আমার আত্মার সম্পদ যে কত বাড়ে, তা আমি কি ক'রে বুঝাব? এটাকে যে আমার স্বর্গের রাস্তা ব'লেই মনে হয়। যদিও কষ্ট পাচ্ছি, তথাপি মনে হচ্ছে, এ কষ্ট পথের কষ্ট; এ কষ্ট যে সুখকে ইঙ্গিত ক'রে দেখাচ্ছে, তা খুব বড় জিনিষ; তা কখনই হীন হ'তে পারে না। টাকার কথা লিখেছ। অবশ্য প্রজার হিত করা আমার উচিত। আমার নিজের দিক দিয়ে দেখ্‌লে এই হিত ক'রে আমি কি পাব, তা' আমার বিচার ক'রে দেখ্‌বার একটা অধিকার আছে। আমার স্বামীর শত অপরাধ সত্ত্বেও তাঁকে ভালবেসে, তাঁর জন্য চোখের জল ফেলে আমি যা পাচ্ছি, তাতে আত্মার বল বাড়্‌ছে ব'লেই মনে হয়। এই যে প্রজাদের জন্য প্রাণান্ত শ্রম ক'রে ত্যাগ স্বীকার ক'র্‌তে আমার প্রবৃত্তি জেগেছে, তারও প্রেরণা আমি স্বামি-প্রেমের কাছ থেকে পাচ্ছি। স্বামীকে যদি আমি ভাল না বাস্‌তেম, আমার সব কাজ যদি শুধু কর্ত্তব্যবুদ্ধি হ'তে ক'র্ত্তে হ'ত, তা' হ'লে আমি নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে এমন নিবিষ্ট ভাবে কাজ কর্‌তে পারতেম না। তুমি যাই কেন না বল, আমাকে যত ইচ্ছা ভৎর্সনা কর, কিন্তু আমার মনে হয়, এই স্বামীর প্রতি অনুরাগের ভিতর আমার এমন কিছু আছে, যাহা শুধু অভ্যাস-লব্ধ একটা সংস্কার হ'তে অনেক উচুঁ, যা' পদে পদে বিরাগ ও ত্যাগের মহিমায় আমার আত্মাকে পুষ্ট ক'র্চ্ছে। তোমার দেওয়া উপদেশের খরশান

অসি দিয়ে যদি তার মূলোচ্ছেদ ক'র্‌তে চেষ্টা পাই, তবে তাহা আমার পক্ষে আত্মহত্যা অপেক্ষাও একটা বড় সর্ব্বনাশের কারণ হবে।

দেখ, এই পৃথিবীটার যা' কিছু রূপ, সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, তা' আমার "অধঃপতিত" স্বামীর মুখখানি একবার দেখ্‌লে—আমার উপভোগ করার অধিকার হয়। নতুবা কর্ত্তব্য বল, ন্যায়-অন্যায় বিচার বল, সব ঝরা ফুলের মত শুক্‌নো মনে হয়। আমি স্বামীকে টাকার কথা ব'লে ভাল ক'রেছি কি মন্দ ক'রেছি, ঠিক জানি না। হয়ত ঠিক কাজই করেছি, কিন্তু স্বামীর সম্বন্ধে তুমি যদি কোনও নিষ্ঠুর আলোচনা কর, তবে তোমার প্রতি আমার সহস্র শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, আমি তোমার চিঠি পড়্‌বার আশা ত্যাগ করব। আমার প্রাণটা ভগবান্ যা' ক'রে গড়িয়ে দিয়েছেন, তা' আমি অন্যরূপ ক'র্‌ব কিরূপে? তা' যদি পলাশের তুলোর ন্যায় অসার হয়ে থাকে, তবে তার ভিতর আমি শাল্মলীর দৃঢ়তা কো'থেকে পাব? তোমার সে দৃঢ়তা থাক্‌তে পারে; কিন্তু চেষ্টা করলেই কি একটা লতা দেবদারুর মত দৃঢ় হ'তে পারে? একটা কুঁদফুল কি চেষ্টা ক'র্‌লেই তালের আঁটির মত শক্ত হ'তে পারে? আমি কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে আমার জীবনের চরম লক্ষ্য ক'র্‌তে পার্‌ব না। তবে, প্রজার হিত করা—সে আমার স্বাভাবিক অনুরাগে যতটা পারি, তা ক'র্ত্তে পরাঙ্মুখ হ'বনা। আমি অনেক ক'রে মনকে বুঝুতে চেষ্টা করেছি, তাঁর প্রতি অনুরাগ আমি ধুয়ে মুছে ফেল্‌তে পাচ্ছি না।

তোমার স্নেহের
সরোজবাসিনী

শ্রীমতী পারুলা দেবী

সুপুর,

পাবনা

সরোজবাসিনী
৩৩।এ বালীগঞ্জ রোড,
কলিকাতা

৮

৩৩।এ বালীগঞ্জ রোড
কলিকাতা
৭ই মে, ১৯১৫

পারুল,

সরু আমায় বড় শক্ত চিঠি লিখেছে। তার স্বামী ঘোর পাষণ্ড। এমন সাধ্বী স্ত্রীকে ছেড়ে একটা গণিকার দোরে মাথা খুড়্ছে ও সরুর সম্পত্তি বিলিয়ে দিচ্ছে। আমি লিখেছিলেম, এরূপভাবে মিষ্টি কথা, কান্নাকাটি মিনতি ক'রে আর তার সঙ্গে নিজের সম্পত্তি উড়িয়ে দেবার সুবিধা না দিয়ে

সে যেন মনের রাশ একটু ক'সে ধরে—এরূপ প্রশ্রয় দিয়ে তাকে সে আরও কুপথে উৎসাহিত কচ্ছে। এই কথায় সে চ'টে গেছে; সে লিখেছে, তার স্বামীর সম্বন্ধে এমন ভাবের কথা যদি আমি লিখি, তবে সে আমার চিঠি প'ড়্বে না। বেশ, না প'ড়লে,—আমি এমন অপদেবতাকে ঠাকুর ভেবে সশ্রদ্ধ ভক্তির অঞ্জলি দিতে ব'ল্তে পার্ব না। আমি তাকে ঘোর পাষণ্ড ব'লে মনে করি এবং এইরূপ লোকের প্রতি আসক্তিতে যে মানুষের আত্মার অধোগতি হয়, এ কথা তাকে ব'লেছি এবং সর্ব্বদা ব'ল্ব।

কিন্তু হাজার হ'লেও আমি সরুকে বড় ভালবাসি, সে আমার মামাত বোন্ ব'লে নয়, ছোটবেলা হ'তে সে আমার সাথী; তার মিষ্ট স্বভাব, ধৈর্য্য, কর্ম্মকুশলতা প্রভৃতি গুণে আমি মুগ্ধ। সে বড় দুঃখী, দুঃসময়ে প'ড়ে তার মাথাটা কতকটা বিগ্ড়ে গেছে। এ সময় সে আমাকে কটু কথা ব'ল্লেও আমি মনে মনে তার উপর রাগ করিনি। কিন্তু আমি তার ইচ্ছার অনুযায়ী চিঠিপত্র কিছুতে লিখ্তে পার্ব না। ঈদৃশ ব্যক্তির প্রতি ভক্তি পতি-ভক্তি নহে, প্রেত-ভক্তি। যা' হোক্ গে, তুমি এ সকল কথা তাকে ব'ল না। তার কোমল প্রাণে সহজেই ব্যথা লাগে, সুতরাং ব্যথিতকে ব্যথা দেওয়া উচিত নয়।

আমার একটি অনুরোধ, তুমি সদাসর্ব্বদা তার খোঁজ নিয়ে, সে কি রকম আছে ও কি কচ্ছে—আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখে জানাবে। আমি সপ্তাহে তার সম্বন্ধে অন্ততঃ একখানি চিঠি তোমার কাছ থেকে প্রত্যাশা ক'রব।

তোমারই
শিউলিদি

তেত্রিশ

মিসেস শেফালিকা বোনার

৩৩।এ বালীগঞ্জ রোড

কলিকাতা

লেখক—জি, সি, বোনার
স্বপুর, পাবনা

৯

রাজবাটী

স্বপুর, পাবনা

২রা জানুয়ারী, ১৯১৭

শেলি, প্রিয় আমার,

আমি স্বপুরে কা'ল এসেছি। মনে করেছিলেম, এখানে এসে সরুকে দেখে শুনে তোমার চিঠির উত্তর দেব; এজন্য পত্রের উত্তর দিতে এ ক'টা দিন দেরী হ'ল।

সরুর ভিতর কি একটা গ'ড়ে উঠ্‌ছে। তাকে এবার দেখে বড় ভাল বোধ হ'ল। তোমার আমার কর্ত্তব্যবুদ্ধি থাক্‌তে পারে; কিন্তু কর্ত্তব্য-

বুদ্ধি দিয়ে মানুষ গড়া যায়, অনুরাগ দিয়ে দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। সরুকে মানুষী ব'লে মনে হয় না, সরু যেন দেবী।

দেখ্‌লাম সে রোজ তাদের প্রতিষ্ঠিত শ্যামরায়ের আরতি দেখ্‌তে যায়। ওদের বাড়ীর শ্যামরায়ের আরতি একটা দেখবার জিনিষ বটে। যখন ধূপের গন্ধে আমোদিত আধ-অন্ধকারে পঞ্চপ্রদীপের আলো 'পালাই পালাই' ক'রেও পালাতে পারে না, চারিদিকে শঙ্খঘণ্টার শব্দ, চারিদিকে করজো'ড় স্ত্রীপুরুষের সতৃষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা অভিনন্দিত হ'য়ে অলকাতিলকা-চিত্রিত প্রস্তরের ঠাকুরটি সেই অগুরুচন্দনের গন্ধযুক্ত ধোঁয়ার বেষ্টনীর মধ্যে দেখা দেন—তখন তো সরু বলে সে স্পষ্ট সেই পাথরের মূর্ত্তির হাসিটি দেখ্‌তে পায়। আমি দুই তিন দিন আরতি দেখেছি। আমার বড় ভাল লেগেছে। কিন্তু সরু যেরূপ তন্ময় হ'য়ে গেছে, এমনধারা অনুরাগ আমি তো কারু মধ্যে দে'খ্‌তে পাই না।

সে প্রাতে সন্ধ্যাপূজা করে, শ্যামরায়ের ঘরে; তারপর বেলা ন'টার সময় ম্যানেজার বাবুকে ডেকে নিজে ষ্টেটের কাজকর্ম্ম দেখে। তার একাগ্রতা যদি দেখ্‌তে, তবে আমি সত্য ব'ল্‌তে পারি, তুমি খুসী হ'তে। ষ্টেটকে এখন সে বলে,—এ তারও নয়, প্রজাদেরও নয়, এ সমস্তই শ্যামরায়ের।

শ্যামরায়ের মন্দিরের একটা দিক্ ভূমিকম্পে ভেঙ্গে গেছে, তা জান। প্রায় দেড় লাখ্ টাকা খরচ ক'রে সে মন্দিরের সংস্কার ক'র্‌ছে। কত শিল্পী যে লেগে গেছে, তার অবধি নেই। দিল্লী ও মাদ্রাজ হ'তে কারিগর আনা হ'য়েছ। মন্দিরের মাঝ্‌খানটা নীল পাথরে তৈরী হচ্ছে। সরু বলে, এই নীল আচ্ছাদনের ভিতর শ্যামরায়ের মূর্ত্তি খুল্‌বে ভাল। বাড়ীতে প্রায়ই মহোৎসব হচ্ছে। চারিদিকে ঘোষণা ক'রে দিয়েছে, যার খাবার নেই, শ্যামরায়ের বাড়ীতে

তার খোরাক বাঁধা আছে। কত অন্ধ আতুর—তার সঙ্গে অকর্ম্মা অলস দু'দশটা না আছে তা নয়—পিঁপ্ড়ার সারের মত তার বাড়ীতে রোজ রোজ আস্‌ছে। যাদের শরীরে বেশ শক্তি আছে, খাট্‌তে পারে, অথচ নিজে উপার্জ্জন ক'র্‌তে চায় না, এরূপ লোকগুলিকে সরু তাড়িয়ে দেয় না; তারাও ঠাকুরের বাড়ী প্রসাদ পায়; কিন্তু ঠাকুরবাড়ীর সংলগ্ন যে জমি আছে, তাতে তারা খেটে যাতে শস্য জন্মাতে পারে—ঠাকুরের সেবায় লাগ্‌লে তাদের পুণ্য হবে, মিষ্ট কথায় এমনি ক'রে তাদের বুঝিয়ে দেয় যে তারা আনন্দের সঙ্গে কাজে লেগে যায়। সরু নিজে চন্দন ঘষে এবং ঠাকুর-বাড়ীর দাসীর মত কাজ করে। সেই বহু লোকের মধ্যে বেছে বেছে কাজের যোগ্য পুরুষ ও স্ত্রীলোককে কথায় ভুলিয়ে বাগান সাফ করা, ফুলের চারা লাগান, এই সকল কাজে নিযুক্ত ক'রে দেয়। সে যখন নিজে ঝাঁটা নিয়ে দোর আঙ্গিনা সাফ্ ক'র্‌তে যায়, তখন যারা নিতান্ত কুঁড়ে, তারাও এসে তার সঙ্গে কাজ কর্‌তে লেগে যায়।

অনেক সময় বিকেল বেলাটা সরু ষ্টীমলঞ্চে পাঁড়াগাঁ দেখে বেড়ায়। যারা অলস, অদৃষ্টের উপর ভার দিয়ে নিজেরা কেবল দুরবস্থা জ্ঞাপন ক'র্‌তে শিখেছে, তাদের দিয়ে এমনিই কাজ করিয়ে নেয়, যে তা' শুনে তুমি বিস্মিত হবে। রঘুপুরের হলধর কর্ম্মকারের একটা পা খোঁড়া; সে পথের ধারে হাত বাড়িয়ে ব'সে ভিক্ষা ক'রে দিনান্তে দুটো চারটে পয়সা রোজগার কর্‌ত। খোঁড়া পা'টা খুব ঘটা ক'রে দেখিয়ে সকলের সমবেদনা আকর্ষণ ক'র্‌ত। সরু একদিন তাকে দুটো টাকা ভিক্ষা দিলে, সে চিন্‌তে পারেনি যে সরু তাদের দেশের রাণী। তারপর নিরালা তার সঙ্গে আধ ঘণ্টাটেক কি ব'ল্লে; তার পর দিন সেই খোঁড়া নিজে খোঁড়া'ত খোঁড়া'তে বিষ্ণুপুরের হাট থেকে সেই দু'টাকার মানকচুর চারা কিনে আন্‌লে। তার

বাড়ীতে বিঘে খানেক জমি জঙ্গ্লা হ'য়ে প'ড়ে ছিল ; সে ব'সে ব'সে দা দিয়ে তা' সাফ্ ক'রে মাটি গুঁড়ো ক'রে, সেই মানকচুর চারা তাতে লাগিয়ে দিলে। এখান থেকে ওখান থেকে কিছু ছাই কুড়িয়ে তার মাটিতে সার দিলে। এক বছর পরে এই মানকচু বেচে সে ৭০০৲ সাত শ' টাকা পেয়েছে ; জানত বিষ্ণুপুরের কচু এক একটা এক মণ, দেড় মণ পর্য্যন্ত হয়। হলধর কামার এ বছর আরও দু'বিঘে জমি ইজারা নিয়ে একটা চাষা রেখে এই মানকচুর ব্যবসাটা খুব জমিয়ে তুলেছে,—এবছর নাকি তার আয় দু'হাজার টাকার নীচে হবে না। এমনই ক'রে নিজে সরু বাড়ীতে বাড়ীতে ঘোরে ; কামার কুমোরদের যন্ত্রপাঁতি ও হাঁড়ির নূতন নমুনা দেশ বিদেশ হ'তে এনে দিয়ে বলে,—যে পরিশ্রমে তোমরা দু'টাকা পাবে, সেই পরিশ্রমে এই নূতন রকমের জিনিষ তৈরী কর্‌লে অন্ততঃ তোমাদের তিন টাকা হবে। সরু এই তিন বছরের ভিতর কত অকর্ম্মাকে যে কর্ম্মের পথে এনেছে, এবং তার বিস্তৃত জমিদারীর মধ্যে কত নূতন আবাদী জমির আয় বাড়িয়ে দিয়েছে যে তুমি দেখ্‌লে চ'ম্‌কে উঠ্‌বে। কয়েকটি নূতন আদর্শ-পল্লী স্থাপন ক'রে সে বিদেশ থেকে কারিগর এনে নূতন কাজ শিখোচ্ছে ও পল্লীবালকদিগকে একত্র ক'রে যাতে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি হয়, তার জন্যে যুবক-সঙ্ঘের সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু এই সকল কাজ ছাপিয়ে উঠেছে, মন্দির নির্ম্মাণের প্রচেষ্টা। প্রতিগ্রামেই জলাশয়ের সংস্কার ও পয়ঃপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীবাসীরা চাঁদা ক'রে দেবমন্দির স্থাপন কর্‌ছে। চাঁদনী নদীর দুধারে যে কত মন্দির উঠেছে, তা দেখ্‌লে এই কর্ম্মঠতার পরিমাণ বুঝ্‌তে পার্‌বে। সকালে ভঁয়্‌রো রাগ আলাপ ক'রে বৈরাগীরা টহল দিয়ে ফেরে, কিন্তু সন্ধ্যায় দীপাবলীতে চাঁদনীর জল ঝক্ ঝক্ কর্‌তে

থাকে। মন্দিরে মন্দিরে কাঁসর, শঙ্খ ও মৃদঙ্গ বাজতে থাকে। সন্ধ্যায় চাঁদনীর দু'ধারটা মনে হয়, যেন প্রকৃতই দেবলীলার স্থল। সরুর শ্যামরায়ের আয় দ্বিগুণ বেড়ে গেছে—এত খরচ কচ্ছে অথচ সরুর ইঙ্গিতে প্রজারা সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত হয়। অনেকগুলি গ্রামই সরুর উৎসাহে কর্ম্মে নূতন দীক্ষা লাভ ক'রে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ছে।

সরু বলে, দেবমন্দিরই হচ্ছে এদেশের সর্ব্বস্ব। দেবমন্দির ঘিরে চিরকাল ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারলাভ করেছে—যত পণ্ডিত, যত গুণী, শিল্পী ও সাধুসন্ন্যাসী দেবমন্দিরের আকর্ষণে ধরা দিয়েছেন। পুরী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, এ সমস্তই দেবমন্দিরের বিকাশ, এই পথ দিয়েই ভারতবর্ষের চিরন্তন অভিযান ও উচ্চতম আদর্শের পরিণতি।

তোমার স্বামী
জি, সি, বোনার

জি, সি, বোনার এস্কোয়ার

সুপুর, বাজবাটী

পাবনা

লেঃ—সেফালিকা বোনার }
৩৩।এ বালীগঞ্জ রোড, কলিকাতা }

১০

৩৩।এ বালীগঞ্জ রোড
১৮ই জানুয়ারী
১৯১৭

প্রিয় স্বামিন্,

তোমার চিঠি পেয়ে খুসী হ'লেম ; কিন্তু একটু দুঃখ যে না হ'ল তাও নয়। কর্ম্মের প্রেরণা দিয়ে সরু পল্লীগুলি সজাগ ক'রে তুলেছে, এগুলি খুব ভাল কথা। কিন্তু এই সকল নুড়ি ও পাথরের পূজা নিয়ে সে মেতে উঠেছে, শুনে' দুঃখিত হ'লেম। এই নুড়ি পূজা যতদিন থেকে হ'য়েছে, ততদিন

থেকে আমাদের দেশটা উচ্ছন্ন যাওয়ার পথে এসেছে। যিনি নিরাকার, অসীম, অনন্ত—তাঁকে একটা নুড়িতে পরিণত ক'রে আত্মাকে অপমান ক'রে এসেছে,—ব্রাহ্মণের দল। যদি কেউ ঝিনুকে এক ফোঁটা জল নিয়ে তাতে মহার্ণবের কল্পনা করে, তার চাইতেও এই নুড়ী পূজা হাস্যাস্পদ; কারণ সেই ঝিনুকের জলেও বরং বিন্দু পরিমাণে অর্ণবের স্বরূপ আছে, কিন্তু অসীম, অনন্ত, দুর্জ্ঞেয় পরমাত্মাকে অদ্ভুত অদ্ভুত এবং বিকট রূপ দিয়ে পূজা ক'র্‌লে, তাতে তাঁর স্বরূপের লেশ তো থাকেই না, বরঞ্চ ভূতপূজার সমস্ত কুসংস্কার আত্মাকে মলিন ক'রে ফেলে। সরু এই সকল বাঁদরামী কুচ্ছে। এই সকল টিকি, ফোঁটা, চন্দন ঘষা ও গাছের পাতা কুড়নোর দৌরাত্ম্যে এ দেশীয় নরনারীর মন অতিশয় সঙ্কীর্ণ হ'য়ে গেছে। উপনিষদের ঋষিরা ছিলেন সর্ব্বদ্রষ্টা—বিশ্বনিয়ন্তার স্বরূপ তাঁদের মনের মুকুরে প্রতি-বিম্বিত হ'ত; আর পুরাণের বামুনেরা কল্পনার যত বীভৎস আকৃতি তা' কাঠ পাথর দিয়ে তৈরী ক'রে ফেলেছে; যে ছিল বিশাল সমুদ্রবাসী, তাকে কূপমণ্ডুক ক'রে ফেলেছে। আমি বড়ই ভাবিত হ'লাম,—সরু কর্ম্মের নামে একটা মস্ত কুকর্ম্মের আশ্রয় নিয়েছে। এর দ্বারা সে যে শুধু তার নিজের অনিষ্ট ক'চ্ছে তা' নয়। দেশটা অচলায়তন হ'য়ে আছে, তার মধ্যে যে দু' একটা ছিদ্র থেকে আলো ও হাওয়া পাওয়া যেত, সে সকল পুনরায় বন্ধ ক'রে আবার আটঘাট বেঁধে ফেল্‌বার এই সকল উদ্যম আমাদের দেশের লোকের পক্ষে মোটেই হিতকর নয়। দেশটাকে পিছু হটিয়ে দেওয়ার যে এই সকল চেষ্টা, এর সঙ্গে ভাল লোকের সম্বন্ধ ও সহানুভূতি থাকা উচিত নয়। সরুর একান্ত ভাবপ্রবণতাই এই সকল কুসংস্কারকে জমিয়ে তুলেছে। তোমার কাছে তাই আমার বিনীত অনুরোধ, তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে সরুকে এ সকল কাজ থেকে নিবৃত্ত ক'র্‌বার

চেষ্টা ক'র্বে। সে যদি নেহাৎ সেকেলে লোক হ'ত, তবে না হয় তাকে মাপ ক'র্ত্তে পার্ত্তেম। কিন্তু সে তো বেথুন কলেজে বি, এ, অবধি প'ড়েছিল। তার বুদ্ধিশুদ্ধি তীক্ষ্ণ; আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবে গড়া সভ্যতার গতিবিধি তো তার বিলক্ষণ জানা আছে। তবুও সে এরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হ'য়ে আছে, এ নিতান্তই পরিতাপের বিষয়।

তোমার স্নেহের

শেলি

শ্রীমতী শেফালিকা বোনার
মিঃ জি, সি, বোনারের বাটী
৩৩।এ বালীগঞ্জ রোড
কলিকাতা

লেখিকা—শ্রীমতী পারুলা দেবী
স্থপুর, পাবনা

## ১১

স্থপুর
পাবনা
২০ শে জানুয়ারী, ১৯১৭

শিউলি দি,

ভাই, তোমার সাহেব আজ প্রায় দুই সপ্তাহ ধ'রে স্থপুরে এসে' আছেন ; সরুদের ওখানটায়ই আছেন। মিঃ জি, সি, বোনার এসেছেন, শুনে' আমরা তো ভেবেছিলুম, সেকালের শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তো আর তিনি নেই ; এখন এত বড় নামজাদা ব্যারিষ্টার, সাহেব-মেম

বিয়াল্লিশ

মহালে যাঁর এতটা প্রতিপত্তি, তিনি আর এখন কি আমাদের চিন্‌তে পার্‌বেন. চিন্‌লেও কি আর আত্মীয় ব'লে আদর ক'র্‌বেন? তার পর তাঁর যে অবস্থা হ'য়েছে, তা' ক্রমে ব'ল্‌ছি, শুনে যাও; ঘটনাটি কিছু আশ্চর্য্য রকমেরই বটে।

তুমি লিখেছ, তুমি তাঁকে চা'রখানি চিঠি দিয়েছ, কিন্তু তিনি সুপুরে পৌঁছার খবরটি দিয়ে আর একখানি মাত্র বড় গোছের চিঠি লিখেছিলেন, তার পর চুপ-চাপ আছেন। পত্র লেখেন না কেন? কোন অসুখ হয় নি তো? হ্যাঁ, এ কথা ঠিক্ ব'ল্‌তে পারি, তাঁর কোন অসুখ হয় নি; কিন্তু যা' ঘটেছে, তা' শুনে তোমার যে খুব সুখ হ'বে তা'ও ব'ল্‌তে পাচ্ছি না।

প্রথমতঃ, এসেই তিনি একবার আমাদের এখানে এসেছিলেন। বয়স বেড়ে গেছে, যৌবনের শেষ ধাপে পা দিয়েছেন, সেখান থেকে প্রৌঢ়ত্ব উঁকি মার্‌ছে। কিন্তু সেই বালকের ভাব এক রকমই আছে। আমি তাঁকে একটু নত হ'য়ে প্রণাম কচ্ছি, অম্‌নি হাস্‌তে হাস্‌তে খোপাটি খুলে দিয়ে' বেণীটা ধ'রে টান মার্‌লেন এবং ব'ল্লেন, "তোর সঙ্গে যে সম্পর্কটা, তাতে রঙ্গরস একটু চলে; সে সুবিধাটা ছাড়্‌ব কেন? ভয় নাই, রস বেশীদূর গড়াবে না, তার উপায়ও নেই, শেলী আটঘাট বেঁধে রেখেছে।"

শিউলি দি, তোমার বরটির কোট, প্যাণ্টালুন, নেক্‌টাই—এ সব মিথ্যা। মনে হ'চ্ছে যেন তিনি মুখোস প'রে এসেছেন, সেই গিরীশ বাড়ুয্যেই আছেন। আশ্বস্ত হ'লুম। তার পর তিনি সরুর কথা তুল্লেন—ব'ল্লেন "আজ তার দেখাই পাইনি, ঠাকুরঘরে আছে। এই তিন ঘণ্টা হ'ল এসেছি, এর মধ্যে চাকরবাকরেরা খুব যত্ন ক'চ্ছে, কত রকম আতিথ্য দেখাচ্ছে। কিন্তু সরুর সঙ্গে দেখা হয় নি,—ব'লে পাঠিয়েছে, শ্যামরায়ের ভোগ দিয়ে সে মন্দিরের বে'র হ'বে। কি করি? ভাব্‌লুম, একটু ঘুরে

ফিরে আসি। যখন এখানে দুটো দিন থাক্‌বো ব'লে তার অতিথ হ'য়ে এসেছি, তখন তার এ সকল দৌরাত্ম্য সহ্য কর্‌তেই হবে। কিন্তু একটা কথা, সরু তো বেশ লেখাপড়া শিখেছিল, সে কি ক'রে এই সকল পুতুল পূজা করে? আমাদের সঙ্গে আগে তো খুব মিশেছে; যদিও বেশী কথা বলার অভ্যাস তার কোন কালেই নেই, কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধেতো দু'চারটা কথায় যা' ইঙ্গিত ক'র্‌ত, তাতে মনে হ'ত সে গতানুগতিক হ'য়ে চ'ল্‌বার লোক নয়, তার বেশ একটা মতের স্বাধীনতা ও অন্তর্দৃষ্টি আছে। সে কি ক'রে এখন এ সকল কুসংস্কার নিয়ে আছে? তার পাষণ্ড স্বামীটার ব্যবহারে"— আমি বাধা দিয়ে ব'ল্লেম, "সরুর কাছে তার স্বামীর উল্লেখ ওভাবে ক'রবেন না" মিঃ বোনার ব'ল্লেন, "আমি কিছু লুকোচুরি খেল্‌তে এখানে আসি নি। শেলী আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে, তাকে শোধরাতে,—তাই এসেছি, তার ঐ স্বামীটার ব্যবহারে নিশ্চয়ই তার মাথাটা বিগ্‌ড়ে গেছে।" এইমাত্র আমার বড় ছেলে সতীশ এসেছে। সে এম, এ, পরীক্ষা দিয়ে এল। "এখন, মা, চিঠি লেখা রাখ, এতদিন পরে এসেছি। দু'টা দিন আর সব বাজে কাজ ছেড়ে দাও" এই ব'লে হাত হ'তে কলমটা কেড়ে নেবার ভয় দেখাচ্ছে। সুতরাং মাপ কর। তোমার কৌতূহল জাগিয়ে এখানেই আজ চিঠি শেষ ক'রে ইতি দিতে হ'ল। অনেক কথা আছে, স'তেটার হাত হ'তে নিস্তার পেয়ে কবে যে আবার খুব লম্বা ক'রে সব কথা লিখ্‌তে পার্‌ব, জানি না, তাই এই চিঠিখানি পোষ্ট কর্‌লুম। তোমার স্বামীর সম্বন্ধে খুব মজার কথা আছে। ধৈর্য্য ধ'রে থেক, শিউলি দি। আমি সরাসরি দু'চার কথায় তা' ব'লে ফেল্‌ব না। তা' হ'লে জিনিষটা মাটি হ'বে। আর দু'চার দিন পরে আমার লম্বা চিঠি পাবে। এখন বিদায় হই।

তোমার পারুলা

শ্রীমতী শেফালিকা বোনার

মিঃ জি, সি, বোনারের বাড়ী।

৩৩।এ বালীগঞ্জ রোড,

কলিকাতা

লেখিকা—পারুলা,
সুপুর, পাবনা

১২

সুপুর, পাবনা
২৮ শে জানুয়ারী,
১৯১৭

শিউলিদি,

সতীশ ফুটবলের নিমন্ত্রণে রাজগাঁয়ে গিয়েছে, তাকে ছেলেরা মধ্যস্থ ক'রেছে, দুই দিন সেখানেই থাক্‌বে। এত বড় ছেলে, সে দিন-রাত মায়ের কাছে প'ড়ে থাক্‌বে; তার যত গল্প, যত সুখ-দুঃখ, তা' আমার কাছে না বল্লে তার সোয়াস্তি নেই। কলেজের ছেলেরা মড়া কাটার সময়

কি ক'রে চিলের মত মড়াটার অংশ নিয়ে, 'আমি এটা নেব', 'আমি ওটা নেব' ব'লে ঝগড়া করে—কি কি 'এসিড' দিয়ে মড়াকে 'ডিস্ইন্‌ফেক্ট ক'রে নেয়, রায় চৌধুরী ব'লে একটা ছোঁড়া আছে, মিস্ বোস্ নার্সকে দেখে কি ক'রে তার মুণ্ডটা ঘুরে গেছ্‌ল ; এবং তাকে আরও ক্ষেপিয়ে দেওয়ার জন্য সকল ছেলে একত্র ফন্দি ক'রে মিস্ বোসের নাম জাল ক'রে কি সব চিঠি লিখেছিল—এই সকল অনাসৃষ্টির কথার সবটা তার আমাকে বলা চাই। সুতরাং তাকে ছেড়ে আমি এক দণ্ড সময় পাইনি ; দু'দিন পরে চিঠি লিখ্‌ব ব'লেছিলেম ; এক হপ্তা পরে লিখছি,—দেরিটা মাপ ক'রো।

তোমার স্বামী সরুকে বুঝিয়ে সুপথে আন্‌তে পার্‌বেন, এ বিশ্বাস তাঁর খুব বেশীই ছিল। কিন্তু তিনি সেদিন শ্যামরায়ের নূতন মন্দিরটার খুব প্রশংসা ক'ল্লেন ; ব'ল্লেন, "মনে হ'ল যেন নানা বর্ণের পাথরের ইন্দ্রধনু নিয়ে আকাশ হ'তে একখানি নীল মেঘ মাটিতে এসে আড্ডা ক'রে ব'সে স্বর্গের দিকে ইঙ্গিত কচ্ছে। তার মধ্যে যে সকল ফুল, লতা ও আর আর ছবি এঁকেছে, তা' দেশী কারুকার্য্যের চূড়ান্ত পরিচয় দিচ্ছে। যেখানে কারুকাজ ক'র্‌তে হবে, সেখানে প্রাচ্যের অসীম ধৈর্য্য সাহেবদের নাই। কারুকাজটা যে সাধনা হ'তে পারে, তা' তাদের মন্দিরাদি দেখ্‌লে মনে হয় না। তাঁরা যে পরিমাণে মোটা তুলি চালান, সে পরিমাণে সূক্ষ্ম তুলির কাজ কর্‌তে পারেন না। যে পরিমাণে গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করেন, সে পরিমাণে কমনীয়তা তাঁদের হাতে খেলে না। তাঁরা যে পরিমাণে পরিচ্ছন্নতার দিকে বেশী দৃষ্টি রাখেন, সে পরিমাণে কারিগরী কর্‌তে জানেন না। একটি ফুলের পাছে অষ্টপ্রহর ধ'রে খাট্‌তে তাঁরা রাজি নন, সে সময় হয়ত তাঁরা একটা লম্বা চওড়া

থাম গেঁথে উঠোবেন। প্রাচ্যের সাধু, প্রাচ্যের কবি, প্রাচ্যের শিল্পী একটু হ'লেই কুশাসন পেতে তপস্যায় লেগে যান। আমাদের ভুবনেশ্বর, কণারকের ভিতর শিল্পী যেভাবে নিজেকে ভুলে, পৃথিবীর অন্য কাজকর্ম ভুলে, ডুবোরির মত সাধনার অতল তলে ডুবে গিয়ে কাজ ক'রেছে, প্রতি ক্ষুদ্র জিনিষটা সাজাবার জন্য অসীম ধৈর্য্য দেখিয়েছে, তা' য়ূরোপের লোকেরা হয়ত পণ্ডশ্রম মনে ক'র্‌বে। য়ূরোপের সর্ব্বপ্রধান গির্জ্জে ইটালীর সেণ্টপলের চ্যাপেল—মাইকেল এঞ্জেলো ও র‍্যাফেলের মত চিত্রকরেরা যা' সাজাবার ভার নিয়েছিলেন—কিংবা ভিনিসের সেণ্ট মার্কের চ্যাপেল, যা' কত যুগের শিল্পীদের চেষ্টায় গ'ড়ে উঠেছিল, তাতেও প্রতি ছোট্ট জিনিষটি সুন্দর কর্‌বার সেই প্রাণান্ত চেষ্টা দেখা যায় না, যা' ভারতের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরেও পাওয়া যায়। ভারতীয় সুবিখ্যাত মন্দিরগুলিতে ছোট্ট জিনিষের প্রতি এই অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়ায় বৃহতের ধারণা তিল মাত্রও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। শিল্পী প্রতি ক্ষুদ্র বিষয়টির প্রতি অশেষ মনোযোগী হ'য়েও বিরাটের কল্পনায় পিছু হটেন নি।

আমাদের দেশের সাধারণ শিল্পের দোষ এই যে, অনেক সময় গয়নার ভারে শিল্পের সৌন্দর্য্য-বোধটা চাপা প'ড়ে যায়। হিন্দুস্থানী মেয়েরা যেরূপ বাহুমূল হ'তে কব্জি পর্য্যন্ত দশ গণ্ডা বালা পরে মনে ভাবে, বড় সুন্দর দেখাচ্ছে—কোন কোন জায়গায় আমাদের শিল্পী সেইরূপ কাজের আতিশয্য দ্বারা শিল্পকে পীড়িত করে। কিন্তু শ্যামরায়ের মন্দিরের শিল্পীরা চূড়ান্ত নিপুণতা দেখিয়েছে,—অথচ সূক্ষ্ম শিল্পের আতিশয্য সৃষ্টি ক'রে মন্দিরটিকে দৃষ্টির ক্লান্তিকর ক'রে তোলে নি। এ মন্দিরের নক্সাটা কে ক'রেছে? এযুগে এরূপ মন্দির কোথায়ও হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না।"

আমি ব'ল্লেম, "ওসকলই সরু ক'রেছে। নানা জায়গা থেকে কারিগর

এনেছিল সত্য, কিন্তু তারা পুতুলের মত তার ইঙ্গিতে কাজ ক'রেছে।"

"তার এরূপ নক্সা করার ক্ষমতা কি ক'রে হ'ল ?"

"সে বলে, আমি যা তা' ক'রে একটা নক্সা ক'রেছি—শ্যামরায় আমাকে যা' ব'লে দিয়েছেন, আমি তেমনি ক'রেছি।"

"এর মধ্যে আবার শ্যামরায় এলেন! তিনি তা' হ'লে দেখছি, সরুর সঙ্গে বেশ আলাপ সালাপ জমিয়ে তুলেছেন। আমি 'ল্যালরস্ ফস্-ফোডাইন' এবং 'ইউ রায়ের পিল' নিয়ে এসেছি ; তার পাগ্‌লামিটা আরোগ্য ক'রে এখান হ'তে যাব।

তার পর তিনি পাঁচ সাত দিন আসেন নি। আমি একদিন সরুদের বাড়ীতে গিয়ে মিঃ বোনারের সঙ্গে দেখা ক'ল্লেম। আমি অনুযোগ দিয়ে ব'ল্লেম, "রোজ একটিবার আমাদের ওখানে যাবেন, ব'লেছিলেন—ভুলে গেছেন! বড়মানুষ, তাতে আবার সাহেব, গরীবদের কথা মনে থাকা স্বাভাবিক নয়।" গিরীশবাবু ( মাপ কর। এই নামই চির অভ্যস্ত ) দেখলেম একটু গম্ভীর, যেন কি ভাবছেন, রসিকতা ক'রে উত্তর দিলেন না। ব'ল্লেন, "যেতে পারি নি, পারুলদি মাপ কর, সরু আমার মাথাটা এমনি ঘুরিয়ে দিয়েছে, যে অন্য কিছু মনেই নেই, এমন কি শেলির পত্রের পর্য্যন্ত জবাব দিতে পারি নি।"

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ল্লেম, "সে কি কথা! তার পাষণ্ড স্বামীর প্রতি ভক্তি, সেই সাত যুগের পচা সতীত্বের সংস্কারটা না আপনি তার মন হ'তে মুছে ফেল্‌বেন, বলেছিলেন! তা' কি পারেন নি ?" গিরীশ বাবু বাধা দিয়ে ব'ল্লেন, "ও সকল কথা ব'লে আমায় আর লজ্জা দিওনা, পারুলদি। প্রথম দিন আমি মনের আবেগে তার স্বামীর প্রসঙ্গে যা' তা'

ব'লেছিলেম ; ওঃ, সে কি কান্না, মুখখানি ঘোমটায় ঢেকে সে কেঁদে কেঁদে ব'ল্লে, 'হা ভগবান, আমায় এসকল কথাও শুনতে হ'ল !' সেদিন সরু সারাদিন উপোস্ ক'রে ঠাকুরঘরে প'ড়ে রইল।"

"তার পর ?"

"তার পর আমি যে সকল যুক্তিতর্ক মাথায় ক'রে বের হ'য়েছিলাম, তা' আমার মাথায়ই র'য়ে গেল। আমি ভয় খেয়ে গেলুম। মনে হ'ল, লোকটা পাগল হ'য়েছে না কি ? সারা দিন খোঁজ নিলুম শুন্‌লুম্, সরু আঁচল পেতে ঠাকুরঘরে শুয়ে কাঁদ্‌ছে। সেদিন কিছুতে কেউ একবিন্দু জল তাকে খাওয়াতে পারেনি।

"তার পর দিন সে আমায় ডেকে নিয়ে গেল। দেখ্‌লেম, সে কি প্রশান্ত মূর্ত্তি, চোখ দুটি উজ্জ্বল স্নিগ্ধ! সে ব'ল্লে, 'আমার কতকগুলি দুর্ব্বলতা আছে, তার উপর ঘা দিলে সইতে পারিনা। আপনাকে কা'ল বড় মনে কষ্ট দিয়েছি।' আমি ব'ল্লেম, তুমি কি খাওনি ?"

"হাঁ, আজ খেয়েছি ; কাল খেতে পারিনি। জেদ ক'রে কি আপনার উপর বিরক্তির জন্যে নয়। আমার মনটা কিছুতেই খেতে চাইল না, কিছুতেই খেতে পারিনি।"

আমি ব'ল্লুম, "তোমার সঙ্গে কোন কথা পাড়্‌তেই যে আমার ভয় হয়, কোন্ কথায় তুমি মূর্চ্ছো যাবে! তার পরে হিত কর্‌তে এসে তোমার কি হিষ্টিরিয়া রোগ সৃষ্টি ক'রে যাব ?"

সরু ব'ল্লে, "তার ভয় নেই। আপনি যা' ব'ল্‌বেন, শিউলিদি তা' কতবার চিঠিতে লিখেছে। কিন্তু আমি যে তার উপদেশ নিতে পাচ্ছিনা। হয়ত সে আর আমি দুই ভিন্ন প্রকৃতির। তার কথাগুলি সে খুব আগ্রহে বলে সত্য, কিন্তু তা' যে আমার মনের ভিতর পৌঁছায় না।"

উনপঞ্চাশ

"আচ্ছা, তুমি কি সত্য সত্যই মনে কর্‌বে ঐযে ইন্দুরবাহন হাতীর শুঁড়ওয়ালা ঠাকুরটি, কি ঢেঁকীবাহন নারদ আছেন—এঁরা তোমাকে উদ্ধার কর্‌তে পার্‌বেন! আর ছেলেরা যেমন পুতুলকে সাজায় ও তাদের বিয়ে দেয়, পুরাণগুলি তেমন ক'রে যে সব গল্প রচনা করেছে—অর্থাৎ ধর, যেমন হরগৌরীর কোঁদল কিংবা অগস্ত্যের গণ্ডূষ ক'রে সমুদ্র গেলা, কিংবা বাসুকীর মাথা নাড়্‌লে ভূমিকম্প,—এগুলি তুমি কি সত্য সত্যই বিশ্বেস কর? কোনও লোক, যার যুক্তি ব'লে একটা জিনিষ মাথায় আছে, সে কি এগুলিকে নিতান্ত 'উড়ো' গল্প ব'লে মনে ক'র্‌বে না?"

সরু ব'ল্লে, "আপনি যে পাদ্রীর মত কথা ব'ল্‌ছেন।"

আমি—"কথাগুলি আমিই বলি, আর পাদ্রীরাই বলুন। কে বলে তা' দিয়ে তো তার মূল্য নির্ণয় হবে না।"

"আমি মেয়ে মানুষ। আমি আপনার সঙ্গে অত তর্ক ক'র্‌তে পার্‌ব না। তবে আমি একটা কথা ব'ল্‌তে চাই। জগৎটা কি ভাবে চ'ল্‌ছে, তা দেখুন। একটা নরকঙ্কাল, যার ভেতরটার খোঁজ মেডিকেল কলেজে গেলেই জান্‌তে পার্‌বেন—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে দেহটার ভিতর কত রকম বীভৎসতার স্রোত ব'য়ে চ'ল্‌ছে, সেই দেহটাকে তো আপনারা পরম সুন্দর ব'লে উপাসনা ক'চ্ছেন। শিউলিদিকে দেখে কি আপনার স্বর্গীয় প্রীতি হয় না? কিন্তু ভেবে দেখুন, যে দেহটার মধ্যে এতটা শ্রী আপনি কল্পনা ক'চ্ছেন, তা কি প্রকৃত পক্ষে একটা ঘৃণাজনক বস্তু নয়? আপনি প্রীতির চোখে চেয়েছেন, তাই সে দেহ দেখে তার সৌন্দর্য্যে আপনি মুগ্ধ হ'য়েছেন। এইভাবে জননী তাঁর কুৎসিত ছেলেটিকে দেখে প্রীত হন, তার খাঁদা নাক ও খোঁড়া পা'টা তাঁর কাছে ভাল লাগে। যদি মায়ের কাছে ছেলেটিকে কুৎসিত বলেন, তবে মায়ের মন কি সে কথায় সায়

দেবে ? বরঞ্চ সে কথায় তার মনে কষ্ট হ'বে। আর যদি সেই অহেতুকী প্রীতিটা যুক্তিবলে আপনি ভেঙ্গে দিতে পারেন, তবে আপনি তাঁকে একটা পরম সম্পদ হ'তে বঞ্চিত ক'র্লেন মাত্র। কিছু দিতে তো পার্লেনই না, কিন্তু তাঁর যা' সর্ব্বস্ব ছিল, তা' কেড়ে নিয়ে গিয়ে তাঁকে একান্ত রিক্তহস্ত ক'রলেন। দেবতারা যেরূপই হউন, তাঁদের ভক্তের কাছে তাঁরা সেইরূপ।"

"আচ্ছা, তোমার শ্যামরায়ের ভিতর কি পাও ?"

"কি পাই ?" এইমাত্র ব'লে সরু কাঁদ্তে লাগ্ল। কেঁদে বল্লে, "আমি সকল সুখ পাই, আমি সকল সান্ত্বনা পাই।"

"কি ক'রে ?"

"যিনি জগৎকে রূপ দিয়েছেন, সেই রূপবানের আভাস তাঁর মধ্যে পাই। যেমন ছোট একটা জলবিন্দুর মধ্যে সমস্ত আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে, যেমন একটা ছিদ্র দিয়ে জগতের সমস্ত আলো দেখা যায়, তেমনই আমার শ্যামরায়ের মধ্যে অসীম অনন্ত সৌন্দর্য্যের আভাস পাই। তাঁর গলায় যখন মালা পরাই, তাঁর জন্য যখন চন্দন ঘষি, আরতির সময় যখন প্রদীপের আলোতে তাঁর মুখখানি দেখি, তখন আত্মহারা হ'য়ে পড়ি। আমি যে সুখ পাই নি, জীবনে যে সুখের কাঙ্গালিনী হ'য়ে ছিলেম, সেই সুখ এসে বানের মত আমার বুক প্লাবিত ক'রে ফেলে। আমি তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে কথা বলার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করি; তাঁকে দেখে চক্ষু সার্থক করি। মনে হয়, তাঁর কথা শুন্তে শুন্তে আমার কাণ ভ'রে যায়। শিউলি দি বলে, 'কর্ত্তব্য ক'রে যাও' কর্ত্তব্য যে নিতান্ত বাইরের কথা, প্রভু ও চাকরের সম্বন্ধ—দিনান্তে দুই গণ্ডা পয়সা উপার্জ্জন! কিন্তু কর্ত্তব্য কি আমাকে এই অসীম আনন্দ দিতে পারে? এই

একান্ন

আনন্দ না হ'লে মানব জীবন দিয়ে কি কর্‌ব ? যে এই আনন্দ পেয়েছে, সে আর কিছু চাইবে না। আপনি কি আমার এই আনন্দ কেড়ে নিতে এসেছেন ?" এই ব'লে পুনরায় কাঁদতে লাগল।

সে জোড় হাত ক'রে, পুনরায় ব'ল্‌তে লাগ্‌ল, "তা পার্‌বেন না। কর্ত্তব্যবুদ্ধির কাণাকড়ি দিয়ে আমার প্রেমের কৌস্তুভ-কোহিনুর কেড়ে নিতে পার্‌বেন না। তা হ'লে আমি শুকিয়ে ম'র্‌ব। কি নিয়ে থাক্‌ব ?" ঐ যাঃ, স'তে এসে' "মা মা" ব'লে ডাক্‌ছে ; এই চিঠি নিয়ে আবার কাড়াকাড়ি কচ্ছে। বাদ্‌লার জন্য ফুটবল্ খেলা হয়নি, সাতদিন পরে হবে। স'তে ফিরে এসেছে। চিঠি ছোট কর্‌তে পার্‌ব না, অনেক মজার কথা আছে। সে কিছুতেই লিখ্‌তে দেবে না। শিউলিদি, আর দুই একটা দিন সবুর ক'রে থাক, বাকী কথাগুলি লিখ্‌ব।

তোমার

পারুলা

মিসেস শেফালিকা বোনার

৩৩।এ বালীগঞ্জ রোড

কলিকাতা

লেখক—জি. সি বোনার
সুপুর রাজবাটী, পাবনা

১৩

সুপুর, রাজবাটী, পাবনা,
৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৫১৭

শেলি, প্রিয় আমার,

তুমি মোট তিনখানি চিঠি লিখেছ। একখানার উত্তর দুছত্রে দিয়েছিলেম, আর দুখানির উত্তর দিতে পারি নি। এজন্য তুমি ব্যস্ত হয়ে পারুলের কাছে চিঠি লিখেছ। তার পর যে আমি লম্বা চিঠি লিখেছিলুম, তারও উত্তর পেয়েছি।

সরুকে দেখে আমার ক্রমেই বিশ্বাস হচ্ছে, সরুই ভারতবর্ষীয়

চিরবাঞ্ছিত রমণীমূর্ত্তি। তাকে দেখে আমার মত একেবারে ফিরে গেছে। সে সর্ব্বস্বত্যাগী,—যে ত্যাগের দিকে ভারতবর্ষ চিরকাল চেয়ে আছে। ভারতবর্ষ ভোগ চায়নি, নচিকেতার সময় থেকে এখন পর্য্যন্ত কোটী কোটী ভারতবাসী—এই ত্যাগের দিকে চেয়ে আছে,—সরু ভারতের সেই চিরপরিচিত সর্ব্বত্যাগী নারীমূর্ত্তি, সেই পূজা-সন্ধ্যারতা পূজারিণী ; কোনো সময়ে যাঁরা ঋষির আশ্রম ধন্য ক'রতেন, কোনো সময় যাঁরা নিবৃত্তির তপস্যার জন্য ভিক্ষুণী হ'তেন—এখনও যাঁরা চন্দনচর্চ্চিতা হ'য়ে তুলসী কিংবা বিল্বপত্র সংগ্রহ করেন, নৈবেদ্য সাজান ও ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর সংযম সাধনা করেন। বৌদ্ধ, হিন্দু, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মধ্যে সেই এক আদর্শ, এক তপস্যা। এঁরাই ভারতীয় সাধনার ও সভ্যতার শক্তি—কখনও ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, কখনও বৌদ্ধবিহারের মহিমাময়ী ভিক্ষুণী, কখনও অশোকবনে উপবাসকৃশা সীতা, কখনও তুলসীতলায় জপমালা হস্তে ব্রহ্মচর্য্যরতা বিধবা। এঁরা ভোগের আকর্ষণ অগ্রাহ্য করেছেন—আমি আগে মনে কর্‌তুম, জোর ক'রে হিন্দু রমণীদিগকে এই সকল কঠোর তপস্যায় ফেলে দিয়ে পুরুষেরা নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত ক'রেছে। কিন্তু জোরের জিনিষ কি এমন পূর্ণ মহিমায় বিকাশ পেতে পারে? পুরুষেরা যদি নিজের বেলায় এই সাধনা না ক'রে থাকেন, তবে তাঁরা ঠকেছেন। কিন্তু ভারতীয় একান্নভুক্ত পরিবারের পুরুষেরাও একভাবে সংযম ও ত্যাগের ব্রত আচরণ এতকাল ক'রে এসেছেন। সে সাধনা অন্যত্র দুর্ল্লভ। স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচার ক'রেছেন কিনা, এ অতি জটিল সমস্যা ; এখানে তা' সমাধান কর্‌বার চেষ্টা পাব না। কিন্তু যে কোনও কারণেই হ'ক, স্ত্রীলোক যদি ভারতীয় ত্যাগমূলক সভ্যতার পুরোভাগে এসে থাকেন, তবে তাঁদের জোর ক'রেই

আনা হ'ক, কিংবা তাঁরা স্বেচ্ছায়ই এসে থাকুন, তাঁরা এসেছেন একটা মস্ত বড় জায়গায়, সে জায়গায় মানুষ দেবতা হয়। সকলের পক্ষে এই তপস্যা স্বাভাবিক কি না, জানি না। সামাজিক বিধির কঠোরতা সকলের পক্ষে নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত কি না, অথবা সাধারণের জন্য মানবসুলভ দুর্ব্বলতার অজুহাতে সামাজিক বিধি কতকটা শিথিল করা দরকার কিনা, বল্‌তে পারি না। হয়ত বা, আধুনিক কালের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে ব্যবস্থা একটু শ্লথ করাই দরকার। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা নানারূপ উৎসব, পার্ব্বণ, সংযম ও ত্যাগের শত শত পৌরাণিক আখ্যান,—কথকতা, কীর্ত্তন, মহোৎসব, পুরাণপাঠ, উপবাসাদি কৃচ্ছ্র-সাধন প্রভৃতির বেষ্টনীর মধ্যে নারীত্বের যে আদর্শ সৃষ্টি ক'রেছিল, তা' একটা অপূর্ব্ব জিনিষ। ব'ল্‌তে পার, শত শত নারী সেই সকল কঠোর নিয়মের নিষ্পেষণে অত্যাচারসহ যন্ত্রমাত্রে পরিণত হ'য়েছে,—দু' একটি ভাল দৃষ্টান্ত দ্বারা শত শত বিফলতাকে সমর্থন করা যায় না। কিন্তু জাতীয় সভ্যতা কিরূপ, তাহা কি ভাবে বিকাশ পাচ্ছে, তা সেই দু' একটি দৃষ্টান্তেই বেশ বোঝা যাবে, তারা এক একটি সভ্যতা বিশেষের দিগ্‌দর্শনী। নেপোলিয়ান কিংবা জন ডি আর্ক, কি ফরাসী দেশের ঘরে ঘরে পাওয়া যায়? সেক্ষপীয়র কি ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের ঘাটে পথে মেলে? রুষ কাউণ্ট টলষ্টয়, গ্রীক এস্‌কাইলাস বা হোমর কি তাদের দেশের সাধারণ লোকের পর্য্যায়ে? কিন্তু তথাপি পূর্ব্বোক্ত এক একটি মহাপুরুষ তাঁদের জাতীয় শক্তির বিশিষ্ট প্রকাশস্বরূপ। জাতীয় রুচি, তপস্যা, সাধনা ও আদর্শ কোন্ ভাবের, তা ঐ সকল পুরুষের জীবন দেখ্‌লে টের পাওয়া যায়। জাতি হ'তে তাঁরা পৃথক নন। যে সকল ভাব ফল্গুনদীর মতন জাতীয় জীবনের অভ্যন্তরে কাজ ক'রে চ'লেছে, এই মহাপুরুষেরা

সেই সকল ভাবের স্রোতোবহস্বরূপ, সমস্ত দেশকে ভাবের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁরা যদি জাতীয় তপস্যার নিদর্শন-স্বরূপ না হ'তেন, তবে জাতি তাঁদের মাথায় তুলে নিত না, অগ্রাহ্য কর্‌ত। এজন্য দৃষ্টান্ত অল্প হ'লেও তাঁরা ব্যাপক একটা জাতীয় ভাব ও তপস্যার সূচক। এক কাঞ্চনজঙ্ঘাতে যেরূপ হিমালয়ের পরিচয়, সেইরূপ দুই একটি ত্যাগময়ী ব্রহ্মচারিণীর দ্বারা ভারতীয় সমস্ত নারীসমাজ পরিচিত হ'য়েছেন। তাঁরা দেশব্যাপী নারীত্বের প্রকাশস্বরূপ।

সরুর মধ্যে সেই তপস্যাটা দেখ্‌লেম। সেই ত্যাগ ও কঠোর সংযমের দরুণ সে মূর্ত্তিমতী দেবীস্বরূপা। তা' ছাড়া আর একটি জিনিষ তার মধ্যে যা' দেখ্‌লেম, তা' বড় আশ্চর্য্য। তা' তার শ্যামরায়ের প্রতি অনুরাগ। এ অনুরাগ যে কি, তা' আমি তোমায় বুঝুতে পার্‌ব না। যাঁরা সপ্তাহে একবার উপাসনা করেন, কিংবা বাড়ীতে দু' একবার ধ্যান-ধারণা করেন, তাঁরা এই অনুরাগ বুঝ্‌তে পার্‌বেন না। সরুর কাছে শ্যামরায় কি, তা' আমি তোমায় বুঝুতে পার্‌ব না। আমরা সকলেই তো ঈশ্বরকে মানি। কিন্তু ঈশ্বরকে কে কবে এমন আপনার ক'র্‌তে পারেন? সরু শ্যামরায়ের কথা শুনে' কাজ করে, তাঁর কাছে সমস্ত সুখ দুঃখের কথা বলে, তাঁর জন্য ভোগ, অঙ্গরাগ, ফুলশয্যা কত কি করে, তার অন্ত নাই। আর তাঁর কথাতেই জমিদারীতে গিয়ে পরম স্নেহের সঙ্গে প্রজাদের জন্য কত কি বিধান করে, যে তার একদণ্ডও ফুরসত নেই।

তুমি নিশ্চয়ই হাস্‌বে। ভাব্‌বে সরু পাগল হ'য়েছে। একটা পাথর দিয়ে পুতুল গড়া হ'য়েছে,—সে তার কথা শুন্‌ছে ও তাকে নিয়ে কাল্পনিক কত কি খেলা খেল্‌ছে এবং এই দেখে আমার স্বামী ভুলে গেছেন!

বিষয়টি আমি কিছুতেই তোমায় বুঝুতে পার্‌ব না। একবার সরুকে দেখে যাও। শ্যামরায়ের নাম শুন্‌লে তার চোখ দুটি সজল হয়, মধুর হয়। তাঁর কথা সে যে ভঙ্গীতে বলে, তা' অমৃতময় ব'লে বোধ হয়। আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করি, সে এমন কিছু পেয়েছে, যা' আমরা কেউ পাই নি। সে আনন্দের আস্বাদ আমরা পাই নি। সে পৃথিবীতে ব'সে আমার চোখের কাছে স্বর্গ এঁকে দেখিয়েছে। আমি সত্য বল্‌ছি,—সেও মিথ্যা নয়,—তার স্বর্গও মিথ্যা নয়। তুমি যতই মনে কর, সে সকল কাল্পনিক।

তোমার

জি, সি

জি, সি, বোনার এস্কোয়ার বার-এ-টল

স্থপুর, রাজবাটী

পাবনা

লেখিকা—শেফালিকা বোনার
৩৩াএ বালীগঞ্জ রোড,
কলিকাতা

১৪

৩৩াএ বালীগঞ্জ রোড
১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭

প্রিয় স্বামিন্,

এ যে অভাবনীয় ! তোমার চিঠি পেয়ে মনে হ'ল, এ চিঠি না পেলেই ভাল হ'ত। কতকগুলি লোক আছে, যারা সহজেই ভাবে মেতে যায়। একজনকে কাঁপতে দেখলে ভেড়ার মত আরও দশজন সঙ্গে সঙ্গে কাঁপতে থাকে। তার পর একসঙ্গে ধূলোয় প'ড়ে গড়াগড়ি যায় বা উঠে দাঁড়িয়ে লাফায় বা নৃত্য করে। সভ্যতার গণ্ডীর বাইরে এই যে আটান্ন

এক শ্রেণীর লোক আছে, যাদের ধারা প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যেও ছিল, এবং যাদের আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি, আমার শিক্ষিত স্বামী যে তাঁদের দলে ভিড়ে যাবেন, এ যে অভাবনীয়, অচিন্তিতপূর্ব্ব।

আচ্ছা, কি ক'রে তুমি পুতুলখেলার এত প্রশংসা ক'চ্ছ, বল দেখিন্। কুমোর কি ভাস্কর কি সত্য সত্যই বাক্য ও মনের অগোচর ভগবান্‌কে গড়ন দিতে পারে? এটি তুমি শিক্ষিত হ'য়ে বিশ্বাস কর্‌ছ। যে পতি পতিতাদের সংসর্গে পতিত, পরের রত্নহারী, এমন পতির প্রতি অন্ধ ভক্তি সমর্থন কর, অথচ স্ত্রী-স্বাধীনতার ধ্বজা ধ'রে তুমিই তো কত লড়েছ। তুমি প্রকৃত চক্ষুকর্ণ হীন একটি জড় পদার্থকে ভগবান্ ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছ। তুমি আমায় খুব আশ্চর্য্য কথা শুনিয়ে দিলে। তুমি সে সকল কথা প্রত্যাহার ক'রে চিঠি লিখ্‌বে; আর লিখ্‌বে, যে সকল কথা লিখেছ, তা' রহস্যমাত্র। তবেই তোমার সঙ্গে আমার একত্র থাকা সম্ভব হবে। না হ'লে যেখানে আমি উদার মত নিয়ে নারী-সমুত্থান সভায় কাজ কর্চ্ছি, সেখানে তুমি প্রাচীন জরাজীর্ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের দাঁড় ধ'রে ভাঙ্গা না'য়ে বর্ত্তমান সভ্য সমাজে পাড়ি জমাবার উপহাসাস্পদ চেষ্টা ক'র্‌বে, এমন ভাবে তোমাকে স্বামী ব'লে লজ্জায় মুখ দেখাতে না পারার হীনতা হ'তে আমায় রেহাই দিও। যে হেতু আমি খ্রীঃ পূর্ব্ব ছয় হাজার বছরের টুটেন খামেনের 'মামী' নই, আমি বিংশশতাব্দীর শিক্ষাপ্রাপ্তা, নরনারীর সমান অধিকারের পক্ষপাতিনী আধুনিক মহিলা।

সরু দেশহিতকর যে সকল কাজ ক'চ্ছে, তা' আমারই প্রবর্ত্তনায়। কিন্তু সে পাগল হ'য়ে আমার হাত এড়িয়ে গেছে। তার পর, সে যে আমার স্বামীটির মাথা এমন ক'রে খেতে ব'স্‌বে, তা' স্বপ্নেও ভাব্‌তে

পারিনি! দেখ, আমি এখন আর ঠিক যুবতী নই, তুমিও যুবক নও। এখন বাইরের মিলনের চাইতে মনের মিলনই দাম্পত্যের ভিত্তি হওয়া উচিত। সে ভিৎ যদি ভেঙ্গে ফেল, তবে দাম্পত্য দাঁড়াবে কোথায়?

তোমার স্নেহের

শেলি

মিসেস শেফালিকা বোনার

৩৩এ বালীগঞ্জ রোড

কলিকাতা

লেখক—জি, সি, বোনার
স্থপুর, পাবনা

১৫

রাজবাটী, স্থপুর, পাবনা
২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৭

শেলি, প্রিয় আমার,

তুমি দেখি একেবারে ক্ষেপে গেছ। আমাদের দাম্পত্য-বন্ধনের প্রতিও তোমার দেখ্‌ছি অশ্রদ্ধা হ'য়েছে। কিন্তু আমার মনের ভাব যেরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তা আমি গোপন ক'র্‌ব কি করে ?

সরু এমন স্বামীকে ভক্তি করে কিরূপে ? তুমি প্রশ্ন করেছ। স্বামীর কথা সে তুল্‌তে দেয়না ; কেউ তার কথা তুল্‌লে চোখ দুটি সজল হয়

এবং এত সম্ভ্রমের সঙ্গে দু'একটা কথায় তার উল্লেখ করে, যেন মনে হয় সে সরুর ইষ্টগুরু। এমন লোকের প্রতি এই শ্রদ্ধাটা কেন হ'ল, তা' তো জানি না, বুঝি না। তবে সে শাস্ত্র প'ড়ে বা লোকের কথা শুনে পাতিব্রত্যের অভিনয় ক'চ্ছে না, তা' সহজেই বোঝা যায়। এ শ্রদ্ধাটা কিরূপে হ'ল, তা' না ব'ল্‌তে পার্‌লেও, এ যে খুব সুন্দর, এবং এ তার চরিত্রকে একটা শ্রী দিয়েছে, তা বুঝ্‌তে পারি। এই শ্রদ্ধা-মণ্ডিতার মূর্ত্তিখানি যদি তুমি দেখ্‌তে, তবে বুঝ্‌তে—দাম্পত্য দুর্দ্দশা তাকে হীন করে নি, নূতন গৌরব-শ্রী মাথায় পরিয়েছে। সে স্বামীর সম্বন্ধে কোন কথাই ব'ল্‌তে চায় না। একদিন মাত্র ব'লেছিল, "ইনিই আমাকে শ্যামরায়ের মন্দিরের পথ চিনিয়েছেন। ইনি প্রেমের বিনিময়ে প্রেম দিলে হয়ত বা আমি এই মন্দিরের পথ চিন্‌তুম না।"

সরু ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথাই বলে না; তবে একদিন ব'লেছিল, "যারা এই বিগ্রহ তৈরি করে, তারা কত ভক্তির সঙ্গে করে তা' জানেন? উড়িষ্যার এক জায়গায় যারা নিমকাঠের মূর্ত্তি তৈরি করে, তারা নিমের বীচি বুন্‌বার আগে লক্ষনাম জপ করে, তার পর চারা হ'লে রোজ রোজ তাকে অভিষেক করে, আরতি করে,—বাড়ীশুদ্ধ সারা গোষ্ঠী এসে সেই চারা গাছের নীচে সকাল সন্ধ্যায় প্রণাম করে। গাছ বার বছরের হ'লে অনেক মন্ত্র-তন্ত্র, পাঠ, পূজা পার্ব্বণ করে, তবে তা' ছেদন ক'রে ঠাকুর তৈরি ক'র্‌তে লেগে যায়। সে প্রতি মুহূর্ত্তে স্মরণ করে যে সে যাঁকে নির্ম্মাণ ক'চ্ছে, তিনি তার উপাস্য ও বিশ্বের নমস্য। তাঁর মুখ তৈরি কর্‌বার সময় যত যোগী সিদ্ধপুরুষ সে দেখেছে,—যাঁরা ভগবান্‌কে পেয়ে ধন্য হ'য়েছেন,—সেই সকলের মুখকান্তির প্রসন্নতা, সে দেব-মুখে ফলাতে চেষ্টা করে। অতিশয় ভক্তি-প্রবণতার দরুণ অনেক সময় পাথর বা

বাষট্টি

কাষ্ঠবিগ্রহের মুখে চোখে সেই প্রসন্নতা ফুটে ওঠে। আর সেই ভাস্কর দেবলীলা সম্বন্ধে যে সকল কথা শৈশব হ'তে শুনেছিল, অলক্ষিতে সেই সকল সংস্কার তার হস্তে নৈপুণ্য প্রদান করে। সে বারংবার মনে করে, সে যাঁকে গড়্‌ছে, তিনি তার থেকে—সমস্ত জগৎ থেকে—অনেক বড়। এত শ্রদ্ধা ও ভক্তির তপস্যা কি ব্যর্থ হ'তে পারে? এজন্য ভারতীয় প্রাচীন মূর্ত্তির অনেকগুলিতে যে দেবভাব পাওয়া যায় পৃথিবীর অন্যত্র তা' দুর্লভ, এইটিই হচ্ছে ভারতীয় শিল্পের প্রথম ও প্রধান কথা।"

তার পর একদিন সে ব'লেছিল, যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম তাঁকে আপনারা দয়াময় ব'ল্লে যে তিনি সগুণ হ'য়ে পড়েন। তিনি পূর্ণ হ'লে, নিরাকার ও সাকার এই দুই-ই তাঁর স্বরূপ হবে। শুধু নিরাকার বা সাকার ব'ল্লে তো তাঁর পূর্ণতা স্বীকার করা হয় না। একদিন ব'ল্লে, রবিবাবুর কবিতা তো শিউলিদি খুব ভালবাসেন। তিনি যে নিরাকার ব্রহ্মকে খেয়াপারের মাঝি সাজান এবং তাঁর হাতের বাঁশী ও পায়ের নূপুরের উল্লেখ করেন, এগুলি কি?" আমি ব'ল্লেম, "এগুলি রূপকমাত্র।" সরু ব'ল্লে, "কাণের তৃপ্তির জন্য কবিতায় রূপক দিয়ে তিনি যাঁকে বুঝান, ভাস্কর ও চিত্রকর মূর্ত্তি তৈরী ক'রে চোখের রূপক ক'রে তাঁকেই দেখান। অরূপকে রূপ দিয়ে সাজিয়ে তবে তার স্বরূপ চিন্‌তে পারা যায়। আমাদের দেশে বেদের সময় হ'তে দেব-লীলা এমন ভাবে বর্ণিত হয়েছে যে লোক বিশ্বাসরসে পুষ্টিলাভ ক'রে সেগুলি দৃঢ় হ'য়ে জীবন্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য ভক্তি উদ্রেক করার পক্ষে পৌরাণিক উপাখ্যান একটা সহজ পন্থার আবিষ্কার ক'রেছে। তার আখ্যান ভাগ আছে, আবার আধ্যাত্মিকতাও আছে, এজন্য সাধকেরা নানা দিক্ দিয়ে ব্রহ্মানন্দ ভোগ ক'র্‌তে পারেন। বিশেষ দিনরাত দূর্ব্বো কুড়ানো হ'তে অঙ্গরাগ, ভোগ ও আরতি প্রভৃতির

অনুষ্ঠান ক'রে—ভগবান্‌কে তাঁরা যতটা মনের নিকট এনেছেন, এরূপ আর কোন জাতি করেছেন কিনা জানি না। ভক্ত একদিকে সাজান অপর দিকে, "কাকে সাজাচ্ছি?" ব'লে নিজকে ধিক্কার দেন, এক দিকে ভোগ দেন, অপর দিকে মনে করেন, সমস্ত জগৎকে যিনি বিচিত্র খাদ্যে তৃপ্ত ক'চ্ছেন, কোন্ লাজে আমি তাঁর কাছে কয়েকটা তণ্ডুলকণা নিয়ে এসেছি? একদিকে সেবা—আপনার জনের চেয়েও বেশী শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবা—অপর দিকে যিনি সমস্ত সেবার উপর, যে পদ সমস্ত ছোঁয়ার অতীত, সেই পাদপদ্মে প্রণাম কর্‌বার ধৃষ্টতার জন্য চোখের জল ফেলা—এই পাওয়া না পাওয়া এবং মিলন ও বিরহের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ভাব-সমাধি হয়। যেন দুকূলের মধ্য দিয়ে নৌকারোহী বাস্তব জগৎ দেখ্‌তে দেখ্‌তে নদীর মোহানায় যেয়ে প'ড়ে দেখেন, সমস্ত পরিচিত দৃশ্য সেখানে অদৃশ্য—সীমার মধ্যে মধ্যে ঘুরে অসীমে এসে তিনি শান্ত হ'য়ে গেছেন।"

সরু কখনও কখনও এইরূপ উপদেশ দেয়, কিন্তু সর্ব্বদা কাজ করে,—হয় বৈষয়িক, না হয় তার শ্যামরায়কে ল'য়ে। সেই শ্যামরায়ের নাম ব'ল্‌তে তার কত দ্বিধার আনন্দ, কত সলজ্জ মাধুর্য্য, কত চোখের জল, তা' যদি দেখ্‌তে!

বস্তুতঃ আমরা ত সত্যের জন্যই কাঙ্গাল। আমরা তো মত-বিশেষকে আঁকড়ে ধ'রে প'ড়ে থাক্‌ব ব'লে জগতে আসিনি। মানুষ ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ হ'য়ে থাকে। আমার মনে হয়, সরু আমাকে কতকগুলি সত্যের আভাস যা' দিয়েছে, তা আমি আর কোথাও পাইনি।

তোমার

জি, সি

চৌষট্টি

শ্রীমতী শেফালিকা বোনার

৩৩এ বালীগঞ্জ রোড

কলিকাতা

লেখিকা—পারুলা
সুপুর, পাবনা

১৬

সুপুর, পাবনা
১০ই মার্চ্চ, ২৯১৭

শিউলি দি,

ভাই, তোমার পত্র প'ড়ে বিস্মিত হ'লেম। তুমি লিখেছ, তোমার স্বামীর মুখ দেখা তুমি পাপ ব'লে মনে কর। যে স্বামী এই আলোকের যুগে অন্ধকারের দিকে চেয়ে ধ্যানীবুদ্ধের মত ব'সে থাকবেন, যিনি পৌত্তলিকতার সমর্থন করেন, এবং নরনারীর অধিকারের সাম্যে অবিশ্বাস করেন, স্ত্রীলোকের মূঢ়তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, তুমি তাঁর সঙ্গে

পঁয়ষট্টি

কোন সংশ্রব রাখ্‌তে ইচ্ছা কর না। তাঁকে স্বামী ব'লে গ্রহণ ক'র্‌লে তুমি নারীসমিতির সভ্যদের কাছে হেয় হ'য়ে প'ড়বে। এর উত্তরে ব'ল্‌ব—'বাহাবা!' দাম্পত্য-কলহটা বাইর থেকে দেখ্‌তে বেশ উপভোগ-যোগ্য। আমরা ভাই তামাসগির, তোমাদের এই ঝগড়ার বহ্বারম্ভে লঘু পরিণতিটা দেখে শাস্ত্রকারদের ধন্যবাদ দেব, এই প্রতীক্ষা কচ্ছি।

পত্রখানিতে তুমি আরও সব মূল্যবান্‌ কথা ছড়িয়েছ,—তার প্রায় সকলগুলিই এই বিংশশতাব্দীর ছাপমারা খাটি মোহর। তুমি লিখেছ, 'আমাকেই প্রথম দেখাতে হবে যে আমি স্বামীর বাঁদী নই; আমাকেই দেখাতে হবে যে স্ত্রীলোকের মত ব'লে একটা জিনিষ আছে, যা তাঁরা স্বামীর চাঁদমুখ দেখে বা শতযুগের সংস্কারের আওতায় ছেড়ে দিতে রাজী নন; আমাকেই প্রথম দেখাতে হবে যে, সংসারের শত কষ্ট বরণ ক'রে নিয়েও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌তে হবে।' তোমার পত্র প'ড়ে মনে হ'ল, তুমি রঙ্গমঞ্চ হ'তে কথা কইছ এবং প্রতিকথার পিছনে খুব করতালির দ্বারা অভিনন্দিত হচ্ছ। তুমি নারীসমিতিতে কল্পান্তস্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে সুখী হও, কিন্তু মিঃ বোনারের যে কি গতি হবে, তাই ভেবে এত অশ্রুবর্ষণ কচ্ছি যে একখানি সিল্কের রুমাল না কেনা পর্য্যন্ত সেগুলি গণ্ডের উপরই আপাততঃ দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, মুছ্‌তে পার্‌ব না। আশা করি, তুমি দয়িত-বিরহের কষ্ট নারীসমিতির করতালি পেয়ে অনায়াসে ভুল্‌তে পার্‌বে।

তোমার স্নেহের
পারুলা



"সেই নরেশ পাল দিব্য কোঁচান শান্তিপুরে ধুতী প'রে, টেরী বাগিয়ে
সোণালীর পিছনে ব'সে তার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে।"

রায় শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় বাহাদুর সি, আই, ই

জমিদার

রামনগর পোঃ

জেলা বৰ্দ্ধমান

লেখক—রাজীব চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা

১৭

২৩।১ নাথের বাগান লেন,
কলিকাতা
২০শে এপ্রেল, ১৯১৭

ভাই দেবীপ্রসন্ন,

বহুদিন পরে ভাই তোমাকে চিঠি লিখতে বস্‌লুম। আমি সোণালীর প্রতি অনুরক্ত, সরুর মত স্ত্রীকে ছেড়ে পিশাচীর মোহে প'ড়েছি, এজন্য তুমি আমাকে বারংবার গঞ্জনা করেছ, এবং আমার এই অনুরাগের বৃত্তান্তটা জান্‌বার জন্য কৌতূহল প্রকাশ ক'রেছ। আমিও তোমার

সাতষট্টি

নিকট প্রতিশ্রুত ছিলুম যে আমার কথাগুলি তোমাকে একদিন সব জানাব।

এখন সময় এসেছে ও আমারও কিছু দরকার হ'য়েছে, যাতে ক'রে তোমার নিকট আমার সকল কথা ব'লবার প্রবৃত্তি হ'য়েছে।

বোধ হয় আমি সকল কথা গুছিয়ে ব'ল্‌তে পারবনা। কারণ আমার মনের অবস্থা বড় খারাপ। যা' হোক্ মোটামুটি তোমাকে আমার ইতিহাসটা জানাচ্ছি।

প্রায় সাত বছর হ'ল, আমি সেবার এম, এ, পরীক্ষা দিয়ে স্বপুরে রওনা হব, ব'লে সব ঠিকঠাক কচ্ছি, এমন সময় একদিন সন্ধ্যে বেলা মাণিকতলার পথ দিয়ে যাচ্ছিলেম। আমি সরুর কথা ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলেম। হঠাৎ দেখতে পেলেম, পথের বা' ধার দিয়ে দুইটি স্ত্রীলোক যাচ্ছেন— একটির বয়স প্রায় পঞ্চাশ, মহীয়সী মূর্ত্তি, মুখখানি রাজ্ঞীর ন্যায় গম্ভীর। অপরটি তরুণ-বয়স্কা, অবগুণ্ঠনটি মাথার কেশপাশ ছুঁয়ে আছে; দুজনের হাতে দুটি ছোট্ট গঙ্গাজলের ঘটি। বয়স্কা রমণীটি হঠাৎ আমার কাছে এ'সে বল্লেন "বাবা ৭৪নং বাড়ীটা কোথায় দেখে ব'লে দিন্ না। আমরা সবে দুদিন নূতন বাড়ীতে উঠে এসেছি, গঙ্গার ঘাট থেকে যাচ্ছি—বাড়ীটি ঠাহর করতে পাচ্ছিনা।"

"আমি নম্বর খুঁজতে খুঁজতে চ'ল্‌তে লাগলেম। এঁরাও আমার সঙ্গে চ'ল্লেন। তার পর একটা লাইট পোষ্টের কাছে দাঁড়িয়ে আমি আঙ্গুল দিয়ে ৭৪নং বাড়ীটা দেখিয়ে দিলুম। দেখলেম, সেই বয়স্কা রমণীটি খুব আগ্রহের সঙ্গে আমার আঙ্গুলটার দিকে চেয়ে ব'ল্লেন "বাবা, আপনার আঙ্গুলের হীরাখানি খুব চমৎকার। দেখতে পারি কি?" আমি একটু বিরক্ত হ'লেও সেটা আঙ্গুল হ'তে খুলে দেখালেম।

রমণী সেটা নাড়াচাড়া ক'রে ব'ল্লেন, "আদত গোরার হাতে কাটা, খাঁটি কোমল' হীরে। এটি বাবু কোত্থেকে কিনেছেন? কত দাম?" এই জিগ্‌গেসা ক'রে ইনি হীরের আঙ্গটিটা ফিরিয়ে দিলেন। আমি ব'ল্লেম, "বে'র সময় পেয়েছিলুম। বোধ হয়, হ্যামিল্টনের বাড়ী থেকে কেনা; দাম শুনেছিলুম, তিন হাজার টাকা।" রমণীরা চ'লে গেলেন। আমি বাড়ীতে ফির্‌লুম।

"ষ্টেট সংক্রান্ত একটা মোকদ্দমার কিছু তদ্বিরের হঠাৎ দরকার হওয়ায় আমাকে আরও চা'র দিন কল্‌কাতায় থাকৃতে হ'ল। যেদিন বাড়ী ফির্‌ব, তার আগের দিন মাণিকতলার পথে যেতে সেই ৭৪ নং বাড়ীটা দেখ্‌তে পেলেম! হঠাৎ বাড়ীর দরজায় সেই বয়স্কা রমণী এসে আমায় দুহাত তুলে নমস্কার ক'রে ব'ল্লেন "বাবা, আমায় চিন্‌তে পারেন কি? আমি বড্ড বিপদে পড়েছি; নূতন পাড়ায় এসেছি। আমি ব্রাহ্মণের বিধবা। আর কেউ নেই, একটিমাত্র মেয়ে, তাকে সেদিন আপনি দেখেছেন। তার বড্ড অসুখ। ডাক্তার ক'ব্‌রেজ এ পাড়ায় কাউকে চিনি না। রাম সিংহ দারওয়ানটা দেশে চ'লে গেছে; শিব চোবে ব'লে একটা নূতন দারোয়ান রেখেছি, সে পথঘাট চেনে না। বাবা, বড় বিপদে প'ড়েছি। আপনি কি কোন ডাক্তার ক'ব্‌রেজকে চিকিৎসার জন্য অনুরোধ ক'র্‌তে পারেন? বাবা, টাকা পয়সার কোন অভাব নেই, একজন অভিভাবক গোছের লোকের অভাবে বড় কষ্ট পাচ্ছি।"

আমি ব'ল্লেম, "বেশ, আমি যেয়ে ডাঃ তরফদারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ব্যারামটা কি?"

"পেটের উপরে একটা বেদনা। কেউ কেউ ব'ল্‌ছেন, হয়ত কালে

শূলে দাঁড়াতে পারে। মাঝে মাঝে হয়, কিন্তু এবার বড্ড বাড়াবাড়ি রকমের হ'য়েছে। বাবা, আমি একা।"

কথাগুলি এমন করুণকণ্ঠে ব'ল্লেন যে আমি বাস্তবিকই ব্যথিত হ'লেম। তার পর নমস্কার ক'রে আমি বাড়ী ফির্‌ব, এমন সময় রমণী ব'ল্লেন, "বাবা একটিবার তুমি দেখে যাবে কি? আমি এই অনুরোধ কর্‌তে লজ্জাবোধ কচ্ছি। কিন্তু মেয়েটি বড় ভয় পেয়েছ। সে তার বাবার কি আদরের মেয়েই ছিল! দেশে ম্যালেরিয়াতে সবাই ম'রে গেছেন। ভয়ে ক'লকাতায় পালিয়ে আস্‌তে হ'য়েছে। কেউ এমন জন নেই যে দুটো উৎসাহের কথা বলে। সে বড্ড ভয় পেয়েছে।"

আমি ব'ল্লুম, "মা, আমি ডাক্তার নই। আমি দেখে কি ক'র্‌ব? তার চেয়ে শীগ্‌গির গিয়ে ডাক্তার পাঠাবার ব্যবস্থা ক'র্‌লে ভাল হয় না?"

রমণী কাঁদ কাঁদ সুরে এত করুণভাবে অন্তরে ঘা দিয়ে ব'ল্লেন,— "বিপদের সময় একটা কথার দাম কত, বাবা বুঝতে পারেন। যদি মেয়েটিকে ব'লে যান 'ডাক্তার পাঠাচ্ছি, ব্যারাম সেরে যাবে' তবে তার অর্দ্ধেক ভয় চ'লে যাবে।" এই ব'লে তিনি আমার দিকে চাইলেন। সত্যি সত্যিই তার দুটি অশ্রু চোখের কোণে গড়িয়ে প'ড়্‌ল। আমি এ অবস্থায় অনেকটা দ্বিধা সত্ত্বেও বাড়ীর ভিতর ঢুকলুম।

দোতালায় একটি বেশ সাজানো ঘর। মেহেগিনি কাঠের একখানি দামী খাটে মেয়েটি শুয়ে' ছিল, তার বয়স ১৫।১৬ হবে। সে লজ্জাসঙ্কুচিত ভাবে আমার দিকে চাইল। আমার মাথাটা ঘুরে গেল, তার চোখ দুটি ঠিক সরুর মত। কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! আমি মুহূর্ত্তকাল নির্লজ্জের মত তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। হঠাৎ এই নির্লজ্জতা নিজের কাছে ধরা প'ড়্‌লে ত্রস্ততার সহিত যেমন অপর দিকে তাকাচ্ছি, অমনি দেখ্‌লুম যে

সত্তর

বয়স্কা রমণী খুব নিবিষ্টভাবে আমার চোখের দিকে চেয়ে আছেন। আমি ধরা প'ড়েছি ভেবে বড্ড লজ্জা পেলুম। কিন্তু রমণী কোনরূপ বিরক্তির ভাব আদৌ দেখালেন না; বরঞ্চ দাসীকে দিয়ে একটা কৌচ খাটের কাছে আনিয়ে আমাকে ব'স্‌তে বিশেষ অনুরোধ কর্‌লেন। এ'র মধ্যে দেখি, একখানি রূপার থালায় কতকগুলি নিচু, কিছু আম ও কয়েকখানি সন্দেশ নিয়ে একটা টেবিলের উপর রেখে তিনি দাসীকে জল আন্‌তে ব'ল্লেন। "এ সকল কি? আমি কিছু খেতে পার্‌ব না। আমাকে মাপ ক'র্‌বেন। আমি শীগ্‌গির গিয়ে ডাক্তার পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

রমণী ব'ল্লেন—"একটু জল খেলে বড় সুখী হ'তেম।" মেয়েটিও স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে ব'ল্লে, "দয়া ক'রে একটু খান্" ওঃ, আবার সেই দুটি চোখের চাউনি! আমার মনটা কেমন হ'য়ে গেল, তা ব'ল্‌তে পারি না। আমি দু' একটি সন্দেশের কিছু খেয়ে বে'র হ'য়ে প'ড়লেম।

ডাক্তার তরফদার এসে ব'ল্লেন, "মেয়েটি কি চমৎকার সুন্দর! তার যে ব্যথাটা হ'য়েছে, তা' কালে শূল বেদনায় দাঁড়াতে পারে। আমায় খুব আদর ক'রে দক্ষিণাদি দিয়েছে। বয়স্কা রমণীটি ব'লে দিয়েছেন, "রাজীব বাবুকে একটিবার আস্‌তে ব'ল্‌বেন। আমাদের কেউ নেই যে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রে। সোণালীকে বিয়ে দিতে পারিনি। আমরা নিকষ কুলীন, সমান ঘর পাওয়া সহজ নয়। মেয়েটিকে কোথায় যে দেব, ভেবে পাচ্ছি না।"

আমি ব'ল্লেম, "অমন পদ্মের কুঁড়ির মত মেয়ের বিয়ের ভাবনা কি? মেয়েটি কিছু ব'ল্লে?"

"সে কি বলবে? ব্যারাম পীড়ার সকল কথা ব'লে শেষে বল্লে, "রাজীববাবু কি কা'ল একটিবার আস্‌বেন?"

তারপর বাড়ী ফেরার দিন ক্রমেই পিছিয়ে দিতে লাগ্‌লেম। সরুর দুটি চোখ আমাকে নেশার মত ৭৪ নং বাড়ীতে আকর্ষণ ক'র্‌তে লাগ্‌ল। তখন কি জানি সেই ভ্রষ্ট চরিত্রা বিধবা স্বীয় কলঙ্কের নিদর্শন সেই মেয়েটিকে নিয়ে উপার্জ্জন ক'র্‌তে ক'ল্‌কাতায় এসে আমাকে ফাঁদে ফেল্‌বার জন্য মেয়েটিকে রোগী সাজিয়ে তার চোখের চাউনি থেকে কথা বলার ভঙ্গীটা পর্য্যন্ত সমস্তটা তালিম দিয়ে—অভিনয় শিখিয়ে দিয়েছিল? আমি কলেজের ছেলে, লোক চরিত্র বুঝি নাই। লোকের কথায় সহজেই বিশ্বাস ক'র্‌তেম। সুতরাং সহজেই ফাঁদে পড়্‌লেম।

সত্যি বল্‌ছি, সরুর চোখের চাউনি যদি সোণালীর না থাক্‌ত, তবে সহজে ফাঁদে পা দিতেম না। প্রথম প্রথম আমি গেলে সোণালী লজ্জায় আধ ভাঙ্গা দু' একটি কথা ব'লে তার সেই পাগল-করা চোখের চাউনিতে এমনি ভাবে আমার দিকে চাইত যে আমার মনে হ'ত সে আমার প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। আমি কঠোর সঙ্কল্প ক'রেছি, তাদের বাড়ীতে যাব না। যে সরুকে দেখ্‌ব ব'লে কলেজ ছুটির পর এক একটা মিনিট আমার কাছে দিনের মত দীর্ঘ মনে হ'ত, সেই সরুকে এখন মনে জোর ক'রে ভাব্‌তে হ'ত। সোণালী আমাকে টান্‌ত, যেমন ক'রে ছোট্ট ডিঙ্গিখানিকে বন্যা টেনে নিয়ে যায়। কোথায় থাকে দাঁড়, কোথায় থাকে কাঁড়াল? আমি ভগবান্‌কে ডেকে বলতুম, "আমার সরুকে আমার মনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রাখ, এমন বিশ্বাসহন্তা যেন আমি না হই।" কোন কোন দিন চোখ বুজে প'ড়ে থাক্‌তুম—সঙ্কল্প ক'রে যে সোণালীদের বাড়ী যাব না। কিন্তু সময় উত্‌রিয়ে গেলে মন ছটফট ক'র্‌তে থাক্‌ত। আমি কিছুতেই যাব না স্থির ক'রে থাক্‌লেও সোণালীর মা দাসী পাঠান কিনা, সেই প্রতীক্ষায় মনটা

উতালা হ'য়ে থাকৃত। তার পর যখন দাসী চিঠি নিয়ে আস্‌ত, তখন যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচতুম। কর্ত্তব্যের টানে, যাবনা ব'লে মনকে আথি ঠেঁরে ভাড়িয়ে রাখ্‌তুম। কিন্তু দাসীর আগমনে প্রচ্ছন্ন হর্ষ ও মানসিক ত্রস্ততা নাঁনা দিক দিয়ে ধরা প'ড়ে যেত। এক দিন দাসী ব'ল্লে, "ঐ যাঃ, বাবু যে এক পায়ে জুতোর এক পাটি, অপর পায়ে আর এক জুতোর এক পাটি পর্‌লেন, কোটটা প'র্‌বেন ব'লে বে'র ক'র্‌লেন, শুধু গরদের চাদরখানা নিয়েই যে বে'র হ'য়ে প'ড়লেন!" আমি লজ্জিত হ'য়ে নিজের ভ্রম-সংশোধন করতেম। প্রথম প্রথম সোণালী আমার জন্য দুহাতে খরচ ক'রত। কোন দিন হীরার বোতাম, কোন দিন সোণার কুকুর মুখো ছড়ি, আমাকে উপহার দিত এবং আমি তা' নিতে বা ব্যবহার ক'র্ত্তে সঙ্কোচ ক'র্‌লে না খেয়ে থাকৃত, মাথার দিব্যি দিত। এদিকে ডাক্তার তরফদার, যাঁর বয়স ৫০এর উপর, তিনি সোণালীর মায়ের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে তুল্লেন। সোণালীকে তিনি যে ঔষধ দিতেন, তা' খেয়ে তার গাল দুটি টুক্‌টুকে লাল হ'ত, চোখের ভিতর এমন লালসা জাগ্‌ত, যে আমার পতন হ'তে দেরী হ'ল না; শেষে তরফদার ব'ল্লেন, ঐ ঔষধটা আমার পক্ষেও বেশ ভাল।

"পরীক্ষার পড়া প'ড়ে আপনার স্নায়ু দুর্ব্বল হ'য়ে গেছে; এই ঔষধটা একটা ভাল টনিক, এতে আপনারও বেশ উপকার হবে।" সে ঔষধের কি গন্ধ ও ঝাঁজ! প্রথম প্রথম বড় বিস্বাদ লাগ্‌ত, তার পরে তা' না খেলে সোণালীর সঙ্গে আলাপ সালাপ মোটেই জমত না। কতক দিনের মধ্যেই আমি সোণালীর নাচ-গান শিখ্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দিলেম। ঔষধ খেয়ে যখন সোণালী নাচ্‌ত; আমিও সেই ঔষধ পান ক'রে তার সঙ্গে নাচ্‌তে লেগে যেতেম। তখন যে সকল কথাবার্ত্তা ব'ল্‌তেম বা যে সকল কাজ

ক'র্তেম, এক বছর আগে ভাব্তে পারতুম না যে কোনও ভদ্রলোকের ছেলে সেরূপ ক'র্তে পারে।

"আমার সঙ্গে সোণালীর দেখাশুনার একমাসের মধ্যে যখন এ অজুহাতে ও অজুহাতে বাড়ী যাওয়ার দিন ফিরাতে লাগ্‌লুম, তখন একদিন প্রাতে হঠাৎ সরু এসে ক'ল্‌কাতায় উপস্থিত হ'য়ে আমার পায়ে ধ'রে কাঁদতে লাগ্‌ল। সে ব'ল্লে "ও কি, তোমার চেহারা এরূপ হ'য়েছে কেন? তোমার মুখে এ কিসের গন্ধ?" এই ব'লে সে নিজের মাথায় করাঘাত ক'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। আমি ব'ল্লুম, "সরু, এখানে এসে ভাল করনি। বাড়ীতে পূজা, অর্চ্চা, বারমাসের তের পার্ব্বণ আছে। তুমি হ'চ্ছ গৃহ-কর্ত্রী; তোমার ক'ল্‌কাতায় থাক্‌লে চ'ল্‌বে কেন? বিশেষ ষ্টেটের হিসেব-পত্র, কাজকর্ম্ম দেখ্‌বে কে? ম্যানেজারের হাতে সর্ব্বস্ব ছেড়ে দিলে শেষে পরিতপ্ত হ'তে হবে।" সরু ব'ল্লে, "যাক্‌গে ষ্টেট্ মাটি হ'য়ে। তুমি দরজা থেকে দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দিলেও আমি ক'লকাতা ছাড়্‌ব না।" এ যে মহাবিপদ! আমি যে শত হাতে টাকা লুটিয়ে দিতেম; তা' দেখে সে কত কাঁদ্‌ত, তবু একদিন আমায় টাকা নিতে বাধা দেয়নি। ষ্টেট তো তার; সে ইচ্ছা ক'র্‌লে আমায় এক পয়সা খরচ ক'র্ত্তে না দিতেও পারত। কিন্তু কোন কোন দিন আমার পা' দুটো নিজের বুকে রেখে চা'র পাচ ঘণ্টা কেঁদেছে, পা' দুটো চোখের জলে ধুয়ে ফুলেছে। তবুও আমার অজস্র ব্যয়ের বিপক্ষে একটি দিনও কিছু বলে নি। সে নিজের গয়নাগুলি বাক্সে রেখে দিয়েছে, খাওয়া-দাওয়া ছেড়েছে, অস্থি-চর্ম্মসার হ'য়েছে। বিনতির ভাবে দুটি সজল চোখে দিন রা'ত আমায় কত কি নিবেদন ক'রেছে। এসকল আমার এমনই বিরক্তিকর ঠেক্‌ত যে, আমি শেষে সোণালীদের বাড়ীতেই প'ড়ে

থাকতুম্। ২।৪ দিন পরে টাকার দরকার হ'লে বাসায় এসে টাকা নিয়ে চ'লে যেতেম। ক্রমে সে দু'চার দিন পরের যাওয়া আসাও বন্ধ ক'রে দিলুম। ম্যানেজারকে চিঠি লিখে টাকা আন্তুম।

শেষে আমি বুঝ্তে পার্লুম, এদের টাকার দাবী কিছুতেই মেটানো যাবে না। সোণালীর মা' তাকে যা' শিখিয়ে দিত, তাই সে হরবোলার মত ব'ল্ত। সে কেবল হীরা জহরতের অলঙ্কারের কথা, হাত খরচার জন্য দু'হাজার পাঁচ হাজার টাকার কথা—কেবল টাকা কেবল টাকা! এই টাকার কথায় আমোদ জমত' না। বোধ হয় এইরূপ নিরন্তর দাবী না ছাঁদ্লে আমি আরও বেশী টাকা দিতুম। আমার মোহ কিছুতেই কাট্‌ত না। কিন্তু মেয়েটির যদিও কিছু সারল্য বা স্বাভাবিকত্ব ছিল, তা' সমস্ত মাটি ক'রে ফে'ল্ল, তার বুড় মা'টা,—কেবল নানা কথায় টাকা আদায়ের চেষ্টা ফেঁদে—মেয়েটার প্রাণটাকে টুটি চেপে ধ'রে তাকে দিয়ে অর্জ্জনের অভিনয় শিখিয়ে। সুতরাং সোণালী যে সকল কথা ব'ল্ত, তার মধ্যে তার মায়ের অভিসন্ধি নিরন্তর ধরা প'ড়ে আমার অনুরাগের আবেগ ক'মিয়ে দিত। আমার প্রাণের ভালবাসা যখন অতিশয় আগ্রহে তার জন্য সর্ব্বত্যাগ ক'র্বার সঙ্কল্প মনে আন্ত, তখন সেই আদায়ের ফন্দিগুলি স্পষ্ট লক্ষ্য ক'রে আমায় আকুল উচ্ছ্বাস জুড়িয়ে যেত।

এদিকে ডাঃ তরফদারের চেষ্টায় গোপনে নরেশ পাল নামে তিলি-বংশীয় কোন ধনবানের ছেলে গোপনে সোণালীর ঘরে যাতায়াত ক'র্তে লাগ্ল। আমি কিছুদিনের মধ্যেই তা' টের পেলুম। মনটা ঘৃণায় ভরে উঠ্ল। যার জন্য সরুকে ছেড়েছি, জলের মত অজস্র অর্থ-ব্যয় ক'রেছি, তার এই ব্যবহার! "আর ওখানে যাব না," ঠিক কর্লুম।

কিন্তু ভালবাসার উপর বিধাতার কি অভিশাপ আছে,—যে যত বেশী অত্যাচার করে, তার উপর আসক্তি ততটা বেড়ে যায়। আমি সোণালীকে একদিন আচ্ছা ক'রে প্রহার ক'র্‌লুম। তার মা এসে আমায় স্পষ্ট ক'রে ব'লে গেল, আমি যেন আর তাদের বাড়ী না যাই। এই ব্রতের এই কথা। যার জন্য আমার উন্নত চরিত্র মহীরুহ কুঠারাঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক'রেছি, যার জন্য সাধ্বী স্ত্রীকে মেরে ফেল্‌বার মতন ক'রেছি—শত শত টাকা যার মুখের একটু হাসি দেখ্‌বার জন্য খরচ ক'রেও মনে ভেবেছি, যথেষ্ট করা হয়নি,—সেই সোণালী এখন আমার চরিত্র, গার্হস্থ্য সুখ, সমস্ত ধ্বংস ক'রে ফকিরের মত আমায় বিদায় ক'রে দিচ্ছে।

সেদিন বাড়ীতে ফিরে কোন কোন সময় রাগের চোটে নিজের গলায় ফাঁসি দেব, কিংবা সোণালীকে ডেস্‌ডেমনার মত গলা টিপে মার্‌ব, এইরূপ সঙ্কল্প ক'চ্ছি। আবার ভাব্‌ছি, তার পাগল-করা চাউনির কথা। তখন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীটি যেমন আকাশে উড়্‌বার জন্য ছট্‌ফট্ করে, আবার তাকে দেখ্‌বার, তার সঙ্গে কথা কইবার জন্য, মনটা তেমনই উতলা হ'ত। মধ্যে মধ্যে সেই তিলির ছেলের কথাটা মনে হ'ত। হায় যে বিম্বাধরের হাসি দেখ্‌বার জন্য আমার চোখ দুটো নিত্য পাগল, সেই হাসি তিলির ছেলে ভোগ ক'চ্ছে। যে সুকোমল দেহ—অনঙ্গের পুষ্প-সজ্জা, কোমলতার বিলাস-নিকেতন, সেই দেহের স্পর্শসুখ ভোগ ক'চ্ছে সেই নরেশ পালটা। এই সকল ভাবনা ভেবে তার ফলে অনেক সময় শেষে যা' হয়, তাই ঠিক ক'ল্লুম, অর্থাৎ ৭৪ নং মাণিকতলার দিকে শনৈঃ শনৈঃ রওনা হ'য়ে এলেম। সোণালী সেদিন খুব হেসে আমার সঙ্গে কথা ব'ল্লে। মন হ'ল, সবটা অভিনয় নয়; এতদিন তো একসঙ্গে ছিলুম, মমতাটা যে তার কিছু না হ'য়েছিল, তা' নয়। সে যখন পুরাতন

দিনের কথা ব'লে আবার গলা জড়িয়ে ধরলে এবং আমার প্রহারের দাগ দেখিয়ে ব'ল্লে, "এই দেখ, আমি অলঙ্কার পরেছি," তখন বিষম লজ্জায়, প্রগাঢ় ভালবাসায় তাকে চুমু খেয়ে ব'ল্লুম, "৭৪ নং সংলগ্ন বাড়ীটায় মোহন জহুরী থাকে, তাকে ডাকৃতে পাঠিয়ে দাও।" তার বাহুমূলে আমার মা'রের জন্য একটা জায়গা লাল হ'য়ে ছিল; আমি মোহন জহুরীকে ডেকে সেই জায়গাটা ঢাক্‌তে একটা হীরের অনন্তের অর্ডার দিলেম। সে ৭০৯১৲ টাকার বিল ক'র্‌লে।

কয়েক দিন পরে দুপুর বেলায় একদিন সোণালীর বাড়ীতে গেলুম। আমি প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে যেতুম। সেদিন দুপুরে হাতে কাজ ছিল না, ভাব্‌লুম একবারটি ঘুরে আসি। সোণালীর ঘরে উঁকি মেরে দেখ্‌লুম, সেই নরেশ পাল দিব্যি কোঁচান শান্তিপুরে ধুতী প'রে, টেরী বাগিয়ে সোণালীর পিছনে ব'সে তার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। সোণালী মুখ ফিরিয়ে তার দিকে হেসে হেসে কথা কইছে। তারা এমন মস্‌গুল হ'য়ে আছে যে আমার জুতার শব্দ পর্য্যন্ত শুন্‌তে পায়নি। অবশ্য আমার পায়ে ছিল পম্প্‌শু; বেশী শব্দ হয় নি। আর ক্ষণকালও সেখানে তিষ্ঠিলুম না। "সোণালী, বেশ ক'চ্ছ" ক্রোধের সঙ্গে এই কথাটি ব'লে চোখের দৃষ্টি দ্বারা তাকে একেবারে ভস্ম ক'রে ফেল্‌বার বৃথা চেষ্টা ক'রে বে'র হ'য়ে এলুম।

রোদ ঝাঁ ঝাঁ ক'চ্ছিল; আমার বুদ্ধি লুপ্ত হওয়ার মধ্যে। বাড়ী এসে বড় অনুতাপ হ'ল। মনে পড়্‌ল আমার সতী লক্ষ্মী স্ত্রীকে, যে আমার শোকে তিল তিল ক'রে ম'র্‌ছে। ভাব্‌লুম, "আর না, যথেষ্ট হয়েছে! আমার সোণার পুত্তলীকে আর কষ্ট দেব না, নরকেও আমার স্থান নাই। এবার যেয়ে তার হাত ধ'রে ক্ষমা চেয়ে ঘর-সংসার ক'র্‌ব।"

সেই দিনই সুপুর এলুম। একটা বিদ্যুতের তলোয়ারের মত

সোণালীর কথা আমার প্রাণে দাগা দিয়ে মাঝে মাঝে খেল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু ভাবলেম, দাম্পত্যের শীতল ছায়ায় জ্বালা জুড়োব,—যেমন জুড়োতেম, সুখ কৈশোরে।

সুপুরে এসে দেখ্‌লুম, সরু আর পূর্ব্বের মতন নেই। সে বেনারসী চেলী প'রেছে, তার মাঝে মাঝে সাচ্চা সল্‌মার কাজ ঝলমল ক'চ্ছে। তার গায়ে হীরামুক্তার অলঙ্কার। সেই যে মলিন ছেঁড়া শাড়ী পরা স্বামি-নিগৃহীতাকে দেখ্‌তুম; বড় কষ্টের সময় যার কথা মনে ক'রে ভাব্‌তুম, "আমার একটা জুড়োবার জায়গা আছে; আমি যাই করি না কেন, যতই অন্যায়ের পথে চলিনা কেন, একটা জায়গায় আমার জন্য ক্ষমা ও প্রেমের সুধা-ভাণ্ডার আছে;—সেখানে আমার সকল দোষের মার্জ্জনা আছে—আমার জন্য সর্ব্বত্যাগিনীর স্বামি-সর্ব্বস্ব ভালবাসা আছে। কিন্তু সরুর এই মূর্ত্তি দেখে বুঝ্‌লুম, আমার সে সুখে বালী প'ড়েছে। সে আমার বিরহে আর কষ্টবোধ করে না। যেন একেবারে আকাশ থেকে ভূঞে পড়ে গেলেম। যেটা একান্তভাবে পাওয়া, নিজস্ব; তা' থাক্‌তে অনেক সময় তার কথা মনেই হয়না, কিন্তু তা' যখন হাত থেকে ফ'স্কে যায়, তখন বড় জ্বালা হয়। সেই জ্বালা নিয়ে তাকে দুটো একটা কথা ব'ল্‌তে গিয়ে দেখ্‌লুম, সে বেশ উত্তর দিতে শিখেছে। যার উত্তর ছিল, শুধু অশ্রু,—যত কটুকথা ব'লে, শ্লেষ বিদ্রূপ বর্ষণ ক'রে তার উপর অত্যাচার ক'রেছি যে চিরকাল তার উত্তরে কেবল চোখের জল ফেলে পায়ে ধ'রেছে,—আজ দেখি সে আর তেমনটি নাই। সে আমাকে খোঁচা দিয়ে কথা ব'ল্‌তে লাগ্‌ল; এমন কি তার টাকা ব্যয় ক'র্‌তে আমার কোন অধিকার নাই এমনতর ইঙ্গিত পর্য্যন্ত দিল। আমি রেগে যেয়ে ব'ল্লেম, আমি তার টাকা চাইনা।

রাগের মাথায় তাকে অগ্রাহ্য ক'রে ক'ল্‌কাতায় ফির্‌লুম। হাতে তখন দু'একশ টাকা ছিল, সে টাকা ম্যানেজারের নামে মণিঅর্ডার ক'রে ফেরত্‌ পাঠিয়ে দিয়ে একটি বন্ধুর বাড়ীতে এসে রইলুম। তাকে তুমি চেন। সেই যে আমাদের সঙ্গে ফোর্থ ইয়ারে সেণ্ট জেভিয়ারে প'ড়্‌ত—হরিশ বাড়ুয্যে, সে আমার সকল কথা জান্‌ত। সে এণ্ড্রু বারণের বাড়ীতে তিনশত টাকা মাহিয়ানার কাজ করে। খুব আদর যত্নে সে আমায় রাখ্‌লে এবং একশত টাকা মাহিয়ানায় একটা টিউশনি জোগাড় ক'রে দিলে। টিউশনি পাওয়ার পর আমি একটা মেসে এসে রইলুম।

পোনের দিন পরে আমি একদিন ছেলে পড়াতে গেছি। বাড়ীর ঝি এসে ব'ল্লে, আজ খোকা বাবু পড়্‌বে না। কি কথা আছে, আপনি সরকার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে শুনে যাবেন। গেলাম সরকার মহাশয়ের কাছে। তিনি আমায় দেখে ৫০৲ টাকা হাতে দিয়ে ব'ল্লেন "এই নিন্‌ আপনার প্রাপ্য ৫০৲ টাকা। এখানে আর আপনার আসার কোন দরকার নেই। ডাঃ তরফদারের মত সম্ভ্রান্ত লোক আপনার সম্বন্ধে যা' ব'লেছেন, তা' অবিশ্বাস করা যায় না। আপনার ন্যায় লোকের উপর খোকার পড়াবার ভার রাখ্‌তে বাবু ইচ্ছুক ন'ন্‌।"

পঞ্চাশটি টাকা সরকারের মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেবার ইচ্ছা হ'য়েছিল। কিন্তু সুবুদ্ধি জুটল, মেসের পাওনা প্রভৃতিতে তো আজই ৫০৲ টাকা না হলে চ'ল্‌বেনা। খেটে যা' রোজগার ক'রেছি, তার উপর অভিমান ক'রে কি হবে ?

মেসে এসে মাথা মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়্‌লুম। একদিকে সোণালীর ব্যবহার, তা ছাপিয়ে উঠ্‌ছে সরুর নিষ্ঠুরতা। আমার একুলে, ওকুলে দুকুলে কেউ নেউ। মনে আগুন জ্ব'ল্‌তে লাগ্‌ল। তার পর

ক্রমশঃ সরুর উপর মনের ভাব কোমল হ'তে লাগ্‌ল। যতই তার প্রতি রাগ হয়, মনের ভেতর থেকে কে ব'ল্‌তে থাকে, "তার কোনও দোষ নেই। সে জন্মদুঃখিনী, তার উপর রাগ ক'রোনা, তার নিকট তুমি পরম অপরাধী।" যে নির্দ্দোষ ও পবিত্র, তার উপর অন্যায় রাগ বেশী দিন থাকেনা। ভাব্‌লুম, সে রাণী। সে যদি একখানি ভাল শাড়ী কি গয়না প'রেই থাকে, তাতে দোষ কি? তার টাকা আমি অজস্র বেশ্যালয়ে ব্যয় ক'রেছি। অন্য স্ত্রী হ'লে কি তা' সইত? তার পর সে তো নিজের থেকে আমার টাকা নিতে বারণ করেনি। কথার পিঠে টাকাগুলি বিচার ক'রে খরচ ক'র্‌তে বলেছে। তারই টাকা, এইটুকু বলার কি তার অধিকার নাই? আমি তার উপর কত অত্যাচার ক'রেছি, সে নির্ব্বিচারে তা' স'য়ে র'য়েছে। একদিন যদি সে একটু বিরক্তির পরিচয় দিয়েই থাকে, তবে কি অন্যায় ক'রেছে? সোণালী রাক্ষসী তো হাড় মাস চুষে খেয়ে অবশেষে উচ্ছিষ্টের মত আমায় ড্রেনে ফেলে দিয়েছে। তবু আমি তার কাছে প্রেম চেয়েছি। আমি সাহারার মরুভূমিতে গঙ্গাধারা চেয়েছি, বংশদণ্ডের কাছে ইক্ষুরস চেয়েছি ও পলাসের ভিতর সুগন্ধ আবিষ্কার ক'র্‌বার চেষ্টায় জন্মটা ভ'রে বিফল প্রয়াস ক'রেছি। আমার সমস্ত প্রেম, সমস্ত ত্যাগ ও আন্তরিকতা ব্যর্থ হ'য়েছে।

এইভাবে অনুতাপ হ'তে লাগ্‌ল। এদিকেও কষ্টের চূড়ান্ত হ'ল। মেসের টাকা বাকী প'ড়্‌ল, ধোবার দেনা, খাবারের দোকানের দেনা, মেসের ছেলেদের কাছে হাওলাত। হাতে একটি পয়সা নেই, ট্রামের পয়সা জোটেনা, জুতায় তিন চার যায়গায় তালি; সাবান কিন্‌বার পয়সা নেই— এই অবস্থায় ময়লা কাপড় ও ময়লা চাদর নিয়ে আমি দোরে দোরে চাকুরী খুঁজ্‌তে লাগ্‌লুম।

আজ বড় শ্রান্তিবোধ কর্‌ছি। আজ কেন জানি না বারবার তোমাকে মনে হচ্ছে, পাঁজড়া ভেঙ্গে একটা দুঃখের হাওয়া বুকের ভিতর দিয়ে চ'লে যাচ্ছে। আর্থিক কষ্ট বেশী কিছু নয়; এখানেও তেমন বন্ধুর অভাব নেই, যার কাছে হাত পাত্‌লে দু'পাঁচশ' টাকা ধার না পেতে পারি, কিন্তু বন্ধুদের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে। সেই টিউসনি যাওয়ার পর আর হরিশের কাছে যাইনি। শুনেছি, সে নানাস্থানে আমার খবর নিচ্ছে, আমার মেসের ঠিকানা সে জানেনা। তার কাছে আর যেতে চাইনা। আর চাকুরীর চেষ্টার প্রবৃত্তি নাই। এখন মনে হচ্ছে, ম'র্‌লেই ভাল। আমি জ'ন্মে কাউকে সুখী ক'র্‌তে পারিনি। মিছামিছি যারা আপন জন, তাদের কষ্ট দিয়ে এসেছি। এখন কেবল ম'র্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে। মনে পড়্‌ছে, ছোটবেলা সারাদিন খেলাধূলা ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে মায়ের কোলে এসে ঘুমুতেম; মনে হচ্ছে, তেমনই ক'রে কারো কোলে চোখ বুজে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ি। আর যেন সোণালীর নিষ্ঠুরতা, সরুর কষ্ট এবং চাকরীর হীনতা অনুভব ক'র্‌বার জন্য প্রাতে চোখ মেল্‌তে না হয়! আমার চোখের জল যেন চন্দ্রসূর্য্য দেখ্‌তে না পায়; আমার এই লজ্জা যেন চির আঁধারে ঢাকা থাকে। আমার চিতার ছাই এর উপর যেন আকাশ হ'তে— ভগবানের করুণার মত—বৃষ্টি প'ড়ে, তা' চিরশীতল, চিরনির্ব্বাপিত ক'রে দেয়। ম'র্‌বার আগে একবার তোমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে। আমার ঠিকানা চিঠির উপরে লেখা আছে। যদি তোমার পল্লীভবনের নির্ম্মল হওয়া ছেড়ে দু'চার দিনের জন্য আমার পঙ্কিল নিশ্বাস-দুষ্ট এই মেসে একবার দেখা দাও, তবে বড় সুখী হই। অর্থ ও অভাব, উভয়েরই চূড়ান্ত সীমা দেখেছি, কিছুতেই শান্তি নাই। যার জীবন অপবিত্র, যে সকলের ঘৃণার পাত্র, সে শান্তি কোথায় পাবে? তুমি আমায় কখনও ঘৃণা করনি;

একাশি

বরঞ্চ ভালবেসে যে কটুকথা সময় সময় ব'লেছ, তা দরদীর মত। এই জন্য আমার মনের এই অসহনীয় উৎকণ্ঠার মধ্যে তোমাকে বারবার দেখ্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে। দেরি ক'রনা; হয়ত, শেষে আমায় নাও দেখ্‌তে পার।

তোমার বন্ধুত্বাভিমানী
রাজীব

শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র বাড়ুয্যে

করকমলে

জুবিলি স্যানিটোরিয়াম

দার্জ্জিলিং

লেখক—দেবীপ্রসন্ন রায়
কলিকাতা

১৮

২৮।এ হ্যারিসন রোড
কলিকাতা

প্রিয় হরিশ !

তুমি দার্জ্জিলিংএ আছ এবং তুমি রাজীবের সন্ধান জিগ্‌গেস করে চিঠি লিখেছ, তুমি তাকে টিউশানি জোগাড় ক'রে দিয়েছিলে, ডাঃ তরফদার তাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, শুনে নানাস্থানে তার সন্ধান ক'রে বিফল হ'য়েছ। তার কথা তুমি সমস্তই জান। সুতরাং আমি বাকী সংবাদ দিয়ে তোমার কৌতূহল নিবারণ ক'র্‌ব।

ভাই, সে আমাকে একখানি চিঠি লিখেছিল। সে অতি দীর্ঘ চিঠি; দুই তিন দিন ধরে লিখে লিখে সে তাতে তার জীবনের অর্দ্ধেক ইতিহাসটা দিয়েছিল। সে নিতান্ত অর্থের অভাবে প'ড়েছিল এবং অনেক কষ্ট পেয়েছিল। আমাকে তাদের ক'লকাতার মেসে আস্‌বার জন্য অনুরোধ ক'রে ভয় দেখিয়েছিল যে যদি আমার তার কাছে আস্‌তে দেরী হয়, তবে এ জীবনে আমার সঙ্গে তার আর হয়ত দেখা হবে না।

ভাই, দেবতার ইচ্ছা। তা নইলে কি এমন হয়? আমি আমার জমিদারী দেখ্‌তে মফঃস্বলে গিয়েছিলেম, নানা জায়গায় ঘুর্‌তে হ'য়েছিল। এজন্য আমার নামীয় চিঠিপত্র বাড়ীতেই রাখ্‌তে সরকারকে ব'লে এসে-ছিলাম। আমি এক হপ্তার মধ্যে বাড়ী ফির্‌ব, কথা ছিল। কিন্তু বাড়ী ফির্‌তে প্রায় দুই হপ্তা হ'য়ে গেল। রাজীবের চিঠি এইভাবে প্রায় ১২।১৪ দিন রামনগরের বাড়ীতে প'ড়েছিল।

চিঠি প'ড়ে সেই দিনই ক'লকেতায় রওনা হ'লেম। জানত ভাই সে কত বড় অভিমানী। আত্মহত্যা ক'রে ফেলেছে, না কি ক'রেছে—এই আশঙ্কায় আমি অধীর হ'লেম। তার শত দোষ সত্ত্বেও সে যে আমার কত অন্তরঙ্গ, তাকে আমি কত ভা'বাসি, তা' আমি জানি। তুচ্ছ, অতি সামান্য টাকায় অভাবে সে ছেঁড়া কাপড় প'রে, তালি দেওয়া জুতো পায় লোকের দোরে চাকুরী খুঁজে বেড়াচ্ছে—এই সংবাদে আমি চোখের জল সংবরণ ক'র্‌তে পার্‌লেম না। যা' হউক, আমি মেসে গিয়ে তার সন্ধান ক'ল্লেম; জান্‌লেম, সে ৪।৫ দিন হ'ল জ্বর গায়ে মেস ছেড়ে গেছে। কোথায় গেছে তা কেউ ব'ল্‌তে পারলেন না। একটি ছেলে স্কটিশে থার্ড ইয়ারে পড়ে, সে ব'ল্লে, "মশায়, দেনার জ্বালায় সে বাড়ী থাক্‌তে পার্‌ত না। আমাদের মেসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু বড়

কড়া মেজাজের লোক, strict disciplinarian। তিনি দিন রা'ত, সময় নেই, অসময় নেই, তাকে টাকার জন্য তাগিদ দিতেন, একদিন সারাটা দুপুরবেলা রোদে তেঁতে পুড়ে উষ্ক শুষ্ক মুখে হাত পা' ধুয়ে খেতে ব'সেছে,—এমন সময় সুপারিণ্টেডেণ্ট নিজে এসে বল্লেন, "মশাই, খাওয়াটি ত বেশ চ'ল্‌ছে। কিন্তু পয়সা দেওয়ার যে নামগন্ধ নেই, এর পরে কি জোর জবরদস্তি ক'রে প্রাপ্য আদায়ের চেষ্টা ক'র্‌তে হবে?" রাজীববাবু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে সুপারিটেণ্ডেণ্টের দিকে খানিকটা চেয়ে রইলেন; তার পর এক হাতে চোখ মুছে আর এক হাতে ঘটিটা নিয়ে আচিয়ে বিছানায় এসে শু'য়ে প'ড়লেন। ভাত আর খাওয়া হ'ল না। মশায়, রাজীববাবুকে দেখে বড় লোকের ছেলে ব'লে মনে হয়। একদিন এক ঠোঙ্গা মেঠাই তার জন্য মেসের চাকর এনেছিল। তিনি খুব ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে এসেছিলেন। এমন সময় যতীশের কুকুরটা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তার খাওয়া দেখ্‌ছিল। যতীশ দুই দিন মেসে নাই। তার কুকুরটার রীতিমত খাওয়া হয়নি শুনে, অমনি ঠোঙ্গা হ'তে মেঠাই নিয়ে তাকে খাওয়াতে লাগ্‌লেন, নিজে খেলেন না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ব্যবহারে আমরা চ'টে গেলুম, অমনি চাঁদা তুলে তার প্রাপ্য চুকিয়ে দিলুম। কিন্তু রাজীববাবু কিছু খেলেন না, তার পর খাওয়ার সময় আর মেসে থাক্‌তেন না, যখন ফির্‌তেন, তখন ব'ল্‌তেন, "খেয়ে এসেছি"। কিন্তু তাঁর কোটর-গত চোখ দেখে বুঝতুম, তিনি খাওয়ার সময়টা এড়িয়ে শুধু হাওয়া খেয়ে এসেছেন। আমরা তাঁকে খাওয়ার অনুরোধ ক'র্‌তেম। কখনও ব'ল্‌তেন, "খেয়ে এসেছি,"। কখনও ব'ল্‌তেন, "অসুখ ক'রেছে"। তারপর সত্য সত্যই একদিন অসুখ ক'রে ব'সলেন। বাড়ী হ'তে বে'র হ'বার শক্তি রইল না। দেখলেম্, প্রবল জ্বর। আমরা কয়েকজন বেদানা, মিশ্রি বার্লি

প্রভৃতি নিয়ে এসে তাঁর শুশ্রূষায় লেগে গেলাম। জ্বর বিকারে কেবল "সরু, সরু" ক'রে চিৎকার ক'রে ডেকেছেন। "সরু" কি? তা' বুঝতে পারিনি। একদিন ব'লেছেন, "দেবীপ্রসন্ন, এসেছ? ব'স, তোমায় সকল কথা ব'ল্‌ছি।" তারপর চিকিৎসায় বিকারটা কেটে গেল; কিন্তু তখনও জ্বরের খুব জোর। তিনি জ্ঞান-লাভ ক'রে আমায় ব'ল্লেন, "আপনারা দেখ্‌ছি আমার ঋণ খুব বাড়িয়ে তুল্‌ছেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবুর উপর আপনারা চ'টেছেন কেন? জানেন না, আমি কত বড় দস্যু; আমার সকল কথা জান্‌লে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মত আমায় শুধু কটু কথা ব'লে ক্ষান্ত হ'তেন না, গলাধাক্কা দিয়ে মেসের দোর হ'তে তাড়িয়ে দিতেন।"

আমরা বল্লুম, "আপনার সে সকল বিচার আমরা পরে ক'র্‌ব। এখন আপনি রোগী, এখন কোন কথা শুন্‌ব না।" উপেন্দ্রের বিছানাটা এই ঘরে ছিল; সে রাত্রে রাজীব বাবুকে দেখ্‌ত এবং মাঝে মাঝে আমরা এসে শুশ্রূষা ক'র্‌তেম্। মশায়, চা'র পাঁচ দিন হ'ল একদিন রাত্রে উঠে তিনি কোথায় গেছেন, আমরা জানি না। যে রোগী বিছানা হ'তে হাত না ধ'র্‌লে উঠে ব'স্‌তে পারেন না,—সেদিনও যার জ্বর ১০২°এর নীচে নামে নি,—কি ক'রে যে তিনি গেলেন, বড়ই আশঙ্কার কথা; আমরা অনেক স্থানে সন্ধান নিচ্ছি, কোথাও তাঁর কোন সংবাদ এখনও পাইনি।"

আমি এই শুনে হতাশ হ'য়ে পড়্‌লুম। সেই ছেলেটি আমায় খাওয়ার কথা ব'ল্লে—"আপনি রাজীব বাবুর আত্মীয়, আপনি দু'দিন 'ফ্রেণ্ড' হ'য়ে এই মেসে থাকুন, আমরা চেষ্টা ক'রে দেখি।" আমি ভাব্‌লুম, "এঁরা চেষ্টা ক'র্‌লে তার উদ্দেশ যতটা সহজে পাওয়ার সম্ভাবনা, আমি শুধু অর্থ-বলে অন্যত্র গিয়ে ততটা ক'র্‌তে পারব কিনা, সন্দেহ। ইহাদের সহযোগে

কাজ কতকটা সহজ হ'বে নিশ্চয়ই। কি কর্‌ব, এই ইতস্ততঃ কর্‌ছি, এমন সময় বাইরে একটা কলরব উঠ্‌ল, "রাজীব বাবুকে পাওয়া গেছে।"

দেখ্‌লুম, মেসের দুটি ছাত্র একখানি ট্যাক্সী ক'রে রাজীবকে নিয়ে এসেছে; ঘোর জ্বরে সে অজ্ঞান, অচৈতন্য। প্রথমতঃ, তার চেহারা দেখে আমি তাকে চিন্‌তেই পারি নি, সে এমন সুপুরুষ ছিল—এ যেন তার কঙ্কালটা প'ড়ে আছে। ছাত্রেরা ব'ল্লে, "কাশীপুরের এক গাছতলায় প'ড়ে ছিলেন। কলিকাতা পুলিস আফিসে আমরা জানিয়েছিলেম। নোটিশ পেয়ে কাশীপুরের পুলিশ 'ফোন্‌' ক'রে জানায় যে সেই রকম একটা লোক রাজদীঘির উত্তরদিকের একটা ছাতিম গাছের তলায় পাওয়া গেছে। তদনুসারে আমরা সোনাক্ত ক'রে পুলিশ আফিসে আমাদের নামধাম দিয়ে এঁকে নিয়ে এসেছি।"

আমি ব'ল্লুম, "ইনি আমার আত্মীয়। মেসে কত টাকা আপনাদের প্রাপ্য আছে এবং এঁর জন্য আপনারা কি কি হিসাবে খরচ ক'রেছেন, তার একটা ফর্দ্দ দিন।" ছেলেরা ব'ল্লে, "সে সকল আর আপনাকে দিতে হবে না, আমরা দিয়ে দিয়েছি।" আমি ব'ল্লুম, "আমার নাম দেবী-প্রসন্ন রায়, আমি রামনগরের জমিদার; আমার একটা রায় বাহাদুর ও সি, আই, ই, উপাধি আছে। আমার আত্মীয়ের জন্য আপনারা যা' খরচ ক'রেছেন, তার জন্য আমাকে ঋণী রাখা উচিত নয়। কারণ, বোধ হয়, আপনাদের সকলের থেকে আমার আর্থিক অবস্থা ভাল।" তারা আমাকে চিন্‌লে এবং টাকা নিতে কোন দ্বিধা বোধ ক'র্‌লে না।

আমি আমার মোটর গাড়ীতে অতি সাবধানে ডাঃ জগবন্ধুকে সঙ্গে রেখে রাজীবকে নিয়ে ২৮।এ, হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে নিয়ে এলুম। পাঁচ দিন ধ'রে জীবন মরণের সন্ধি স্থলে ডাঃ ব্রাউন ও জগবন্ধু রাজীবের চিকিৎসা

ক'রেছেন ; পরশুদিন জ্বর ছাড়ার সময় সমস্ত শরীর হিমের মত ঠাণ্ডা হ'য়ে প্রায় কাবার হ'য়ে যাবার যো হ'য়েছিল। ভগবানের কৃপায় ষ্টিমুলেণ্ট দিয়ে এবং ইনজেক্‌সন্ ক'রে ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি ফিরে এসেছে। আজ অতি ক্ষীণ স্বরে দু' একটি কথা কয়েছে। তুমি ছুটি নিয়ে পাহাড়ে গেছ, তা' না হ'লে তোমাকে খবর দিতুম। এখন অন্ততঃ সপ্তাহ খানেক না দেখে এখান থেকে কোথাও নিতে পার্‌ব না। রাজীবের স্ত্রীকে খবর দিতে চেয়েছিলুম, ডাক্তারেরা ব'ল্লেন, "এ সময় উত্তেজনা যা'তে না হয়, তাই করা ভাল।" দুটি ইংরেজ নার্স শুশ্রূষার ভার নিয়েছেন। যা হো'ক্ এক হপ্তা পরে আর একটু ভাল হ'লে কোথায় নেব, তা' এর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'র্‌ব।

তোমার স্নেহবদ্ধ
দেবীপ্রসন্ন

শ্রীমতী শেফালিকা বোনার

মিঃ জি, সি, বোনারের বাটী

৩৩।এ বালীগঞ্জ রোড

কলিকাতা

লেখিকা—শ্রীমতী পারুলা দেবী
সুপুর, পাবনা

১৯

সুপুর, পাবনা
১লা জুন, ১৯১৭

শিউলিদি,

তুমি রেগে মিঃ বোনারের চিঠির উত্তর দাওনি এবং দাম্পত্যবন্ধন ছিঁড়ে ফেল্‌বার ভয় দেখিয়েছ। এখন ব্যাপারটা আদালত পর্য্যন্ত না গড়ালেই রক্ষা। এখানে সরু তো তোমার চিঠি প'ড়ে হেসেই খুন। সে তোমার স্বামীকে যা' ক'রে তুলেছে, তাতে তাকে যাদুকরী ব'ল্‌তে হয়। মিঃ বোনার এখন চিঠিপত্র 'গিরীশ বাড়ুয্যে' ব'লে দস্তখত করেন। নেকটাই, হ্যাট, প্যাণ্ট পরা ছেড়ে দিয়েছেন; দিব্যি ঢাকাই ধুতি, গরদের চাদর ও

উননব্বই

তালতলার চটি, এই নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ান। চেয়ার দিলে প্রায়ই তা'তে না ব'সে ফরাসে দিব্যি আরাম ক'রে ব'সে তাকিয়া হেলান দিয়ে ফর্সির নল টান্‌তে থাকেন। হ্যাভানা চুরুটের কেস আর এখন তার পকেটে দেখ্‌তে পাবে না। কিন্তু সত্যি ব'ল্‌ছি, ভাই, দেশী কাপড়ে তাঁকে বড্ড মানিয়েছে; ঠিক বামুনের মত গায়ের দীপ্তি খুলেছে। চেহারা দেখ্‌লেই সম্ভ্রম হয়। কোট-প্যাণ্টে এই গৌরবর্ণের স্নিগ্ধ-দীপ্তিটা ঢাকা পড়েছিল, সাহেবদের মত সাদা তো আমরা হ'তে পার্‌ব না,—গিরীশ বাবুও নন, যদিও বাঙ্গালীর হিসাবে তিনি খুবই ফর্শা। সুতরাং সাহেবী পোষাকে নিজেকে তিনি ঠিক প্রকাশ ক'র্‌তে পারেন নি। এবার ক'ল্‌কাতায় ফিরে তিনি তোমাদের বাড়ীর অনেক পরিবর্ত্তন ক'র্ব্বেন, ব'ল্‌ছেন। সেদিন সুপুর স্কুলের পুরস্কার বিতরণের সভায় তিনি সভাপতি হ'য়েছিলেন। ছেলেরা যখন তাঁর গলায় ফুলের মালা পরায়, তখন তিনি সে মালা পর্‌তে চান্‌নি। ব'ল্লেন, "একি একটা মালা? যে দেশে হাজার হাজার টাকা একটা ফুলের মালার দর ছিল—বিনা সূতে কত কায়দা ক'রে মালা গাঁথা হ'ত, কত সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের সহিত, কত গন্ধ ও রূপ নিয়ে স্বর্গের হারের ন্যায় মালা গাঁথা হ'ত—প্রতিটি ছোট পাঁপড়ির উপর কত সূক্ষ্ম কৌশল চ'ল্‌ত—সেই নিপুণতা ছেড়ে দিয়ে আমরা বাঁশের চালা বা লোহার ফ্রেমে আঁটা ঘাস-পাতা ও ফুল দিয়ে একটা গরুর খাদ্য তৈরী ক'রে গলায় ঝুলুচ্ছি। এটার কি কোনও শিল্প আছে? এটা কি কেউ দু' মিনিট গলায় রাখ্‌তে পারে? তোমরা যদি, ভাই, নিতান্তই মালা দিবে, তবে দু' পয়সা দিয়ে একটা বেল ফুলের মালা কিনে এনে দাও। সে মালা আমার বুক ছুঁয়ে বুক জুড়োবে, আমায় গন্ধে মাতোয়ারা ক'র্‌বে, একটি কচি শিশুর ছোট্ট ফর্‌ফুরে হাতের মত আমার গলা জড়িয়ে থাক্‌বে।

এই মস্ত বড় বিড়ম্বনাটা—শিল্পের নামে কদর্য্যরুচির পণ্ডশ্রমটা আমার গলায় ঝুলিও না। আর আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর যে, বিলেতের অন্ধ অনুকরণ তোমরা ক'র্‌বে না।"

স্থতরাং বিবিজান, দেখ্‌তে পাচ্ছ, বাড়ুয্যে মশায় আর সাহেবদের মহলে প্রতিপত্তি রাখ্‌তে পার্‌বেন না; এমন কি, সে সকল জায়গায় আর তার স্থান হয় কিনা সন্দেহ। সাহেবিয়ানার প্রান্তসীমা হ'তে ভট্‌চাজ্‌-গিরির চূড়ান্ত দিক্‌টায় তিনি এত দ্রুতপদে অবরোহণ কচ্ছেন, যে এখন যদি তিনি তুলসীর মালা ও জপমালার কণ্ঠী গলায় ঝুলিয়ে টিকি নেড়ে নেড়ে তোমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হন, তবে আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হ'ব না।

ক'ল্‌কাতায় ফির্‌তে তিনি ভয় পাচ্ছেন। তোমার চিঠি না পেয়ে কিছু চিন্তিত হ'য়ে প'ড়েছেন। সেদিন ব'ল্লেন, "টাকা তো রোজগার ক'রেছি। আর কেন? ক'ল্‌কাতাটা আমার আদবেই ভাল লাগ্‌ছে না, মনে হ'চ্ছে, সমস্ত নগরীটা বিলেতী মুখোস প'রে আমাদের ভ্যাঙ্গ চাচ্ছে। আমাদের যা কিছু দামী দামী জিনিষ ছিল, তা' কাঁচের ন্যায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিদেশের অঙ্গরাগে নিজের দেশ্‌কে সাজাচ্ছি। সেগুলি আমাদের অর্জ্জিত নহে; স্থতরাং একেবারে দিনরাত সেগুলির গৌরব করার মধ্যে যে হীনতা আছে, তা' আমায় বড্ড বাজ্‌ছে। কিন্তু ক'ল্‌কাতা তো তা'র মধ্যে ডুবে আছে।" তিনি ব'ল্‌ছেন, কোন পাড়াগাঁয়ে গিয়ে ম্যালেরিয়া তাড়িয়ে সেখানে থাক্‌বেন। তোমার ভয়ে তিনি কাতর হ'য়েছেন, সত্য, কিন্তু তিনি যা' ব'ল্‌ছেন, তা' এরূপভাবে সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রেছেন যে তাহা প্রাণপণে রক্ষা ক'র্‌বেন ব'লেই বোধ হয়। এখন তুমি কি ক'রবে? মাথা কুটে ম'র্‌বে—না সভাসমিতি ছেড়ে দিয়ে কলাবউটি সেজে ভট্‌চাজ্‌গিন্নী হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌বে? না, আদালতে একটা তুমুল হৈ চৈ ব্যাপার লাগিয়ে দেবে?

ক'ল্‌কাতায় ফির্‌তে একটু ভয় যে না পাচ্ছেন, তা নয়। তিনি বলেন, "শিউলি যদি আমার কথা বোঝেন, তবে আমার বুক্‌টা হিমালয়ের মত উঁচু ক'রে আমি আমার মত মত কাজ ক'র্‌ব। তা' হ'লে আমি সাহেব-টাহেবের সমাজকে থোরাই কেয়ার ক'র্‌ব। তাদের সঙ্গে মেলামিশা ক'রে আমার লাভ কি ? বরঞ্চ প্রায়ই বহু অর্থ খরচ হ'য়ে যাচ্ছে। বাড়ুয্যে ম'শায়ের ভয় দেখে সরু ব'ল্লে, "আমি আপনার সঙ্গে যাব। দেখি, শিউলি-দি কি ক'রে তাঁর মত বজায় রাখেন ? তাঁর বাইরের একটা মুখোশ আছে সত্য, কিন্তু প্রাণের ভিতর তিনি এ দেশেরই রমণী। তাঁর গাউন-টাউন পরা আমি বন্ধ ক'রে দিচ্ছি। আমি বাড়ুয্যে ম'শায়ের সঙ্গে যাচ্ছি।" গিরীশচন্দ্র ব'ল্লেন, "তোমার শ্যামরায়ের পূজার কি হ'বে ? শ্যামরায় ছাড়া যে একদিন তোমার কাছে এক যুগ !"

সরু ব'ল্লে "আমার শ্যামরায় কি ঐ মন্দিরের ভিতর লুকিয়ে আছেন ? তাঁর রূপ যে বিশ্বের সমস্ত জায়গায় ঝল্‌মল্ ক'চ্ছে। আমি সত্যি সত্যি ব'ল্‌ছি, তাঁকে ঐ মন্দিরটির মধ্যে যেরূপ পাই, সেইরূপ পদ্মার উত্তাল নীল জলরাশির মধ্যে—প্রান্তরে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রধনু শোভিত নীলাম্বরে, এবং নিবিড় জঙ্গলের শ্যামায়মান শোভায়,—তেমনই ক'রেই পাই।" এই ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে তার চোখ দুটি জলে ভ'রে উঠ্‌ল এবং আঁচল দিয়ে তা' তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে ব'ল্লে, "ভয় নেই, বাড়ুয্যে ম'শাই। আমার শ্যামরায় শুধু বাহিরের প্রতিমূর্ত্তি নন। বিগ্রহ যাঁর স্মারক, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবেন। তিনি ছাড়া আমি কি নিয়ে থাক্‌ব ? চ'লুন আমাকে নিয়ে ; আমায় একটু পূজোর ঘর দেবেন। আমি দেখ্‌ব, আমার শ্যামরায়কে দিয়ে শিউলিদি'র মন ফিরাতে পারি কিনা ?"

মিঃ বোনার ও শিউলিদিদি কা'ল রওনা হ'য়ে গেছেন। তাঁরা তোমার

সঙ্গে কি বোঝাপড়া ক'চ্ছেন, তা জান্‌বার কৌতূহলটা খুব হ'য়েছে। তুমি ভাই একখানা চিঠি দিও—লম্বা চিঠি লিখ্‌তে যদি করকমলে ব্যথা পাও, না হয় সঙ্খেপে লিখো। আমার উপর রাগ ক'রোনা। ঝগড়া ক'র্‌তে হয়, সরুর সঙ্গে ক'র। সে তো শ্যামরায়ের মতই পাষাণ, সব বরদাস্ত ক'র্‌বে ; কথার অগ্নিবাণ এমন কি ঝাঁটার বাড়ি খেলেও তার মুখের হাসিটি যাবে না। বাড়াবাড়ি হ'লে চোখদুটি সজল হ'বে, তা সত্ত্বেও মুখের হাসিটি লেগে থাক্‌বে। আমার উপর রাগ ক'রনা, শিউলিদি ; শত শত নমস্কার জান্‌বে।

তোমার

পারুল

রায় শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় বাহাদুর

সি, আই, ই, জমিদার,

রামনগর, বর্দ্ধমান

লেখক—
রাজীব চট্টোপাধ্যায়

স্বপুর, রাজবাটী
২০শে জুলাই, ১৯১৭

২০

প্রিয় দেবীপ্রসন্ন,

তুমি তো আমাকে স্বপুরে রেখে গেছ। এখানে দ্রুতা নদীর ধারে রোজ সন্ধ্যায় বেড়াতে আসি। এপারের ঝাউগাছগুলির উপর যখন সূর্য্যাস্তের আভা পড়ে, তখন মনে হয় সূর্য্যদেব বিদায় নেবার আগে মুঠো মুঠো আবির আকাশে ছড়িয়ে যাচ্ছেন,—ঝাউগুলির উপর তা' কতক প'ড়েছে, এবং দ্রুতার কালো জলের উপর লাল রং মাখিয়ে দিচ্ছে। এই সান্ধ্য ভ্রমণটিতে আমার স্বাস্থ্য ফিরে এসেছে। নদীর আকা বাঁকা

পথে কোথাও সবুজ দূর্ব্বাঘাস, কোথাও ছোলার ক্ষেত; কোথাও ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে হলুদ বর্ণের পাখী লাফাচ্ছে। এই সব দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনের অবসাদ দূর হ'য়ে যায়। আমার জীবনের শত দুঃখের, শত পাপের ইতিহাসটা যেন আড়ালে পড়ে যায়; মনে হয়, বঙ্গের এই অপূর্ব্ব প্রকৃতির ক্রোড়ে নূতন ক'রে জন্মেছি ও শিশুর মত নির্ম্মল চক্ষে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌ছি।

সরু বোণার সাহেবের সঙ্গে কল্‌কাতায় গিয়েছেন, তার সঙ্গে দেখা হয়নি। ম্যানেজার আমার কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন; বোধ হয়, শীঘ্র ফিরে আস্‌বেন। কোন্ মুখে তাঁর কাছে আমি দাঁড়াব? তিনি কি আমায় মাপ ক'র্‌বেন?

সেদিন পারুলদির বাড়ীতে গেছলুম। তিনি আমাকে একতাড়া চিঠি প'ড়্‌তে দিলেন, তাতে অনেক আশ্চর্য্য কথা জেনেছি। আমি এখনও মাঝে মাঝে দুর্ব্বলতা বোধ করি। তথাপি যতটা সঙ্ক্ষেপে হয় তোমাকে সব কথা জানাচ্ছি। তুমিও আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। চিঠিগুলি আমার স্ত্রী সরু লিখেছেন, পারুলদি'কে।

একখানি চিঠিতে আছে, "আমার স্বামীর সকল কথা তোমাকে জানাইনি। কারণ এসকল কথা আমিও অতি অল্পদিন হ'ল জেনেছি। স্বপুরে থাকৃতেই শুনেছিলেম, তখন গিরীশবাবু ( মিঃ বোণার ) সেখানে ছিলেন। আমি মুখ ফুটে এ সকল কথা তোমায় ব'ল্‌তে একটা সঙ্কোচ বোধ ক'চ্ছিলুম।

যা' হো'ক্, এখন প্রচুর অবসর আছে, তোমার সব কথা লিখ্‌ছি।

তুমি বোধ হয় শুনে থাকৃবে আমার স্বর্গীয়া মাতৃদেবী শেষটায় কতকগুলি মনঃকষ্ট পেয়েছিলেন। বাবা একটি দুশ্চরিত্রা ব্রাহ্মণীর প্রতি

অনুরক্ত হ'য়ে পড়েন। এই নিয়ে এতটা হৈ চৈ হয় যে—তোমরা একথা শুনেছ ; এজন্য সকল দ্বিধা সংবরণ ক'রে আমি এই বিষয়টা তোমাকে জানাচ্ছি।

পিতৃদেব রাজা দুর্গানাথ রায় যখন কমলা দেবীকে এনে আমাদের প্রাসাদের এক প্রান্তে স্থান দিলেন, তখন মা যে কত দুঃখ নীরবে স'য়ে ছিলেন, তা' লিখে উঠ্তে পার্ছিনা। আমি তখন অতি শিশু, কিছুই জানিনা। কিন্তু বুড় ম্যানেজার ম'শায় আমার মায়ের কথা ব'ল্তে যেয়ে কেঁদে ফেল্তেন। কমলাদেবীর গর্ভে এক কন্যা হয়, তার নাম সোণালী। তার মুখ চোখ অনেকটা আমার মত ; তুমি অবশ্য শুনেছ, আমার মুখ বাবার মত।

বাবার অকালমৃত্যুর পর কমলাদেবী সুপুরে না থেকে ঢাকায় চ'লে গেলেন। যাকে স্বামী-আশ্রয় দিয়েছিলেন, সে পথে দাঁড়াবে, মা এটা ভাব্তে পার্লেন না। যদিও কমলাদেবী বাবার জোর পেয়ে মাকে অনেক কষ্ট দিয়েছিলেন, মা সে সব ভুলে গিয়ে তাকে ২০০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি ধার্য্য ক'রে দিলেন এবং যাতে সোণালীর উচিত মত শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তার জন্য উপদেশ দিলেন। ক্রমে খবর আস্‌তে লাগ্‌ল, কমলাদেবী দস্তুরমত গণিকাবৃত্তি অবলম্বন ক'রেছেন এবং ঢাকাবাসী নরেশ পাল নামক এক তিলিযুবকের সঙ্গে কিশোবয়স্কা সোণালীর অবৈধ ব্যবহারের প্রশ্রয় দিয়েছেন। নরেশ তাঁর বাড়ীতেই আছে। মা বিশ্বস্তসূত্রে যখন শুন্‌লেন, এই সংবাদটি সত্য, তখন আড়াই বছর বৃত্তি দেওয়ার পর বৃত্তি বন্ধ ক'রে দিলেন।

সোণালীর যৌবনোদ্গমের সঙ্গে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যবসা চালাবার উদ্দেশ্যে কমলাদেবী কলিকাতায় এসে ৭৪নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে বাস ক'র্‌তে

লাগ্‌লেন। প্রথমতঃ আমার স্বামীকে ইনি চিন্‌তে পারেন নি; একদিন তাঁর হাতের আংটিটা দেখে এঁদের বিশ্বাস হ'ল, এ ব্যক্তি খুব ধনশালী। তার পর সন্ধান ক'রে যখন এঁর পরিচয় জান্‌তে পার্‌লে, তখন এঁকে একেবারে গ্রাস ক'র্‌বার উদ্দেশ্যে নিজ হ'তে অনেক টাকা খরচ ক'রে মনস্তুষ্টিসাধনে তৎপর হ'ল।

আমার স্বামীকে আমি খুব দোষী মনে করি না। প্রথমতঃ বোধ হয় সোণালীর মুখ আমার মতন দেখে তাঁর একটা নেশার মত হ'য়েছিল। আমাকে বেশী ভালবাস্‌তেন ব'লেই সোণালীর রূপ দেখে তিনি আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। তিনি নিতান্ত সরল প্রকৃতির লোক, ছল জুয়োচুরি জানেন না। প্রথমতঃ, এই আকর্ষণটা অতি নির্দ্দোষ ছিল। আমার ভালবাসায় যে আকর্ষণটা জন্মেছিল, আমার ভালবাসায়ই হয়ত সেটা নির্দ্দোষ একটা মানসিক বৃত্তি হ'য়ে থেকে যেত। কিন্তু কুহকিনীরা এরূপ সকল জাল বুন্‌তে সুরু ক'রে দিল যে তিনি তাদের চক্রে ধরা প'ড়ে গেলেন।

আমি যখন তাঁকে হারিয়ে হা হুতাশ ক'র্‌তেম, আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে চোখের জল ফেল্‌তেম, তখন ম্যানেজারবাবু আমায় না জানিয়ে আমার স্বামীর সম্বন্ধে গুপ্তচরের দ্বারা সমস্ত খোঁজ নিয়েছিলেন। কমলার বাড়ীর শিব চোবে দারোয়ানকে টাকা দিয়ে হাত ক'রে তাদের কৃষ্ণদাসী চাকরাণীর কাছ থেকে সকল সংবাদ তিনি সংগ্রহ ক'রেছিলেন। কৃষ্ণদাসী চাকরাণী ব'লেছিল, "বাবু আমাদের দিদিঠাকুরুণের চোখ মুখের বড্ড তারিফ করেন। একদিন দরজার ফাঁকে কাণ দিয়ে শুনতে পেলুম তিনি ব'ল্‌ছেন—'চোখ দুটি, ঠিক আমার স্ত্রীর মত। এ পাগল-করা চোখ দুটি কোথা থেকে পেলি, সোণালী?'

তার পর ডাঃ তরফদারকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে চিকিৎসা ক'র্‌বার ভরসা দিয়ে ঢাকা হতে নরেশ পালকে ক'ল্‌কতায় আনা হ'ল। নরেশ পাল নিরুলজিয়াঁয় ভুগ্‌ছিল। কমলাদেবীর ইচ্ছা হ'ল, দু'টো লোককে হাতে রাখ্‌তে। কি জানি, সব কথা জেনে যদি রাজীববাবুর স্ত্রী তাঁকে টাকা পাঠানো বন্ধ ক'রে দেয়,—তবে কি আবার লোক ধ'র্‌বার জন্যে পথে পথে ফাঁদ পাত্‌তে হবে? নরেশ পাল প্রথমতঃ কল্‌কাতায় আসতে রাজি ছিল না। সে ব্যারামকে বড্ড ভয় করে, তাই নিরুলজিয়া সারাবার লোভ দেখিয়ে ডাঃ তরফদার তাকে ক'ল্‌কাতায় আনিয়েছিলেন।

ম্যানেজারবাবু আমার কাছে অনেকদিন এ সকল কথা চাপা রেখেছিলেন।"

...আর একখানি পত্রে লেখা ছিল, "এর মধ্যে একদিন শুন্‌লুম, আমার স্বামীকে পাওয়া যাচ্ছেনা। তিনি জ্বরের ঘোরে একটা মেস্ থেকে কোথায় চ'লে গেছেন, কেউ ব'ল্‌তে পারে না। ম্যানেজারবাবু লিখেছিলেন, কোন ভয় নেই, তার জন্য খুব সন্ধান চ'ল্‌ছে।

"এই কথা শোনার পর থেকে পূজার ঘরে দোর বন্ধ ক'রে ছিলেম। তিন দিন উপোস ক'রে কেবল শ্যামরায়কে ডেকেছি। তাঁকে ব'লেছি, "স্বামি-ভাগ্য তুমি আমায় দাওনি। তুমি নিজে আমায় নেবে ব'লে স্বামীকে আমার দাওনি, কই, তুমি নিতে তো পার্‌লে না! তোমার কাছে নিজকে বিলিয়ে দিয়েছি ব'লে মনে গরব ছিল কিন্তু স্বামী হারিয়ে গেছেন, শোনা অবধি তোমার সিংহাসন জোর ক'রে ঠেলে ফেলে যে তাঁর চিন্তা আমার হৃদয় জু'ড়ে জায়গা নিয়েছে। তুমি আমায় নেও, তুমি আমায় নেও—আমাকে রক্ষা ক'র, আমি যে ডুবে যাচ্ছি।" মনকে একাগ্র ক'রে তিন দিন তিন রাত শ্যামরায়ের চিন্ময় বিগ্রহের পায়ের কাছে প'ড়েছিলুম।



"আমি বল্‌ব, মিঃ বোনার একটা নরপশু" —১০৭

শনি গেল, রবি গেল, সোমবার প্রাতে গিরীশ বাড়ুয্যে সন্ধ্যায় দোর খুলতে ব'ল্লেন। বিশেষ কোন জরুরী কাজ না হ'লে যেন আমায় পূজার ঘর হ'তে না উঠানো হয়, এই ছিল আমার কড়া হুকুম। বাড়ুয্যে ব'ল্লেন, "ম্যানেজার বাবুর তার এসেছে। তোমার স্বামীকে পাওয়া গেছে। তিনি ২৮এ, হ্যারিসন রোডে আছেন।"

"হ্যারিসন রোডে তখনই মটর গাড়ীতে গিয়ে শুন্‌লুম, দেবীপ্রসন্ন বাবু চা'র দিন আগে আমার স্বামীকে নিয়ে স্থপুরে চ'লে গেছেন।

"বোধ হয়, আজ কা'লকার মধ্যেই সরু বাড়ীতে ফিরবেন। তাঁর কথা মনে হ'লে কেন চোখ ছুটি সজল হয়। আমার সমস্ত মিনতিভরা চাউনি দিয়ে তার করকমল ছুঁয়ে ক্ষমা চাইব। তার মন তো অমৃতের খনি। সে অমৃত হ'তে আমি কি বঞ্চিত হ'ব? এর পরে তোমাকে চিঠি লিখ্‌ব; সরু বাড়ী এসে কি ক'রবেন, তাই ভেবে আমার হৃদয় দুরু দুরু ক'রে উঠ্‌ছে। তোমাকে সব কথা জানিয়ে চিঠি লিখ্‌ব।"

* * * *

## আর একখানি চিঠি

সরু এসেছেন। এসেই আমার ঘরে এসে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। আমি হাত ধরার আগে তিনি আমার হাতে ধ'র্‌লেন। আমি ক্ষমা চাইতে গেলুম; তিনি তাঁর পদ্মদল-কোমল হাত দিয়ে আমরে মুখ চেপে ধ'র্‌লেন। "আমি তোমার কাছে ঘোর অপরাধী, সরু" এ কথা ব'ল্‌তে অবসর পেলুম না। তিনি সজল স্নেহাতুর দৃষ্টি দ্বারা আমাকে অভিনন্দিত ক'র্‌লেন, কতবার স্নেহের সঙ্গে আমার গাত্র স্পর্শ ক'র্‌লেন। আমার

মুখ তাঁর নীলাম্বরীর আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন, পাখা দিয়ে বাতাস ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। আমি ব'ল্লুম, "সরু, কচ্ছ কি? ফ্যান্‌'টা খুলে দাও না।" সরু ব'ল্লে, ঐ হাওয়াটা তুমি তো চিরকালই সহ্য ক'র্‌তে পারনি। আমি রেশমী সূতায় নিজ হাতে তোমার জন্য পাখা তৈরী করেছি!"

রাত্রে আমার পার্শ্বে শুয়ে আমার হাত ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে ব'ল্লেন, "তোমাকে হারিয়ে যখন আমি শ্যামরায়ের পায়ে মাথা কুটে কাঁদ্‌তুম, তখন যেন একদিন তিনি আমার কাণে কাণে ব'ল্লেন, "তোমার স্বামী ও তুমি এই দুইজনের মাঝে আমায় একটু জায়গা দেওনি কেন, সরু?"

"বুঝলুম, আমরা দু'জনেই একটা বড় কথা ভুলেছিলেম। এবার যেন সে ভুল না হয়। এবার এই যে আমাদের মিলন হ'ল, তার সাক্ষী তিনি; আমাদের অবলম্বন তিনি। তা' হ'লে, যত কষ্ট পাই না কেন, তা' কষ্ট ব'লে মনে হ'বে না, তাঁর দান মনে ক'রে মাথা পেতে নেব। আজ তোমার ও আমার মধ্যে তিনি থাকুন, তা' হ'লে কেউ কাকে কষ্ট দিতে পার্‌ব না।" এই ব'লে হাত ধ'রে তিনি আমাকে সেই রাতে শ্যামরায়ের মন্দিরে নিয়ে গেলেন এবং ঠাকুরের পায়ের কাছে গললগ্নাঞ্চল হ'য়ে জোড় হাতে ব'ল্লেন, 'ঠাকুর, এই আমার স্বামীকে আবার তোমার কৃপায় পেয়েছি, আমি এঁর কাছে থেকে যেন সর্ব্বদা তোমার কাছে ফিরে আস্‌তে পারি। আমার অন্ধতা দূর কর, আমার মনের অসংযম দূর কর। তুমি যে এত সুন্দর তা' আমি এঁকে সুন্দর দেখে প্রথম বুঝেছিলুম। এবার যেন ইনি তোমাকে আড়াল ক'রে না দাঁড়ান, বরং যেন ইনি তোমার প্রকাশকে আমার কাছে আরও উজ্জ্বল ক'রে দেন।" এই ব'লে জোড় হাত ক'রে জানু পেতে সরু খানিকটা ব'সে রইল। তার চোখ দিয়ে এমন অশ্রু গড়িয়ে গণ্ডে প'ড়্‌ল,

যাতে আমার মনে হ'ল সরু মানুষী নয়,—সরু দেবী। মালীর বাগানের সমস্ত ফুলের মালা এ অশ্রু-সৌন্দর্য্যের কাছে ম্লান। আমিও শ্যামরায়কে ডাক্‌তে লাগ্‌লেম। "হে প্রভু, আমাকে এমন স্ত্রীর যোগ্য কর। এমন দেবীকে কেন এই পিশাচের হাতে দিয়েছিলে, এমন মন্দিরকে কেন এই অশুচিস্পর্শে কলঙ্কিত ক'রেছিলে ?"

যে অবধি আমি সরুর শ্যামরায়ের প্রতি অচলা নিষ্ঠার পরিচয় পেয়েছি—তদবধি আমি ধন্য হ'য়ে গেছি। আমি এখন তার দেবভাব, তার ভক্তির অভেদ্য বর্ম্মে আমার আত্মাকে আবৃত ক'রেছি। এখন মনে হয়, যদিও রাত্রে দুর্য্যোগ হয়, পথ পিচ্ছল হয়, যদিও বা মরীচিকা পথ ভোলাবার চেষ্টা করে, আর আমি পা পিছ্‌লে পড়্‌বনা,—বিপথে যাব না। সরুর শ্যামরায়কে পাবার এত বড় আশা আমি করি না ; কিন্তু আমি সরুর মধ্যে তাঁর যে প্রকাশ দেখেছি, তাই যেন আমার জীবনের আলো হ'য়ে পথ দেখিয়ে নেয়।

তোমারই একান্ত
রাজীব চট্টোপাধ্যায়

রায় শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় বাহাদুর

সি, আই, ই, জমিদার

রামনগর, বর্দ্ধমান

লেখক—হরিশ বাড়ুয্যে
দর্জ্জিলিং

## ১২

স্যানিটরিয়াম দার্জ্জিলিং

৩ রা জুলাই ১৯১৭

প্রিয় দেবীপ্রসন্ন,

তুমি শুনেছ, আমি সেদিনকার নারী-সভায় উপস্থিত ছিলুম। সরুর পিসতুত বোন সম্বন্ধে সব কথা এবং নারীসমিতির একটা পুরোপুরী রিপোর্ট জান্‌তে চেয়েছ। আমি ঠিক রিপোর্টারের মতই তোমাকে একটা পূরো বিবরণ দিচ্ছি। আরও এক মাসের ছুটি নিয়েছি। দার্জ্জিলিংএ আমার শরীরটা বেশ ভাল আছে। সেদিন আমার বন্ধু, ব্যারিষ্টার আর, এন্, একশ তুই

চাটার্জ্জি আমাকে সেই সভায় নিয়ে গেলেন ; সেটা দার্জ্জিলিং নারী-সমিতির একটা বিশেষ অধিবেশন। পুরুষ-সমাজের কয়েকজন বিশেষ বন্ধুকেও তাঁরা নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন ; তাদের মধ্যে আর, এন্, চাটার্জ্জি ছিলেন। সেই নিমন্ত্রণ চিঠির মধ্যে দুইখানি কার্ড ছিল। চিঠিতে লেখা ছিল, আপনি আপনার দুইজন বিশেষ বন্ধুকে সঙ্গে আন্তে পারেন। সুতরাং আমার যাওয়ার জন্য অনুরোধ হ'ল। সন্ধ্যাকালে আমরা সভায় গেলুম। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার জি, সি, বোনারের স্ত্রী মিসেস শেফালিকা বোনারকে ( সরুর পিসতুত বোন ) অভিনন্দন করাই হ'চ্ছিল, সেদিনকার সভার বিশিষ্ট কাজ। তিনি স্বামীকে ত্যাগ ক'রে স্ত্রী-স্বাধীনতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থানীয় হ'য়েছেন ; এই উপলক্ষে নারী-সমিতি তাঁকে অভিনন্দন ক'র্বেন—এই ছিল সেই অধিবেশনের কাজ।

সাতটার সময় সভাগৃহে একটা প্রকাণ্ড ফুলের মালার চালা গলায় প'রে ঘন ঘন করতালী দ্বারা সমাদৃত হ'য়ে মিসেস বোনার সভায় পদার্পণ ক'র্লেন। দেখ্লুম, তেজস্বিনী নারী মূর্ত্তি, নাসিকাটি একটা শাণিত ছুরির ন্যায় তীক্ষ্ণ, ঠোঁটদুটি পাত্লা—মনের দৃঢ়তাব্যঞ্জক। ব্রাহ্মিকার পোষাক হ'লেও যে কাপড়টা প'রেছিলেন, তা' শাড়ী ও গাউনের মাঝামাঝি। রংটী বেশ ফর্সা, বয়স ৩০।৩২ হবে। চেহারাটায় লাবণ্যের চেয়ে সৌন্দর্য্য, এবং কোমলতার চাইতে তেজস্বিতা বেশী।

তাঁকে একটা সিংহাসনের মত রূপার হাতলওয়ালা প্রকাণ্ড চেয়ারে বসান হ'ল, তারপর একচোট করতালির পরে সভানেত্রী দু'এক কথায় সভার কাজ আরম্ভ করার পরে বক্তৃতা সুরু হ'ল।

প্রথমতঃ উঠ্লেন মিস্ হেলেনা ডাট্। তিনি ক্ষীণাঙ্গী, বক্তৃতার সময় উত্তেজনায় মাঝে মাঝে তাঁর শরীরটা কাঁপতে লাগল এবং বক্তৃতার

দুই এক মিনিট পরেই তিনি রুমাল দিয়ে মুখ মুছ্‌তে লাগ্‌লেন। তিনি ব'ল্লেন, "মিসেস বোনার আজ যে দৃষ্টান্ত দেখালেন, তা' জগৎকে ডেকে দেখাবার যোগ্য। অবশ্য এখন থেকে আর এঁকে মিসেস বোনার না ব'লে, 'এস্, রে' ব'ল্‌তে হবে, 'রে' হচ্ছে এঁর পিতৃবংশের ফ্যামিলী টাইটেল্। যে বোনার সমস্ত ক্লাব, সোসেল লীগ্, চা-পার্টি ছেড়ে দিয়ে তুলসীতলা আশ্রয় ক'রেছেন, যে বোনার এতটা শিক্ষা পেয়েও এই বিংশ শতাব্দীর সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল জ্ঞানালোকের দিনে মাটির ঢিপি, পাথরের ব্লক এবং কাঠের পুতুলকে অদ্বিতীয় ঈশ্বর ব'লে স্বীকার ক'চ্ছেন—যে বোনার কোট-প্যাণ্ট ছেড়ে সেই অসভ্য সেকেলে কাঁছা-কোচা প'রে লম্বোদর দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন—যিনি সিল্কের রুমাল ছেড়ে জোলার গামছা পছন্দ ক'চ্ছেন এবং পুনরায় অসভ্য নরনারীর মত পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে তাল পাকিয়ে খাদ্যদ্রব্য গ্রাস ক'চ্ছেন—যাতে ক'রে সমস্ত হাত নোংরা হ'য়ে অসভ্যতাকে দেদীপ্যমান ক'রে দেখাচ্ছে—যে বোনার চেয়ার-টেবিল ছেড়ে জীবজন্তুর মত আলস্যের হাই তুলে ফরাস বিছানায় হাত-পা বিস্তার ক'রে শুয়ে পড়েন, যিনি কোট সার্ট ছেড়ে দিয়ে, এক হয় সেকেলে সফরদারদের মত আঙ্গরখা পরেন, না হয় স্ত্রীলোকের শাড়ীর মত একটা আঁচল দুলিয়ে পথে চলেন, যে আঁচলটার এক প্রান্ত রাস্তার ধূলিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে চলে—সর্ব্বাপেক্ষা সিরিয়াস চার্জ্জ, অর্থাৎ গুরুতর অভিযোগ, যে বোনার স্ত্রীলোকের মত পদদলিত ক'চ্ছেন, তাঁদের সাম্যবাদের পরিপন্থী হয়েছেন, এবং যিনি বিবাহিত স্ত্রীকে সম্মান না ক'রে তাঁকে গৃহদাসী এবং তাঁর মতের অন্ধ-পোষক ব'লে মনে ক'চ্ছেন, বিশেষ যখন মিসেস্ বোনার—I mean to say, এস, রে'র মত বুদ্ধিমতী, স্ত্রীপুরুষের সাম্যবাদিনী, তেজস্বিনী, বিদুষী, প্রখর বুদ্ধিশালিনী রমণী হ'চ্ছেন তাঁর স্ত্রী—তখন সেই বোনারকে ধিক্কার,

শত ধিক্কার দেওয়াই হ'চ্ছে এই মহতী সভার প্রথম প্রস্তাব। (ঘন ঘন করতালি) তিনি অর্থশালী হউন, পাণ্ডিত্যাভিমানী হউন, প্রচুর আয়-গর্ব্বিত লোক্-প্রশংসাদৃপ্ত হউন, তা'তে কি এসে যায়? তাঁর এই সকল গুণ এখন আমাদের চক্ষে নির্গুণ। তিনি স্ত্রীজাতির পরমশত্রু, তিনি স্ত্রীজাতিকে দিয়ে' দাসীবৃত্তি চালা'বার পক্ষপাতী; তিনি নিজে অন্ধতা, মূঢ়তা ও কুসংস্কারের অধীন হ'য়ে তাঁর আলোকপ্রাপ্তা স্ত্রীর উপর সেই মূঢ়তা চালাতে চান্, ধিক্ তাঁকে (চারিদিক্ হইতে 'ধিক্' 'ধিক্' শব্দ)। এইরূপ স্বামীর অধীন হ'য়ে থাকাকেই যদি সতীত্ব ব'লে, তবে সেইরূপ সতীত্ব ভারতবর্ষ হ'তে যত শীঘ্র অন্তর্হিত হয়, ততই ভাল। বরঞ্চ আমরা কুমারী থেকে সভ্যতার নানা বিভাগে কাজ ক'রে একবার দেখিয়ে দিতে চাইব, স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। পিঁজরায় আট্‌কে রেখে, ডানা কেটে ফেলে ব'লছ, পাখী উড়্‌তে জানেনা। স্ত্রীলোককে দুর্ব্বল, নিজ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার অযোগ্য, এই যে তোমরা শত শত দুর্নাম রটিয়ে এসেছ, এ কেবল জোর ক'রে তাদের হাত পা' বেঁধে রাখার দরুণ সুবিধা পেয়েছ ব'লে। একবার তাদের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়ে ছাখ, ঘোড়দৌড় হ'তে সুরু ক'রে, রেজিমেণ্টে ভর্ত্তি হ'য়ে যুদ্ধ করা এবং পাগড়ী মাথায় বেঁধে এড্‌ভোকেট হওয়া হ'তে পুলিসের পাহারাওলার কাজ, এ সমস্ত কাজ তোমরা যেমন পার, আমরাও তেমনই পারি, এবং এমন কোন কোন বিষয় আছে, যাতে তোমরা কিছুতেই আমাদের সমকক্ষ নও।" (উত্তেজনার চোটে নীল চশ্‌মা জোড়া ধপাৎ ক'রে প'ড়ে গিয়ে একখানা কাচ ভেঙ্গে যাওয়া, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে পুনশ্চ) "যা' হো'ক এখন সে সকল কথা না ব'লে আমি সভার পক্ষ হ'তে এই প্রস্তাব উপস্থিত ক'চ্ছি যে এস, রে—যিনি বোনারকে অগ্রাহ্য ক'রে নারী-মহিমাকে

একেবারে শতদল পদ্মের মত বিকাশ ক'রে দেখিয়েছেন, অন্য স্ত্রীলোকেরা যে অবস্থায় দীর্ঘকাল একত্র থাকা ও অন্ধ sentiment অর্থাৎ দুর্ব্বলতা-ব্যঞ্জক সংস্কার হেতু হয়ত স্বামীর পদলেহন ক'রে স'য়ে থাক্‌তেন—সেই অবস্থায় ইনি যেরূপ মতের দৃঢ়তা, চরিত্রের উজ্জ্বল মহিমা ও কুসংস্কার দলন-করা নারীত্বের মর্য্যাদা দেখিয়ে স্বামীর সহিত সম্বন্ধ ত্যাগের সঙ্কল্প ক'রেছেন, তজ্জন্য এই সভা তাঁকে বিশেষরূপে তাঁদের সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা, আন্তরিক ভক্তি ও তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন ক'চ্ছেন ( ঘন ঘন করতালি )। এই দৃষ্টান্ত ভারতীয় নারী জগতের একটি মহিমান্বিত আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ হ'বে,—এ'তে ভারতীয় নারীদের যুগযুগান্তরব্যাপী নিদ্রা ভেঙ্গে যাবে,—এ'তে তাঁরা বুঝতে পার্‌বেন, তাঁরা নিজে ইচ্ছা ক'রে পুরুষের হাতে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হ'য়েছেন,—এ নিঃস্বতা স্বাভাবিক বা প্রকৃতিগত কোন দুর্ব্বলতাজাত নহে। ইহা কুসংস্কার ও দীর্ঘকালের মূঢ়তা হইতে উৎপন্ন হ'য়েছে। এস, রে, এই কুসংস্কারের মূলে আজ সবলে কুঠারাঘাত ক'রে প্রমাণ ক'রে দেখালেন যে নারী বাহু নলিনীদল-কোমল বা পদ্মনালমৃদু নহে—সে সকল পুরুষ-কবিরা স্ত্রীজাতিকে ভোগের জিনিষ মনে ক'রে লিখে গেছেন, নারীজাতিকে ভুলিয়ে চির-আত্মবিস্মৃত ক'রে রাখ্‌বার জন্য। তাঁদের বাহু শক্তিশালী। আজ এস, রে'র শক্তিশালী বাহুর সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে আমরা ধন্য হ'ব। তাঁর এই তেজস্বিতা ও সত্যনিষ্ঠা সভাস্থ প্রত্যেক নরনারীর চিত্তে উচ্চ প্রেরণার জ্বলন্ত অগ্নিকণা বিতরণ করুক।" এই ব'লে হেলেনা ডাট্ রুমাল দিয়ে মুখ মুছ্‌তে মুছতে বিষম করতালির চোট খেয়ে ব'সে প'ড়্‌লেন।

তার পর উঠ্‌লেন নিতম্বিনী গঙ্গো। তাঁর দেহের ওজন দুই মণ দশ সের; উত্তরার্দ্ধ ব্লাউজ, জ্যাকেট ও শাড়ীর অঞ্চল প্রভৃতি দ্বারা

একশ ছয়

স্তূপাকৃতি হ'য়ে আছে। তিনি কথা ব'ল্‌বার সময় চক্ষুর্দ্বয় যেরূপ বর্ত্তুলাকার ঘুরোতে লাগ্‌লেন, তাহা ঠিক কটাক্ষ বা অপাঙ্গদৃষ্টি অথবা নারী-চক্ষুর চাউনির নানা ইতিহাস বিশ্রুত ভঙ্গীর মত মোটেই নয়, তাতে শিশুদের চিত্তে দস্তুর মত বিভীষিকা উৎপন্ন করতে পার্‌ত এবং অপরাপর লোকেরাও তা' খুব সোয়াস্তির সঙ্গে দেখ্‌তেন না। তিনি বল্লেন, "আমি ব'ল্‌ব, মিঃ বোনার একটা নরপশু। এই সকল পশুরাই স্ত্রীজাতিকে এমন হীন ক'রে রেখেছে। যারা শিক্ষিত নয়, তারা পুরাতন সংস্কারাধীন হ'য়ে কাজ করে; তাদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু যারা শিক্ষাপ্রাপ্ত, তারা যদি টিকি রেখে ফোঁটা কেটে মূঢ়তার একশেষ দেখায়, তবে তারা যে বড় ভয়ানক লোক! আমি বোনারকে ধিক্কার ও রে'কে প্রশংসার প্রস্তাবের সর্ব্বান্তঃকরণে পোষকতা ক'চ্ছি।" এই ব'লে ঘন ঘন করতালি লাভ ক'রে নিতম্বিনী গঙ্গা পরিশ্রান্ত হ'য়ে তাঁর দেহ-কদম্বের ভারেই যেন কোচের উপর ধপাৎ ক'রে ব'সে প'ড়লেন।

মিঃ অরুণ কার—টিম্বার মার্চ্চেণ্ট, জব্বলপুর—দাঁড়িয়ে সভানেত্রী মিস্ বস্‌কে (বসু) জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, তিনি পুরুষ, দু'একটি কথা সভায় ব'ল্‌তে পারেন কি?

মিস্ বস্ ব'ল্লেন,—"কোন আপত্তিই নাই। ব'লুন, যা ব'ল্‌বেন, তা' যেন বিষয় ছাড়িয়ে না যায়।"

অরুণকারের গলাটি বেশ মিষ্ট; তিনি ধীরে ধীরে কথা বলেন; তাঁর কথার সঙ্গে একটু শ্লেষের ঝাঁজ বরাবরই লক্ষ্য ক'র্‌লুম। দু'কথার পরে পরে তাঁর ঠোঁটে হাসির একটা রেখা বেশ ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

তিনি ব'ল্লেন, "স্ত্রীপুরুষের সাম্যবাদটা খুব সর্ব্ববাদি-সম্মত নয়। ধরুন সোপেনহার তো জর্ম্মানির মস্ত বড় দার্শনিক পণ্ডিত (এক

দিক্ হ'তে এক মহিলা চেঁচিয়ে ব'ল্লেন, "ওর নাম ক'র্বেন না। ও পণ্ডিত নয়, মহিলাকুলের শত্রু")। মিঃ কার ব'ল্লেন, "তাঁর কথাগুলি নিয়ে বিচার ক'র্বেন। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কারু মনের ভাব ভাল না থাক্‌তে পারে। সোপেনহার বলেন, "স্ত্রীলোকদের অসমর্থ অবস্থায় সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে ও পরে প্রায় দু'টি বছর তাঁদের পক্ষে স্বামীর সাহচর্য্য নিষিদ্ধ। যাঁরা সে নিষেধ মানেন না, তাঁদের সন্তান রুগ্ন হবে, এবং তাঁরা নিজেরাও স্বাস্থ্য হারাবেন। অথচ প্রজাবৃদ্ধি হ'চ্ছে প্রকৃতির উদ্দেশ্য। পুরুষের সেই সময়টা অতিরিক্ত সংযম করার দরকার নেই; শুধু তাই নয়, সেরূপ অস্বাভাবিক সংযম প্রাকৃতিক বিধানের পরিপন্থী। তা' হ'য়েও ওঠেনা; ফলে আমাদের বংশধরেরা ক্রমে নিতান্ত হীনস্বাস্থ্য এবং অকর্ম্মণ্য হয়ে উঠ্‌ছে। এজন্য সোপেনহার পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহ বৈধ মনে করেন (সভায় 'ধিক্ ধিক্ ধিক্')। এ অবস্থায় স্ত্রীপুরুষের সাম্যবাদ কি ক'রে টেঁকে?

"দ্বিতীয় কথা, স্ত্রীলোকের অসমর্থ অবস্থায় বহুদিন তাঁরা বাইরের কাজ ক'র্তে অপটু থাক্‌বেন, তাঁদের ঘরে আবদ্ধ থাকতে হবে; এমন কি, অনেকদিন বিছানায়ই প'ড়ে থাক্‌তে হবে। পুরুষকেই খেটে খেটে বাইরে থেকে উপার্জ্জন ক'র্তে হবে। এমন অবস্থায় স্ত্রীপুরুষের সাম্য থাকে কোথায়?

একটু কেশে নিয়ে রুমালটা নাড়্‌তে নাড়্‌তে তিনি আবার ব'ল্লেন,—"একাধিক শিশু নিয়ে ঘরে ব'সে থাক্‌বে কে? তাদেরে তো বাইরে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে কাজ করা চলে না। এক হয় পিতা, না হয় মাতা, তাদের নিয়ে থাকবেন, (অবশ্য সকলেরই তো যথেষ্ট দাসদাসী রাখ্‌বার ক্ষমতা নেই)। আমি বলি, মাতাই বাড়ীতে তাদেরে নিয়ে ঘর আগ্‌লে

থাক্‌বেন ; পিতা বাইরে কাজ ক'র্‌তে বেরুবেন। কারণ মাতার বুকে প্রচুর স্নেহ তো আছেই, তা' বোধ হয় পিতার চাইতেও বেশী ; তা' ছাড়া ভগবদ্দত্ত একটা খাদ্যের ভাণ্ডার আছে, যা' থেকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শিশুর শরীর পোষণ চ'ল্‌তে থাকে। পিতার আদবেই তদ্রূপ কিছু নাই—সুতরাং এ হিসাবেও পুরুষ ও স্ত্রীর সাম্যবাদ কিছুতেই টেঁকে না।

"চতুর্থতঃ, যিনি খেটে খেটে কর্ম্মক্ষেত্র হ'তে রণশ্রান্ত হ'য়ে ফির্‌বেন, তাঁর মনস্তুষ্টি করার চেষ্টা করা স্বাভাবিক। এজন্য স্ত্রীলোককে বিধাতা কোমল ক'রে গড়েছেন। এই উদ্দেশ্যে স্ত্রীলোদের প্রসাধনাদি এবং গহনা ও বেশভূষার উপর স্বাভাবিক একটা নজর আছে। ইহাও খুব স্বাভাবিক। এই হিসাবেও পুরুষ ও নারীর দুই ভিন্ন পন্থা, যাতে ক'রে সাম্যবাদ টেঁকে না।

"পঞ্চম, ভগবান্ উভয়কে একরূপ ক'রে তৈরী করেন নাই। আমরা একরূপ মনে ক'র্‌ব কি ক'রে ? দেখুন না ( দাঁড়িতে হাত দিয়ে ) আমার কেমন ফ্রেঞ্চ ছাট্ দাঁড়ি এবং মোম দিয়ে কোঁকড়ানো গোঁফজোড়া। আপনারা এরূপ জিনিষ পাবেন কোথা ? ( সভায় কারু কারু হাস্য, কারু গণ্ডে ক্রোধব্যঞ্জক রক্তিমা )।

"ষষ্ঠ, স্ত্রীলোকদের হৃদয়ে প্রচুর স্নেহ আছে, তাঁদের সৌন্দর্য্য আছে। এসকল কম গুণ নহে। পুরুষের সৌন্দর্য্যের জন্য কোন মহারণ হয়েছে ব'লে জানা নাই, কিন্তু সেই ইলিয়াড ও রামায়ণের সময় হইতে নারীর সৌন্দর্য্যের জন্য কত বড় বড় যুদ্ধ হ'য়ে গেছে, মানবরক্তে ধরাতল রঞ্জিত হ'য়েছে ! এই যে তাঁদের অমোঘ শক্তি আছে, এটা তাঁরা ছেড়ে দিয়ে, তাঁদের বলের স্থানটি ছেড়ে দিয়ে, যেখানে তাঁরা পুরুষের সমকক্ষ নন, সেখানে দাঁড়িয়ে হৈ হৈ করাটা আদবেই শোভন নয়। এ যেন বশোরার

একশ নয়

গোলাপের আব্দার, 'আমি দেবদারুর মত বড় ও শক্ত হব। এ সকল শোভা যা' ব'লছ, তা' আমাদের দুর্ব্বলতা মাত্র'।

"এই স্নেহগুণে পুরুষের উপর এঁদের সম্পূর্ণ অধিকার হ'য়েছে ও চিরকালই হবে। মাতারূপে, স্ত্রীরূপে মহিলাদের যে দুর্জ্জয় শক্তি ও অধিকার আছে, এবং মানব সমাজকে গড়ন দেবার যে প্রকাণ্ড সুবিধা আছে, সেটাকে ছেড়ে দেওয়া খুব বুদ্ধির পরিচায়ক ব'লে আমি মনে করি না। সুতরাং আমার মতে মিসেস বোনারের আবার ঘরে ফিরে গৃহস্থালী গুছান দরকার ( সভায় "ধিক্ ধিক্" এবং "আপনি বসুন, আপনি বসুন" ইত্যাদিরূপ চীৎকার )।

এই সময়ে সতের বছরের কুমারী সুজাতা সিন্হা সিংহের মত তেজে ঘাড় বাঁকিয়ে সিংহ-বিক্রমে ব'লতে লাগ্লেন ( কথা ব'লবার সময় তার অধরযুগল ঘন ঘন প্রকম্পিত হ'তে লাগ্লো ও খোপাটা খুলে গিয়ে বেণীটা পিঠের উপর বারংবার আছ্ড়িয়ে প'ড়্তে লাগ্ল )। সুজাতা ব'ল্লেন, "এই পুরুষদের আওতায়ই তো নারীত্বের বিকাশ হ'চ্ছেনা। ওগো, পুরুষদের মনস্তুষ্টি সাধনই নারীজীবনের উদ্দেশ্য নয়। যেমন স্ত্রী, তেমন পুরুষ; কেউ কারু খেলার পুতুল হ'য়ে, আদুরে হ'য়ে নিজের শক্তি বিসর্জ্জন দিতে জন্মে নাই। প্রত্যেকেরই সর্ব্বাঙ্গীন শক্তির বিকাশ হ'চ্চে, প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য। পুরুষ আমাদের ঘরে ভুলিয়ে একেবারে মাটির খেলনা বানিয়ে মাটি ক'রে ফেল্বেন, এজন্য আমরা সৃষ্ট হই নাই। এ পর্য্যন্ত এঁরা তাই ক'রে এসেছেন। আমরা পুরুষের সাহচর্য্য একেবারে ত্যাগ ক'রে দেখাব, যে তাঁদের অপেক্ষাও আমাদের সকল বিষয়ে অধিক শক্তি আছে কি না। আমাদের প্রতি পুরুষেরা জুলুম চালিয়ে না তারা সেই সব অবস্থায় দাঁড় করান, পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা যা' এত শ্লেষের সুরে ব'লে

তৃপ্তি লাভ ক'র্লেন। পুরুষের সাহচর্য্য ছাড়্লে সে সকল দুরবস্থা আমাদের কিছুমাত্র হবে না, বরঞ্চ পুরুষেরা আমাদের দোরগোড়ায় মাথা খুঁড়্বেন।"

মৃদু হেসে, অরুণকর ব'ল্লেন, "তবে সৃষ্টিকার্য্য চ'ল্বে কি ক'রে? সৃষ্টিরক্ষাই যে ঈশ্বরের একটা বড় অভিপ্রায়; তা আপনারা ব্যর্থ ক'র্বেন?"

মিস্ সিন্‌হা ব'ল্লেন, "শুন্‌লেন কথা! সৃষ্টিকার্য্য নিয়ে জগদীশ থাকুন। আমরা আদার ব্যাপারী, অত বড় বড় কথা দিয়ে আমাদের দরকার নেই। সৃষ্টি যিনি ক'রেছেন, তিনি তা' চালাবেন। দরকার হ'লে অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন ক'রে চালাবেন (সকলের হাস্য)। কিন্তু সৃষ্টিরক্ষার অজুহাতে এই জগন্নাথের রথ আমাদের বুকের উপর দিয়ে চালিয়ে আমাদের পিষে মার্বেন, তা' কিছুতেই হ'তে দেব না। আর দেখুন, হিন্দুসমাজে মেয়েদের উপর কি অত্যাচারটাই না চলেছে! দশরথ রাজা হ'তে সুরু করে কুলীন কুলধুরন্ধরেরা শত শত বিবাহ ক'চ্চেন—এই শত শত রমণীর কি দুর্দ্দশা! তার পরে আটবছরে গৌরীদান ক'রে বিধবা হ'লে সেই নিরীহ মেয়েটির তৃষ্ণায় ছাতি ফাটবে, তবু একফোঁটা জল খেতে দেবেন না—একটা জঘন্য পঞ্জিকা না গঞ্জিকা তৈরী ক'রে সেই কচি শিশুদের কলিজা উপোষে উপোষে ক্ষয় ক'রে ফেল্‌বেন। যদি কোন উৎসব হয়, বাড়ীতে বাদ্যভাণ্ড বাজে, তা তাদের শুন্‌তে দেবেন না; কুষ্ঠরোগীর মত সেই মেয়েটিকে কিছু ধর্‌তে ছুঁতে দেবেন না। তাতে অমঙ্গল হয়! তার খেলার পুতুল দশ বৎসরের স্বামী ম'রেছে—এজন্য। সে বিয়ে দিয়ে তাঁরাই পুণ্য অর্জ্জন ক'রেছিলেন—এই অপরাধ তার কপালে দাগিয়ে দিয়ে তাকে অস্পৃশ্য ক'রে রাখ্‌বেন। এদিকে

আশীবছরের বুড় বাপখুড়ো সেই গঞ্জিকা দেখেই দিন ঠিক ক'রে বার বছরের আর একটি মেয়েকে যূপকাষ্ঠে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন। বালবিধাটির বয়স হ'লে সত্য মিথ্যা যা' কিছু একটা তার নামে র'টে গেলে—অমনি তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ীর বাইর ক'রে দেবেন। সে গণিকা হ'য়ে রাস্তায় দাঁড়াল। তার পর যে মহিলারা স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী হ'য়ে গৃহসুখের আস্বাদ ক'র্‌তে গেলেন, চুলের মুঠি ধ'রে নিত্য প্রহার, আগুনে সেঁকা দিয়ে তাঁদের গায়ে দাগিয়ে দেওয়া, তাঁরা একটু উঁচু সুরে কথা ব'ল্লে গলা টিপে ধরা, তাদের চোখ মাটি ছাড়া আর কোন দিকে চাইলে সে চোখের উপর ঘুষি চালানো, তার পরে কখনও নৃশংসভাবে তাঁদের হত্যা—এই হ'চ্ছে পুরুষজাতির বিচার ও ব্যবহার; এবং সৃষ্টিকার্য্যে এই সকল স'য়ে আমাদের ভগবান্‌কে সহায়তা ক'র্‌তে হবে? না, আমরা তা চাইনা; সৃষ্টি চুলোয় যাক্। আত্মরক্ষা প্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। আমরা যতগুলি মহিলা জগতে আছি, তার সংখ্যা বাড়িয়ে আর দুঃখের মাত্রা বাড়াব না। যতজন আছি, তারা যাতে ভাল থাক্‌তে পারি, মনুষ্যত্ব বজায় রাখ্‌তে পারি, প্রাণপণে তার চেষ্টা কো'র্‌ব। মিসেস্ বোনার যে এই স্বামি-পিশাচের হাত হ'তে নিজেকে মুক্ত ক'রে কত বড় দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, তা মিঃ অরুণকরের মত স্বার্থান্ধ বিচারকের বুঝ্‌তে ঢের বাকী!"

অতিশয় উত্তেজনায় মিস্ সিন্‌হার আঁচল টান্‌তে গিয়ে বুকের সেপ্‌টিপিন্‌টি খুলে পড়ল। মাথাটা গরম হওয়ায় তিনি কৌচখানা ঠিক বৈদ্যুতিক পাখার নীচে টেনে নিয়ে ব'সে হাঁফাতে লাগ্‌লেন।

সভানেত্রী মিস্ সুহাসিনী দাঁড়িয়ে তাঁর কুন্দ দন্তগুলিতে মৃদুহাস্যে মৌক্তিক ঔজ্জল্য দান ক'রে মিহিসুরে, মিঃ আর, এন্, চাটার্জ্জির ( আমার

বন্ধুর ) দিকে চেয়ে, ব'ল্লেন, "আপনি সম্প্রতি ক'ল্কাতায় গিয়ে মিঃ বোনারের সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছেন। শুন্‌লুম, নানাবিষয়ে তাঁর সঙ্গে আপনার কথাবার্ত্তা হ'য়েছিল। তাঁর কি মত পরিবর্ত্তন ক'রে পুনরায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রুচির অনুগত হ'য়ে চ'ল্‌বার কোনও সম্ভাবনা দেখ্‌লেন? বিবাহ যদিও সামাজিক চুক্তি বই আমরা অপর কিছু মনে করি না, পরস্পরের একমত হ'য়ে জীবনযাত্রা চালাবার একটা আইন সঙ্গত উপায় বই ইহা কিছুই নয়; এটাকে বাড়িয়ে বড় ক'রে দেখেছে—ধর্ম্ম-সংস্কার অথবা কুসংস্কার নারী মর্য্যাদাকে ধূলিসাৎ ক'রে পুরুষের পদানত ক'র্‌বার জন্য; তথাপি যখন মিঃ বোনার বহুকাল এস, রে'র সঙ্গে একত্র ছিলেন, তখন অন্ততঃ সময়ের হিসাব দিয়ে দেখ্‌লেও একটা দীর্ঘস্থায়ী অভ্যাসেরও তো মনের উপর প্রভাব আছে। এইটুকু স্বীকার ক'রে আমি একান্ত নিরপেক্ষভাবে ব'ল্‌ছি—যদি তাঁর সংশোধনের কোন সম্ভাবনা থাকে, তবে এস, রে' কে আমরা গৃহে ফির্‌তে অনুরোধ ক'র্‌ব। এজন্য মিঃ বোনারের সঙ্গে আপনার যে সকল কথাবার্ত্তা হ'য়েছে, তার একটা সম্পূর্ণ ইতিহাস দিতে সভার পক্ষ হ'তে আপনাকে আমি আহ্বান কচ্ছি।"

সন্ধ্যা সাতটায় চিঠি লিখ্‌তে ব'সেছি; দশটা বেজে গেল;—আঙ্গুলে ব্যথা ধ'রে গেছে। আজ এ পর্য্যন্ত। আর দুই একদিন পরে বাকী অধ্যায়টা লিখে ফেল্‌ব।

তোমার গুণমুগ্ধ বন্ধু
শ্রীহরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একশতের

রায় শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় বাহাদুর
সি, আই, ই, জমিদার
রামনগর,
বর্দ্ধমান

লেখক—হরিশ বাড়ুয্যে
দার্জ্জিলিং

২২

দার্জ্জিলিং
১লা আগষ্ট, ১৯১৭

প্রিয় দেবীপ্রসন্ন,

সেদিনকার সভার বাকী অধ্যায়টা আজ লিখ্‌ছি। সভানেত্রীর আহ্বানে আর, এন, চাটার্জ্জি অতি সঙ্কোচের সঙ্গে দাঁড়িয়ে যেন একটু ভীতভাবে সমবেত মহিলাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দ্বিধার সহিত ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন।

"আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ সালাপ ক'রেছি। একটা সমস্ত দিন তাঁর সঙ্গে ছিলুম; তাঁর মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে জেনেছি। এখানে যেরূপ

উত্তেজনা দেখ্‌ছি, তাতে সে সকল কথা কইতে ভয় হ'চ্ছে। তথাপি সভানেত্রীর আদেশ এবং আপনারা সকলেই যখন মিঃ বোনারের মনের ভাব জান্‌তে ইচ্ছুক, তখন অপ্রীতিকর হ'লেও আমাকে সকল কথা বল্‌তে হবে। আপনারা এজন্য আমায় ক্ষমা ক'র্‌বেন।

প্রথমতঃ ২রা জুলাই রবিবার দিন বালীগঞ্জে অতি প্রত্যুষে গিয়ে মিঃ বোনারের বাড়ীতে উপস্থিত হ'লুম। যেয়ে যা' দেখলুম, তা' সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। কয়েকজন বৈরাগী শুধু গায় ফুলের মালা গলায় একজন কীর্ত্তনিয়ার দোহারগিরি ক'চ্চে। খোল বাজিয়ে দুটো লোক এ উহার দিকে চেয়ে খুব লাফ মেরে মেরে বাহাদুরী নিচ্ছে। তাদের কপালে দীর্ঘ গঙ্গামৃত্তিকার তিলক, মাথার পিছনে লম্বা টিকি ঝুল্‌ছে; টিকিগুলিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে লাফাচ্ছে। কীর্ত্তনিয়া ওদের মধ্যেই কতকটা সভ্য-ভব্য গোছের। গায়ে কোন জামা নেই, বুক্‌টা একেবারে খোলা ময়দান; একটা চাদর কাঁধে ঝুল্‌ছে ও বুকের উপর পাড়াগাঁয়ের সেকেলে ফুলের মালা। কীর্ত্তনিয়া যে গানটি গাচ্ছিল, তা' আমি টুকে এনেছি। এই গানটার অনেক ব্যাখ্যা মিঃ বোনার ক'রেছেন; সুতরাং এটাকে বাদ দিলে তাঁর সব কথা আমি বুঝতে পার্‌ব না। অথচ গানটায় এত শীলতার অভাব আমার কাণে বেজেছিল যে, আপনাদের কাছে তা' আমি আবৃত্তি ক'র্‌তে ভয় পাচ্ছি। মিঃ বোনারের মত একজন উচ্চশিক্ষিত লোক যে কি ক'রে এরূপ গান এত আগ্রহের সঙ্গে শুন্‌তে লাগ্‌লেন, তাই ভেবে আমি একেবারে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম। সে গানটা এই পকেট বুক্‌টায় টুকে এনেছি। প'ড়্‌ব কি?

মিস্ সুহাসিনী বস্—"পড়ুন; আমরা রুচিটাকে বৈজ্ঞানিকভাবে গ'ড়ে নেব। বিশেষ যখন আপনি ব'ল্‌ছেন, এই গানটার সঙ্গে পরবর্ত্তী

একশপনের

মতামত জড়িত, তখন শুন্‌তেই হবে। এই সভার মহিলারা অতি-মার্জ্জিতরুচি ; তবে প্রাচীনদের পরিহাসগুলি বর্ব্বরতা ব'লে বুঝ্‌বার এঁদের সকলেরই ক্ষমতা হ'য়েছে। তাঁদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় সুমার্জ্জিত মন সেই সকল পরিহাসের দুষিতার্থ গ্রহণ ক'র্‌বে না ; সেগুলি বর্ব্বরতা ব'লে বুঝে নেবে।"

আর, এন, চাটার্জি বল্লেন, "কৃষ্ণ কুঞ্জবনে এসে রাধা ভ্রমে চিত্রা, বিশাখা প্রভৃতি সখীদের অঙ্গস্পর্শ ক'চ্ছেন। কুঞ্জের সখীদের কাছে উপস্থিত হ'য়ে দুই হাত বিস্তার ক'রে প্রথমে বিশাখাকে ধ'র্‌তে গেলেন। কৃষ্ণ গাইলেন ঃ—

"কই কই প্রেমময়ী !
আমি পরশিয়ে অঙ্গ শীতল হই।
আমি জ্ব'লে যে আছি, তোমায়
না দেখিয়ে আমি জ্বলে যে আছি।"

বিশাখা তার প্রসারিত বাহুর স্পর্শ হ'তে স'রে গিয়ে গাইলেন।—

"ও কি করহে, বঁধু, কারে বলি কারে ধরহে বঁধু !
আমি তোমার রাই নই, আমি বিশাখা।
চো'খে লেগেছে কি রাই রূপের ধাঁধাঁ,
তাই জগৎ ভ'রে দেখ্‌ছ রাধা রাধা।"

এইভাবে আবার কৃষ্ণ চিত্রার দিকে ছুট্‌লেন ; মুখে সেই গানটি।—

"কই কই প্রেমময়ী !
পরশিয়ে অঙ্গ শীতল হই।

আমি জ্ব'লে যে আছি, তোমায়
না দেখিয়ে আমি জ্ব'লে যে আছি।"

চিত্রা পুনরায় সেইরূপ কৃষ্ণের স্পর্শ হ'তে স'রে গিয়ে গাইল—

"ও তুমি কর কি বঁধু!
কারে ব'লে কারে ধর হে বঁধু!
আমি তোমার রাই নই, আমি চিত্রা।
বঁধু সবে ঘোরে তোমার চক্রে
তুমি ঘোর রাধাচক্রে।

আমি দেখে আশ্চর্য্য হ'লুম যে মিঃ বোনার একেবারে হাঁ ক'রে এই আদিরসদুষ্ট গানটি যেন গিলে খাচ্ছেন ( চারিদিকে "কি লজ্জা! কি লজ্জা! কি অধঃপতন!" )

"কীর্ত্তনিয়া মন্দ গাইল না। তার সুরটি ছিল মিষ্ট। গান ভঙ্গের পর মিঃ বোনার আমাকে অতি যত্ন ক'রে তার লাইব্রেরীর ঘরটায় নিয়ে গেলেন। আপনারা জানেন, আমি চিরকাল তাঁকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি। তথাপি আমি ধীরে ধীরে ব'ল্লুম, "যদি অভয় দেন, তবে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব। কিন্তু বাধ বাধ ঠেক্‌ছে।"

তিনি আমার পিঠ চাপ্‌ড়িয়ে ব'ল্লেন, "সে কি? আমি তো এখন নূতন রঙ্গমঞ্চে নেমেছি। কথার উত্তর্‌ প্রত্যুত্তর তো হবেই। আমার মতটা তো তোমাদের জানাতেই হবে। তোমরা আমায় যা' ইচ্ছা তাই জিজ্ঞাসা ক'র, আমি অতি আনন্দের সঙ্গে উত্তর দেব।"

আমি ব'ল্লুম, "এই যে রাধাকৃষ্ণ লীলার গানটা কীর্ত্তনিয়া গাইল, এটা কি রুচি হিসাবে নির্দ্দোষ? মনে হ'ল যেন আপনি এরূপ একটা গানও

একশসতের

বেশ উপভোগ ক'ল্লেন! এযে কি ক'রে হ'তে পারে আমি বুঝ্‌লুম না। ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে এযে নিতান্ত অসম্ভব ব'লে জানতুম।" মিঃ বোনার খানিকটা হেসে ব'ল্লেন, "ও সকল তোমরা এখন বুঝ্‌বে না। তোমাদের মতিগতি বিদেশী শিক্ষার বিড়ম্বনায় একেবারে বিগ্‌ড়ে গেছে। তবু ব'ল্‌ছি, ওটা একটা মস্ত ভাব; বৈষ্ণবেরা ওকে "রাগানুগা" ব'লে থাকেন। যখন কাউকে ঐরূপ ভালবাসা যায়, তখন জগৎময় সকল জিনিষে তাঁকে প্রত্যক্ষ হয়। এই ভ্রম চৈতন্যদেবের পদে পদে হ'য়েছে। "ওই যে চোখে লেগেছে কি রাই-রূপের ধাঁধা--তাই জগৎ ভ'রে দেখ্‌ছ রাধা রাধা" এটি চৈতন্য চরিতামৃতে যে কৃষ্ণ-ভ্রমের কথা আছে "যাঁহা যাঁহা দেখে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" সেই কথারই আর একটি দিক্।

"তারপর এই গানের আর একটি কথার দিকে তোমাকে মনোযোগী হ'তে ব'ল্‌ছি। ঐ গানের দুটি ছত্র—

"কই কই প্রেমময়ী!
পরশিয়ে অঙ্গ শীতল হই।
আমি না দেখিয়ে তোমায় জ্ব'লে যে আছি।"

এই যে প্রিয়স্পর্শে অঙ্গ শীতল হবার কথা, ইহাই ভারতীয় প্রেমের মর্ম্ম কথা। সাহেবী প্রেম বর্ণনায় সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়,—প্রিয়জনের অঙ্গস্পর্শে তড়িতের ন্যায় উষ্ণত্ব দেহে সঞ্চারিত হয়। দেখাদেখি বাঙ্গলা উপন্যাস গুলিতে পাওয়া যায়—"তিনি একটু হাতের চাপ দিলেন, তাহাতে সর্ব্বশরীর উষ্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল।" এখন পাশাপাশি দুটি কথা রেখে দেখ দেখি; একটি, তোমাকে বহুদিন না দেখে আমি জ্ব'লে পুড়ে আছি,—এস, তোমাকে ছুঁয়ে আমি জুড়াই, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রশমিত হ'য়ে আমি প্রেম-গঙ্গায় অবগাহন ক'রে সমস্ত জ্বালা দূর করি। এখন

দেখ দেখি, যেটাকে অশ্লীল মনে হ'য়েছে—সেইটাই অশ্লীল,—না সেই সকল হাতের চাপ ও অপাঙ্গ দৃষ্টি, যা'তে সমস্ত দেহে পাশব উত্তেজনা হয়, সেইটাই অশ্লীল। আশ্চর্য্যের বিষয় তোমরা ডোবাকে গঙ্গা ভেবে, গঙ্গাকে ডোবা মনে কচ্ছ। এটি হ'চ্ছে তোমাদের শিক্ষার দোষ।"

"তারপর লাইব্রেরীতে ব'সে একটা আল্‌মারিতে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে ব'ল্লেন—"এই যে আজকালকার উপন্যাসের প্রেম, এ জিনিষটার কতটা দর, তা বোঝ দেখি। আর্ট অর্থ কি? যাতে ক'রে প্রকৃতির এমন সকল দিকে কবি, শিল্পী বা চিত্রকর অঙ্গুলী সঙ্কেত ক'র্‌বেন,—যাতে তাঁর নির্ব্বাচন শক্তি টের পাওয়া যাবে। শত শত দৃশ্যের মধ্যে কায়দা ক'রে সেইটিকেই দেখাতে হ'বে, সেটি দেখ্‌লে চোখ আপনা আপনি ভুলে চেয়ে ব'ল্‌বে, "বাঃ, কি সুন্দর!"

কিন্তু এই যা' শিল্পী সুন্দর ক'রে দেখাবেন, তার পেছনে থাক্‌বে—সত্য ও শিব। সত্য, শিব ও সুন্দর—এই ত্রিমূর্ত্তির সমাবেশই জগৎপূজ্য। এর একটিকে ছেড়ে অপরটি শ্রদ্ধা ক'র্‌লে পূজার অঙ্গহানি হয়। সত্য, শিব ও সুন্দরের উপর 'আর্ট' প্রতিষ্ঠিত হ'লে তবে তাকে মান্‌ব। ছোট দরের শিল্পী হয়ত সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখ্‌তে গিয়ে শিবকে ভুলে যান। এই যে জগতে বুদ্‌বুদের মত নিত্য শত শত সৌন্দর্য্য ফুটে উঠে লয় পাচ্ছে,—বিশ্বের আতুর ঘর থেকে রোজ রোজ শত শত ফুলের কুঁড়ি বের হ'য়ে সারা দিনটা হেসে খেলে আবার প্রকৃতি মায়ের কোলে ঘুমিয়ে প'ড়্‌ছে, এই সমস্ত ক্ষণস্থায়ী শোভাকে ধারণ ক'রে রেখেছেন শিব। তাঁর সহনক্ষম পঞ্জর আছে ব'লে প্রকৃতির এই অনিত্যবৎ প্রতীয়মান প্রাত্যহিক লীলা খেলা তার বুকের উপর হ'চ্ছে, নিতুই হ'চ্ছে,—তবু ভাণ্ডার ফুরোচ্ছে না।

"কিন্তু যে শিল্পী সেই নিত্যকে না দেখে অনিত্য নিয়ে ব্যস্ত হন, তাঁর দৃষ্টি সমগ্র জিনিষটা দেখ্‌তে পায় না। প্রেম-জগতে এক-নিষ্ঠাই সেই শ্রেয়, সেই শিব। হৃদয় নিয়ে হাটের জিনিষের মত যাচাই ক'রে ফেরা যে সমাজে চ'ল্‌তে পারে, সে সমাজে সেই যাচাই ক'র্‌বার জন্য একটা হাট আছে। যে দেশে নরনারী বহু কর্ম্মের কর্ম্মী, যাঁরা তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিশ্বজয়ের অভিযানে রওনা হ'য়েছেন, গার্হস্থ্যাশ্রমকে তাঁদের এত বড় ক'রে দেখ্‌বার সুবিধা বা প্রবৃত্তি হয় নি। তাঁরা যেখানে যান, সেইখানেই নব নব গৃহসুখের সৃষ্টি ক'রে থাকেন, নতুবা জীবন তাঁদের দুঃসহ হ'য়ে যায়। বহু জটিল কর্ম্মে যাঁরা ব্যস্ত, তাঁদের যৌন সম্বন্ধের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'র্‌বার অবসর কোথায়? এই গৃহাশ্রম তাঁদের ঠিক আমাদের মত গড়ে উঠে নি; তাই তাঁরা তৎসম্বন্ধে এমন অনেক জটিল প্রশ্ন তুলছেন, যা' আমাদের অনেকটা সমাধান হ'য়ে গেছে। ভারতবর্ষ ভোগকে চাইনি, কখনই চাবে না। এই জন্য তুমি যত বড় মনস্বী হও না কেন, তোমার অদ্ভুত ক্ষমতা দ্বারা বিশ্বকে যতদূর পার চম্‌কিয়ে দেও না কেন, ভারতের পল্লীর জনসাধারণ বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে তোমাকে দেখ্‌বে; কিন্তু তোমার মধ্যে যদি ত্যাগ না থাকে, তবে শেষে ঘাড় নেড়ে ব'ল্‌বে, "তোমাকে চাই না।"

এই ব'লে মিঃ বোনার ব'ল্লেন, "দেখ, ইব্‌সনের নোরাকে আমি কিছুতেই ব'ল্‌ব না যে তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার পথ দেখিয়েছেন। তিনি স্বামীকে ত্যাগ ক'রে গেছ্‌লেন—স্বামীকে তাঁর মূল্য বুঝতে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোক যেমন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বাপের বাড়ী যান, তেমনই ক'রে নোরা চ'লে গেছিলেন, একটা ইঙ্গিত দিয়ে যে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে তিনি তাঁর কর্ত্তব্য স্থির ক'র্‌বেন। গৌরী যেমন শিবের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া

ক'রে হিমালয়ে গেছ্‌লেন, নোরার যাওয়াটা অনেকটা সেরূপ। তিনি যে একটা খেলার পুতুল নন, স্বামীকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌তেন; তিনি তার দর বোঝেন না, এইটি বুঝতে আহত অভিমানে তিনি গৃহত্যাগিনী হ'য়েছিলেন। কিন্তু ইব্‌সনের পরে বারনার্ড স' যে সকল নাটক সৃষ্টি ক'রেছেন, তাতে তো সেরূপ কিছু দেখ্‌তে পাই না। যৌন সম্বন্ধ কি এইরূপ হীন হ'তে চ'ল্‌বে? মাকে ও মেয়েকে ভালবাস্‌ছেন এক প্রেমবীর! স্বামীকে ভালবাস্‌বেন, না অপর এক প্রণয়ীকে ভালবাস্‌বেন—এই দ্বিধার মধ্যে প'ড়েছেন এক প্রেমিকা। বায়নার্ড স'এর 'ক্যানডিডা,' মিসেস ওয়ারেণের 'প্রোফেসন' এবং 'ম্যান অ্যাট আর্‌ম্‌স' প'ড়ে সত্যই গা ঘিন ঘিন ক'র্‌তে থাকে। এই সকল আদর্শের কি সৌন্দর্য্য, তা তো জানি না। জগতের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট তো এই সকল আদর্শ দ্বারা কখনই হবে না। ভবিষ্যতে যে জগৎ যে সমাজ গড়ে উঠ্‌বে, এই সকল চরিত্র দ্বারা সেই সমাজ মহীয়ান্ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা আছে ব'লে তো মনে হয় না। ইষ্টের কথা তুল্লেই অমনি কেউ কেউ নাসা কুঞ্চন ক'রে বল্‌বেন্—আর্ট সৌন্দর্য্যের দিক্ দেখ্‌বে, ইষ্ট অনিষ্টের কথা ভাবুক বুড় চাণক্য।

"জগতে ইষ্ট ছেড়ে তো কোন জিনিষেরই আমরা মূল্য দেই নি," "সে একটা মাকাল দল," "সে একটা রাঙ্গা মূলো" প্রভৃতিভাবে প্রত্যহ আমরা যে সকল কথা শুন্‌তে পাই, তাতে শিব ও সুন্দর যে কত ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের আদর্শের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে আছে, তা' বুঝতে পারা যায়। হৃদয় যদি আজ একে, কা'ল ওকে দিয়ে বেড়ান যায়, সে হৃদয়ের মূল্য কে স্বীকার ক'র্‌বে? একনিষ্ঠ প্রেম সমাজের মেরুদণ্ড, কাব্যেরও মেরুদণ্ড। এই একনিষ্ঠ প্রেম রামায়ণকে এত বড় ক'রেছে, কালিদাস ও

ভবভূতিকে সার্থক ক'রেছে। এই একনিষ্ঠ প্রেমের ব্যভিচার সমর্থন ক'র্‌তে গিয়ে মেটারলিং হ'টে পড়েছেন, সাধারণের হিতসঙ্কল্পকে উচ্চে স্থান দিয়েও ম্যানাভোনার দেহের পবিত্রতা নষ্ট ক'র্‌তে তিনি সাহসী হন নাই। রবীন্দ্র বিনোদিনীও ও 'মক্ষী'র চরিত্রকে প্রাচীন আদর্শের ভাবে বাঁচিয়ে চ'লেছেন। খানিকটা লীলা করিয়ে লীলাবতীদের লীলা অসমাপ্ত রেখেছেন,—প্রাচীন আদর্শের ভয়ে। আমি বল্‌ছি, সেই প্রাচীন আদর্শই সনাতন আদর্শ। যদি জীবনক্ষেত্রে ঐ সকল লীলা ঘট্‌তে থাকে, তার পরিণাম কি, ইহা কে না জানে? সে পরিণাম রাস্তা ঘাটে কুষ্ঠী, অন্ধ ও খঞ্জ প্রতিদিন পথে পথে এঁকে দেখাচ্ছে। কাব্যকার যদি কোনও নায়িকাকে দিয়া খানিকটা অভিনয় করিয়ে নিয়ে তাঁকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হ'তে বাঁচিয়ে অক্ষতদেহে ঘরের জিনিষ ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে যান, তবে ব'ল্‌ব তিনি পথের পরিচয়টা দিতে পারেন নি। ঐ পথের যে নিদারুণ পরীক্ষা ও নিদারুণ পরিণাম, তা' তিনি দেখাতে ভয় খেয়ে গেছেন। সুতরাং আর্ট হিসাবে তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে গেছে। টলষ্টয় এনাকার্ণিনা আঁক্‌তে ভয় পান নি। তিনি অঙ্কুর হ'তে সুরু ক'রে 'যুগল-পলাশ' এবং যুগল পলাশ হ'তে মহীরুহে পরিণতি, এ সমস্তটা এঁকেছেন। গাছের বীজ দেখিয়েছেন ও তার ফলও দেখিয়েছেন। তাঁর আর্ট এঁদের চাইতে বড়। এনাকার্ণিনার সৌন্দর্য্য দেখে চোখ ঝল্‌সে যায়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প'ড়ে কেউ এনাকার্ণিনার মত হ'তে, অথবা তাঁর মত রমণীর প্রেম পেতে ইচ্ছুক হবেন না। মোট কথা আমাদের উপন্যাসগুলি বিলিতী সমাজকে লক্ষ্য ক'রে রচিত হ'য়েছে। আমাদের সমাজের স্ত্রীলোকের যে মনোবৃত্তি সকলেই খুব উঁচুরাজ্য হতে পাওয়া, তাদের মধ্যে যে দুর্ব্বলতা নেই, এ কথা আমরা বলি না। তারা দোষে

গুণে অন্তরূপ। ঔপন্যাসিকেরা শিল্প শিল্প ব'লে চীৎকার ক'রে যা' গড়ছেন, তা বিলাতের অন্ধ অনুকরণ, অল্পদরের নকলবাজি। আমাদের যে শত শত সামাজিক সমস্যা আছে, তার ধার দিয়েও তো এঁরা যেতে চান না; যেহেতু তা' হ'লে ভাল করে আমাদের সমাজকে জান্‌তে হয়। সে অবসর বা আয়াস করার প্রবৃত্তি, সে শক্তি তাঁদের কোথায়? আমাদের দেশে, বিয়ের পরেই প্রেমের অধ্যায় সুরু হয়; কিন্তু তাদের হয় বে'র পূর্ব্বে কোর্টসিপের বেলা। অন্ধ অনুকরণকারীরা আমাদেরও সেই বিয়ের পূর্ব্বে প্রেমের অধ্যায় একটা যা' তা' করে গ'ড়ে তোলেন, বাস্তব জগৎ হতে তা যতই কেন ভিন্নরূপ না হউক।"

দেখলুম সকল দিক দিয়েই বোনারের মনটা ভারতীয় আদর্শের দিকে ঝুঁকে প'ড়েছে। বিলাতী পোষাক ছেড়ে দিয়েছেন; গরদের কাপড়, গরদের চাদর, পায়ে তালতলার চটী।"

মাথাটা কিছু নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে দৃঢ়স্বরে মিসেস বোনার ব'ল্লেন, "আমি এই স্বামী নিয়ে কিছুতেই ঘর ক'র্‌ব না, এ জগৎকে আমি জানাব। তিনি অন্ধ অচলায়তন আশ্রয় ক'রে থাকুন, আমাকে তার ভিতর পুরলে আমি দম আটকে ম'রে যাব। স্ত্রী-পুরুষ সমস্যা নিয়ে আধুনিক উপন্যাসগুলিতে যে সকল চিত্র দেখান হ'চ্ছে, তাতে ক'রে প্রাচীন পর্ব্বতপ্রমাণ কুসংস্কারগুলি নাড়া প'ড়ছে; দৃষ্টি কত দিক্ দিয়ে খুলে যাচ্ছে। প্রাচীন নীতির তুলসীতলায় তিনি কুসংস্কারের দীপ জ্বালিয়ে বসে থাকুন। বার্ণাডস, মেটারলিং, এঁরা হচ্ছেন ভাবী মানব-সমাজের অগ্রদূত, যাঁরা সমাজকে নূতনরূপে গ'ড়ে উঠ্‌বার সুবিধা দিচ্ছেন। তিনি এখন তেরুটের পুঁথি খুঁজে খুঁজে বের ক'রে আলমারী বোঝাই করুন। যার সঙ্গে মতের মিল নাই, আমি তার সঙ্গে একত্র থাক্‌ব কি ক'রে?"

এই ব'লে তিনি চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। তার মুখ অভিমান ও আত্মসম্মান-বোধে লাল হ'য়ে উঠ্‌ল।

মিঃ চাটার্জ্জি আবার ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন, "এখানেই তো অধ্যায় শেষ হয় নি। যা ব'লুন, গরদে তাঁকে ভারি স্থন্দর দেখাচ্ছিল। একটা ব্রাহ্মণ্য দীপ্তি চোখমুখে খেল্‌ছিল, আমি তাঁকে দেখে কিছুতেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হারাতে পারি নি।

"তার পর তিনি আমায় তাঁর বাগানে টেনে নিয়ে গেলেন। এই তিন মাস মিঃ বোনার দার্জিলিংএ আছেন; এতে যে বাড়ীর কত পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, তা আর কি ব'ল্‌ব? দেখলুম এ্যান্‌থেরিয়া বিগুনিয়া, ফারণম ও অরকিডগুলির কি দুর্দ্দশা হয়েছে। সেগুলি বাড়ীর সামনের দিক্ হ'তে তুলে নিয়ে খিড়কীর দিক্‌টায় সরানো হ'য়েছে। একটা অরকিড, যা দশ হাজার টাকাতে খরিদ করা হ'য়েছিল, তারও সেই দশা। বিলাতী নানা রকম পাম্‌ গাছও সেই সঙ্গে সরাণো হ'য়েছে। আমি ব'ল্লুম, "এই দামী গাছগুলির আপনি এ রকম অনাদর ক'চ্ছেন কেন?" তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লেন, "তোমার ত দুটো চোখ আছে; তাদের জায়গায় যে এই বেল, মল্লিকা ও গোলাপ হাস্‌ছে, এগুলির সঙ্গে এ্যানথেরিয়া যা কঁচুপাত বা হাতীর কাণের মত, বিগুনিয়া বা কুমড়ো পাতার মত, ফারণম যা ঢেঁকী-শাকের মত, এদের তুলনা হয়? রূপ, গন্ধ নিয়ে যে আমাদের ফুলগুলি মন মাতায়। তোমরা কি দোষে এগুলি ছেড়ে কঁচু ও ঢেকীশাককে মাথায় তুলেছ? মোট কথা, বিলাতী খেয়ালে তোমাদের পেয়ে ব'সেছে। নিজের বাড়ীতে পাওয়া মণিমুক্তা ছেড়ে তোমরা বিদেশী কঁচুকে বেশী মূল্যে দিচ্ছ। ঐ বিলাতী গাছগুলির কোন সৌন্দর্য্যই আমি আবিষ্কার ক'র্‌তে পার্চ্ছি না। একটি গোলাপ ফুল ফুট্‌লে এদের একশটি

কাণা ক'রে ফেল্‌তে পারে। যদি দুর্ল্লভ ব'লে এগুলি আদর ক'র্‌তে হয়, তবে যেখানে যেটা জন্মায় না, সেইখানেই সেটা আদর ক'র্‌তে হবে—চোখ কাণ বুজে—এ খেঁয়ালের কিছুতেই আমি পোষকতা কর্‌তে পার্‌ব না। আমাদের দেশের তুলসী ও বেলপাতা তো খুবই আদৃত। কই, কোন সাহেবকে তো তা' আদর ক'র্‌তে দেখ্‌লুম না। তবে আমরাই কি শুধু তাদের সব রকম খেয়ালের পায়ে মাথা বিকিয়ে দেব, এটা কোন শাস্ত্রে আছে?"

পোষাকের কথা তুল্লে তিনি ব'ল্লেন, "আমাদের দেশের যা' উপযোগী, সেই অনুসারে এদেশের বস্ত্রশিল্পীরা বস্ত্র-বয়ন ক'রেছিলেন। জগৎ জানে, সে সকল বস্ত্র কত উৎকৃষ্ট; মস্‌লিনের মত কাপড় জগতে হয় নি। এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে রোদের তাতে ঘাম্‌তে ঘাম্‌তে আমাদের সার্জ্জের কোট পর্‌তে হবে, আমরা কি এ সকল অন্ধ অনুকরণ ক'র্‌লেই সাহেব হ'ব? "আমার দেশ, আমার দেশ" ব'লে, আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার ক'চ্ছি। বাস্তবিক আমরা আমাদের দেশকে চিনি না, জানি না এবং চাই না। কেবল বিলিতী গানের নকল ক'রে স্বদেশী সঙ্গীত তৈরী কচ্ছি।"

"সন্ধ্যাবেলায় মিঃ বোনার তাঁর ভাওয়ালিয়াটা নিয়ে গঙ্গায় হাওয়া খেতে গেলেন; আমাকে সঙ্গে নিলেন। দুই হাত জোড় ক'রে সত্য সত্যই গঙ্গারে প্রণাম ক'ল্লেন" (এই শুনে রোষদীপ্ত চোখে মিসেস বোনার আর, এন, চাটার্জ্জ্যির দিকে চাইলেন)।

চাটার্জ্জি আবার ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন। "আমি অবাক্ হ'য়ে ব'ল্লুম, "গঙ্গাকে প্রণাম ক'চ্ছেন?" তিনি ব'ল্লেন, "যে মহাপুরুষ খাদ কেটে এদেশে গঙ্গাকে এনে বঙ্গদেশ সমস্ত দেশের শ্রেষ্ঠ ক'রে তুলেছিলেন, তিনি কি অশ্রদ্ধেয়? হয়ত গঙ্গার স্রোত অন্য দিক্ দিয়ে বইছিল।

ভগীরথের খাদ এদেশকে যে উর্ব্বরতা, যে সৌন্দর্য্য ও মহিমা দিয়েছে, তাহা কি শ্রদ্ধার বিষয় নহে ? পুরাণ নানারূপ গল্প রচনা ক'রেছে। কিন্তু দেখ্‌তে হবে, তার মধ্যে কি সত্য লুকানো আছে। বহুদিন হ'তে ভগীরথের পূর্ব্বপুরুষেরা এই খাদ কাট্‌তে গিয়ে নানা কষ্ট, এমন কি মৃত্যুকে বরণ ক'রেছিলেন। ভগীরথ প্রকৃতই স্বদেশ-প্রেমের শঙ্খ বাজিয়ে গঙ্গাকে তাঁর খাদের মধ্য দিয়ে এনে অসংখ্য নরনারীর বহুযুগ ধ'রে অশেষ হিত ক'রে গেছেন। তাঁর আনীত গঙ্গা ও তিনি স্বয়ং কি একটা প্রণাম পাওয়ার যোগ্য নন ?"

সন্ধ্যায় ভাওয়ালা খানি দুল্‌তে দুল্‌তে গঙ্গার দুকূলের মধ্য দিয়ে চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। তিনি উৎসাহের সহিত ব'ল্লেন, "দেখ, গঙ্গার দুই দিক্‌ মন্দিরের পর মন্দির ; রোজ সন্ধ্যায় এখানে আরতি ও সন্ধ্যাবন্দনা হ'ত ; ধূপধূনা ও অগুরুর গন্ধে আকাশ-বাতাস আমোদিত হ'ত। পল্লীর লোকেরা শাঁখ বেজে উঠ্‌লে ঘরে থাক্‌তে পার্‌ত না। আর আজ গঙ্গার দুর্দ্দশা দেখ। দুঃস্থ বঙ্গের পল্লীর বুক ভেদ-করা তপ্ত শ্বাসের মত মিলের ধোঁয়া উঠ্‌ছে। একটা অচৈতন্য, জড়, অর্থ পিশাচ সভ্যতার চাপা প'ড়ে আমাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হ'তে চলেছে। এই চিরশান্ত দেশ নিতান্ত অশান্ত হ'য়ে উঠেছে। আমি যদি মোটারে চেপে সুখ না পাই, আমি যদি এরোপ্লেনে বেড়াবার প্রত্যাশী না হই, আমার মন যদি অন্য দিকে আনন্দ খোঁজে, তবে এই জড় সভ্যতা আমায় কি দিতে পারে ? বিশেষ, পরের হাতে তৈরী এই সকল বিলাসে বিলাসী হওয়ার মধ্যে আমাদের যে একটা হীনতা আছে, তা' আত্মসম্মান বোধ লুপ্ত ক'রে আমাদের একেবারে নির্লজ্জ ক'রে তুলেছে।"

কুঠিঘাটার কাছে নৌকা লাগিয়ে আমরা খানিকটা হেটে বেড়াতে

লাগ্‌লুম। মিঃ বোনার একটা পুকুর দেখিয়ে ব'ল্লেন, "দেখ্‌ছ পদ্মগুলি? পদ্মের মত ফুল কি জগতে আছে? কতবড় ফুল, কেমন রক্তদল, কেমন গন্ধ; কেমন জাঁকালো, কেমন কোমল,—বড় বড় সবুজ পাতার মধ্যে উলটপালট হ'য়ে কেমন হাওয়ায় খেল্‌ছে? এই পদ্মই ছিল ভারতের গর্ব্ব করার একটা প্রধান জিনিষ। পদ্মচক্ষু, পদ্মমুখ, প্রভৃতি উপমার বহর চালিয়ে আমরা পদ্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আস্‌ছি। শাড়ীর আঁচল, গালিচার পা'ড়, কাঠ বা পাথরের শিল্প, আঙ্গিনার আল্‌পনা প্রভৃতিতে এই পদ্মই বারংবার শিল্পীর মনে হ'য়েছে। নানা ভঙ্গীতে পদ্মই আমাদের সমস্ত কারুকার্য্যের ভিতর তার পদ্মাসন বিস্তার ক'রে রেখেছে। তার পর, পদ্ম নিয়ে পুরাণে কত উপাখ্যান রচিত হ'য়েছে, রামচন্দ্র শত পদ্মের মধ্যে একটি না পেয়ে নিজের একটা পদ্ম-চক্ষু দিয়ে তা' পূরণ ক'র্‌তে চেয়েছিলেন। দুর্গোৎসবের সময় এই পদ্ম পূজার ঘরে এলে তবে ভক্তের প্রাণের তৃষ্ণা মিটে যেত। প্রাচীনকালের রাজাদের ছবিতে দেখা যায়, তাঁরা সমৃণাল পদ্মদল হাতে ক'রে দরবারে বস্‌তেন এবং প্রণয়ীরা লীলা-কমল দিয়ে পরস্পর্‌কে ব্যজন কর্‌তেন। পদ্ম ভারতীয় কল্পনা, ভারতীয় সৌন্দর্য্য বুদ্ধি ও শিল্পকে কতটা প্রেরণা দিয়েছিল, তা আমরা ভুলে গেছি। এখন তো পদ্মের আর কোন আদরই নাই। একটা ম্যাগ-নোলিয়া গ্র্যাণ্ডি ফ্লোরার দাম এখন পাঁচশত পদ্মের চাইতে বেশী। রুচিটা কত বিগ্‌ড়ে গেছে; ঢেঁকি শাক ও কচু পাতাগুলির দামে একটা পদ্মপুকুর বিকোয় না।"

বাড়ীতে আমরা যখন ফির্‌লুম, তখন সন্ধ্যা অতীত হ'য়ে গেছে। আমি মিঃ বোনারের কাছে ব'সে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, "শুনেছি, মিসেস বোনার বড্ড চ'টে গেছেন। আরও শুনেছি, তিনি নাকি আর আপনার

সঙ্গে একত্র থাক্‌বেন না।" হঠাৎ মিঃ বোনারের মুখে একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলুম, চোখ দুটো সজল মেঘের মত যেন বর্ষণোন্মুখ হ'ল। তিনি ব'ল্লেন, "শুধু মতের অনৈক্য হ'য়েছে ব'লে তিনি আস্‌বেন না! যিনি আমার মাথা ধ'র্‌লে সারারাত্রি শিয়রে ব'সে লাভেণ্ডারের পটি বেঁধে আস্তে আস্তে হাওয়া কর্‌তেন, যিনি আফিস হ'তে আমার আস্‌তে দুমিনিট দেরি হ'লে চিন্তিত হ'য়ে গাড়ি-বারান্দায় একশ'বার পায়চারি ক'র্‌তেন—যিনি আমার সুখদুঃখের একমাত্র অবলম্বন—তিনি একটা মতের অনৈক্য নিয়ে আমায় ছেড়ে যাবেন—তা' তিনি পার্‌বেন না। যদি পারেন, তবে ভালই। আসক্তিটা কিছু নয়; তাতে মনে আঘাত পাওয়া ছাড়া কিছুই লাভ নেই। আমি তাঁকে আঘাত দিতে চাই না; আমি তাঁর স্বাধীনতা নষ্ট ক'র্‌তে চাই নি। আমার বাড়ীঘর তো আমার ব'লে জানি না—এ তাঁরই। আমি দোর খুলে তাঁর প্রতীক্ষায় ব'সে আছি ও থাক্‌ব। যদি না আসেন, তবুও আজীবন প্রতীক্ষা ক'র্‌ব। আমিই যদি গোলযোগের কারণ হই, আমি এ সকল ছেড়ে গেলে যদি তিনি আসেন, তবে না হয় আমি যেদিকে চোখ যায়, চ'লে যাব। তিনি তাঁর নিজের ঘরে ফিরে আসুন। (এই কথা শুনে, মিসেস বোনারের চক্ষের কোণে দুটো অশ্রু বেরিয়ে প'ড়্‌ল; তা' রুমাল দিয়ে চোরের মত সন্তর্পণে তিনি মুছে ফেল্লেন, যেন কেউ না দেখ্‌তে পায়)।

মিঃ চাটার্জ্জি সেদিকে লক্ষ্য না ক'রে ব'ল্লেন, "আমি তাঁকে আরও দু' একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম। "আচ্ছা শুন্‌ছি, আপনি সুপুর-নিবাসী আপনার আত্মীয় রাজীববাবুর স্ত্রীর প্রভাবে জীবনের গতিটা পরিবর্ত্তন ক'রে ফেলেছেন; অবশ্য ধৃষ্টতা মার্জ্জনা ক'র্‌বেন,—যে সকল মত আপনি গ্রহণ ক'রেছেন, এগুলি কি তাঁর হ'তে পাওয়া?"

তিনি ব'ল্লেন, "সরুকে দেখে আমি ভারতবর্ষকে প্রথম চিনেছি, একথা খুবই সত্য, সে একটা হোমাগ্নির মত পবিত্র। সে আমায় একটা প্রেরণা দিয়েছে মাত্র। আমার চক্ষু খোলার পক্ষে তার প্রভাবটা অস্বীকার ক'র্‌তে পার্‌ছি না। কিন্তু আমি যা' ব'ল্লুম, তা' সেই চোখ-খোলার পর চারিদিকে নিজে যা' দেখ্‌ছি, তারই অভিজ্ঞতার ফল।"

মিঃ চাটার্জ্জি ব'সে পড়্‌লেন, তখন মিস্ প্রভাবতী রায় উঠে ব'ল্লেন, "অনেক রাত হ'য়ে গেছে। আমি আর বেশী কথা ব'ল্‌ব না। আমি একটি কথা মাত্র ব'ল্‌ব। মিঃ বোনার সম্বন্ধে যে সকল কথা শুন্‌লেম, তাতে তাঁকে যারা ঘোরতর পাষণ্ড, নরপিশাচ প্রভৃতি ব'লে গালাগালি দিয়েছেন, তাদের কথায় আমি মোটেই সায় দিতে পাচ্ছি না। এরূপ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি কি এমন অশ্রদ্ধেয় হ'তে পারেন? যাঁরা হুজুগে মেতে বাড়াবাড়ি কচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে আমার কোনও সহানুভূতি নাই। মিঃ চাটার্জ্জির শেষ দিক্‌কার কথাগুলি শুনে মনে হ'চ্ছে, মিঃ বোনার তাঁর স্ত্রীর উপর বিশেষ অনুরাগী, এবং তাঁর মতামত না জেনে তিনি নিজের কথাগুলি জোর ক'রে তাঁকে গ্রহণ ক'র্‌তে বাধ্য কর্‌বেন না। এ অবস্থায় আমার প্রস্তাব হ'চ্ছে যে এই অভিনন্দন পত্রটা মিসেস বোনারকে আজ দেওয়া স্থগিত থাকুক্ এবং তাঁকে আর দুটি মাস ভাব্‌বার জন্য অবসর দেওয়া হউক্—স্বামীর সঙ্গে তাঁর কোনরূপ মিটমাট্ হতে পারে কিনা?"

সভানেত্রী সুহাসিনী ব'ল্লেন, "আমরা যদিও নারীত্বের মর্য্যাদা, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও পুরুষের সহিত সর্ব্ব বিষয়ে অধিকার-সাম্যের পক্ষপাতী, তথাপি আমাদের মত বজায় রেখে, যে গোলযোগটা নিবারণ করা যেতে পারে, তা' উস্কিয়ে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডে পরিণত ক'র্‌তে ঠিক

রাজী নই। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা মিসেস বোনারকেই প্রথম জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব। আমরা আজ তাঁকে অভিনন্দন ক'র্‌তে সমবেত হয়েছি; তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতা রক্ষা ক'র্‌তে গিয়ে যেরূপ দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা' সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। সেই প্রশংসনীয় কার্য্যের জন্য তাঁকে প্রশংসা ক'র্‌তে গিয়ে—আমরা হাত গুটিয়ে তাঁর অমর্য্যাদা ক'র্‌ব, এটা শোভন হবে না। আমরা তাঁকে অভিনন্দন দিতে প্রস্তুতই আছি। কিন্তু তাঁর মনে যদি কিছুমাত্র দ্বিধা থাকে, তবে তিনি ব'লুন। এই অভিনন্দন দেওয়া চুকে গেলে তারপর মিটমাট হওয়ার প্রস্তাবটা কতকটা লজ্জাজনক হবেই; তা' আপনারা বেশ বুঝতে পাচ্ছেন। এখন আমি মিসেস বোনারকে আহ্বান কর্‌ছি, তাঁর মত কি সেটা জানাতে।"

মিসেস বোনার কোচ হ'তে উঠে প'ড়্‌লেন। তাঁর দেহবল্লরী যেন একটা আবেগের ঝাপ টা বাতাসে কাঁপ্‌ছিল। তিনি অতিশয় চিন্তান্বিত-ভাবে দাঁড়ালেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখ্‌লে বোঝা যেত যেন তাঁর মুখমণ্ডলে একটা বিষণ্ণতার ছায়া প'ড়েছে। তিনি দ্বিধা-কম্পিত ভাষায় ব'ল্লেন, "আমার স্বামীর সম্বন্ধে যে সকল কথা আপনারা শুন্‌লেন, তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তাঁর আর আমার মাঝখানটায় নদীর মত একটা অন্তরায় প্রবাহিত হ'য়ে গেছে। সেটা উত্তীর্ণ হ'য়ে আমাদের মিলন সম্ভবপর হবে কিনা, জানি না। অবশ্য যাঁরা তাঁর প্রতি কটুভাষা প্রয়োগ ক'রেছেন, তাঁরা কতকটা উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলেন। তিনি উচ্চ প্রকৃতির লোক, কোন নীচ বা হীন উদ্দেশ্য তাঁর প্রতি আরোপ করা উচিত হবে না। তিনি যা' বুঝেছেন, এবং সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রেছেন, তা' তিনি প্রাণপণে রক্ষা ক'র্‌বেন; তাঁর চরিত্র আমি বিলক্ষণ জানি। একটা কথা হ'চ্ছে, এই মত পরিবর্ত্তনের পর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা

হওয়ার সুবিধা হয়নি, আমি ঝোঁকের মাথায় চ'লে এসেছি। একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে—( আবেগে তিনি কথা ব'ল্‌তে পার্‌লেন না ; কণ্ঠ গদ্গদ ও চোখ অশ্রুপূর্ণ হ'য়ে এল। অতি কষ্টে তা' থামিয়ে তিনি ব'ল্লেন ) একবারটি দেখা হওয়ার প্রতীক্ষা করা বোধ হয় মন্দ হবে না।

সভানেত্রী এই প্রস্তাব অনুমোদন ক'র্‌লেন। অভিনন্দন দেওয়া দুই মাস বন্ধ রইল।

তোমার গুণমুগ্ধ
হরিশ বাড়ুয্যে

শ্রীমতী সরোজবাসিনী দেবী

করকমলে

রাজবাটী, সুপুর,

পাবনা

লেখিকা—
শ্রীমতী প্রভাবতী রায়
দার্জ্জিলিং

২৩

১৫, লেবং রোড

দার্জ্জিলিং

৩রা জুন, ১৯১৭

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই, তবে আপনার পিসতুত বোন শেফালিকা আমার বিশেষ বন্ধু; তাঁরই কোন কাজে আজ আপনাকে চিঠি লিখ্ছি।

শিউলিদি তাঁর স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে দার্জ্জিলিঙ্গে এসে আছেন,

আপনি নিশ্চয়ই এ খবর পেয়েছেন। ঝগড়াটা একটু বেশী দূর গড়িয়েছিল। শিউলিদি প্রকাশ্যভাবে ব'লেছিলেন যে তিনি স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ ক'র্‌বেন। এই উপলক্ষে দার্জ্জিলিংএর নারীসমিতি তিনি স্ত্রীস্বাধীনতার সাধু দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, ব'লে তাঁকে অভিনন্দিত ক'র্‌তে একটা বিশেষ সভা ডেকেছিলেন, আমরা অনেকেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলেম। কোন কোন অল্পবয়স্কা মহিলা বিশেষ উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলেন। কেউ কেউ মিঃ বোনারকে পাষণ্ড, নরপিশাচ ইত্যাদিরূপ কটূক্তি ক'রেছিলেন।

শিউলিদিকে আপনি বেশ জানেন। তিনি যে সমাজে চলাফেরা করেন, তাদের মতগুলি তিনি এত দৃঢ়ভাবে নিয়েছেন যে অন্য দিক্‌টা দেখ্‌বার ক্ষমতা তিনি মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলেন।

বোনার সাহেব প্রাচীন মতের পক্ষপাতী হ'য়েছেন শুনে তিনি প্রথম প্রথম বড়ই চ'টে গেছিলেন এবং ঝোঁকের মাথায় স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদের কথা ব'লে বেড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরতম প্রদেশটা স্বামীর প্রেমে ভরপুর। তিনি প্রথমতঃ নিজের স্বরূপ টের পান নাই। বাইরের একটা মুখোস তাঁর অন্তর্দৃষ্টি আড়াল করে রেখেছিল। সভায় যখন তাঁর স্বামীর প্রতি চারিদিক হইতে গালাগালি বর্ষণ হ'চ্ছিল, তখন তা' তাঁর খুব উপাদেয় মনে হয় নি, যদিও তিনি উত্তেজনার বশে প্রথমে নিজেও স্বামীর প্রতি বিরূপভাব প্রকাশ ক'রেছিলেন। তজ্জন্য তিনি শেষে খুব অনুতপ্ত হ'য়েছিলেন। সমিতি তাঁদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একমত হ'তে পারেন নি। তাঁরা অনেক বাদ প্রতিবাদের পর, বিশেষ শিউলিদির দ্বিধার ভাবটা বুঝে, অভিনন্দন দেওয়াটা স্থগিত রেখে তাঁকে দুটি মাস বিষয়টা পুনরায় ভেবে দেখ্‌বার জন্য অনুরোধ ক'রেছেন।

২রা মে রবিবার দিন ঐ বৈঠকটা ব'সেছিল ; তার পনের দিন পরে অর্থাৎ ১৭ই মে শনিবার অপরাহ্নে আমি তাঁর একখানি চিঠি পাই। খামের উপর 'জরুরী' এই কথা লিখিত ছিল, চিঠিতে মাত্র একটি ছত্র ছিল, "তুমি আজ সন্ধ্যার সময় অবশ্য এখানে আস্‌বে।"

আমি সন্ধ্যা সাতটায় তাঁর বাড়ীতে পৌঁছে দেখি, তিনি একটা নির্জন প্রকোষ্ঠে চুপ্‌টি ক'রে ব'সে আছেন। আমাকে দেখে কোন ত্রস্ততা বা ভদ্রতার আড়ম্বর ক'র্‌লেন না। মৃদু হেসে ব'ল্লেন, "প্রভা, এসেছ ? ঐ চেয়ারে ব'স।" দেখ্‌লুম ঠোঁটে হাসি কিন্তু চোখে জল। আমি ব'ল্লুম, "শিউলিদি কাঁদ্‌ছ ?" আমার স্নেহের সুর যেন তাঁর বুকে আঘাত ক'র্‌লে। তিনি সত্য সত্যই হৃদয়ের ভাব কিছুমাত্র গোপন না ক'রে আমার হাতখানি টেনে ধ'রে তার উপর অজস্র অশ্রু ফেল্‌তে লাগ্‌লেন। আমি কোন কথা না ব'লে আমার আঁচল দিয়ে তাঁর চোখ মুছিয়ে দিতে লাগ্‌লুম এবং ব'ল্লুম, "শিউলিদি, স্বামী তো তোমার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে প্রতীক্ষা ক'চ্ছেন। তুমি নিজের ঘরে যাবে ; মিছামিছি নিজেকে ব্যথা দিচ্ছ কেন ?" "শিউলিদি চোখের জল এক হাতে মুছে, অপর হাতে আমার ডান হাতখানি চেপে ধ'রে' ব'ল্লেন, "কোন লজ্জায় তাঁকে মুখ দেখাবো, বোন্ ?" সেদিনকার সভায় তোমার কথাগুলি আমার বড় ভাল লেগেছিল। তুমি আমার ব্যথা বুঝবে, এ জন্যই তোমাকে ডেকেছি। সেদিন তাঁর নিন্দা শতমুখে প্রচারিত হ'য়েছিল। আমায় তিনি প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসেন ; আমারই দ্বারা তাঁর এই নিন্দা রটনা হ'য়েছে। সেই সকল গালাগালি শাণিত ছুরির ন্যায় আমার বুকে বাজ্‌ছিল। ক'রব কি ? রাগের ঝোঁকে এতটা এগিয়ে ছিলুম ; পিছু হট্‌তে আর পার্‌লুম না। এই চৌদ্দ রাত্রি পনের দিন আমি ঘুমুতে পারিনি। তিনি যা' ভাল বুঝেছেন, আমি তো তা' বুঝ্‌তে এক

দিনও চেষ্টা করিনি, কেবল রাগের মাথায় তাঁর নিন্দা রটনা ক'রেছি। কি ভাল, কি মন্দ, তা' নিয়ে বিচার ক'র্‌বার স্বাধীনতা তো কোন দিনই তিনি আমায় ক্ষুণ্ণ ক'র্‌তেন না। তাঁর ভিতর জবরদস্তি ব'লে এতটুকু কোন ভাব আমি কখনও লক্ষ্য করি নাই। তাই ভাব্‌ছি, তিনি আমার মতের স্বাধীনতা হরণ ক'র্‌বেন, এ আশঙ্কা কেন আমার হ'য়েছিল ? আমি তো তাঁর সঙ্গে বিচার ক'র্‌তে পার্‌তেম। আমি যদি বুঝতে পার্ত্তেম, তিনি ভুলগুলি সমর্থন ক'চ্ছেন, তবে তিনি কখনই ভ্রান্ত মত পোষণ ক'রতেন না। যেখানে অগাধ বিশ্বাস ছিল, অতল প্রেম ছিল, সেখানে মিছামিছি আমি অবিশ্বাস এনেছি, এবং তাঁকে এরূপ নিষ্ঠুরভাবে পীড়া দিয়েছি। এখন কোন্ লজ্জায় আমি তাঁকে মুখ দেখাব ? সেই সভার পর দিন হ'তে আমার স্বামীকে নিন্দা ক'রে আমাকে প্রশংসা ক'র্‌বার জন্য অনেক মহিলা এসেছেন। আমি নিজে নিন্দা ক'রেছি বলে, অপরের মুখে তাঁর নিন্দা তো আমি সইতে পাচ্ছি না। কোন পুরাণে লিখিত আছে, হিন্দুদের এক দেবী পতিনিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ ক'রেছিলেন, ভাই, আমার ঐ নিন্দা শুনে যে ম'র্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে—আমিই তো তাঁকে নিন্দার ভাজন ক'রেছি।"

আমি ব'ল্লুম, "তুমি বালীগঞ্জে আজকার গাড়ীতে চ'লে যাওনা কেন ? তাঁকে ত অবশ্য তোমার দেখ্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে।"

"তা' হ'চ্ছে না ? নানা জনের কাছে শুন্‌ছি, গরদ প'রে তাঁকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। আমায় তাঁকে দেখ্‌তে কিরূপ ইচ্ছা হ'চ্ছে, তা' আর কি ব'ল্‌ব ?"

এই ব'লে শিউলিদি আবার কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। আমি পুনরায় আমার আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিলুম। তিনি ব'ল্লেন, "সহস্র ইচ্ছা হোক্। কিন্তু আমি এই সকল ঘটনার পরে একা গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়াতে পার্‌ব

না। আমার সর্ব্বাঙ্গ লজ্জা ও অনুতাপে ঘিরে ধ'রেছে। তুমি এক কাজ ক'র্‌বে, ভাই? সরুকে একখানি চিঠিতে মোটামুটি সমস্ত অবস্থা জানিয়ে এখানে আস্‌তে লিখ্‌বে। সে এসে আমায় নিয়ে গেলে বড্ড ভাল হয়।"

আমি ব'ল্লুম, "তুমি সরোজবাসিনীর কথা ব'লছ? আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। তথাপি আমি আজই তাঁকে চিঠি লিখ্‌ব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

আপনাকে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। এই যে সকল ঘটনা ঘটেছে, তা' অত্যন্ত অপ্রীতিকর। আপনি বোনার সাহেবকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রেছেন। সুতরাং তার ফলাফল আপনি নিশ্চিন্ততার সহিত নিশ্চয়ই দেখ্‌ছেন না। আশা করি, আপনার দ্বারা অচিরে স্বামী স্ত্রীর মিলন হ'য়ে যাবে; এবং ঘটনাস্রোত এ পর্য্যন্ত যে দিক্‌ দিয়ে ব'য়েছে, প্রীতির অমৃতকুণ্ডে প'ড়ে তার শুভ পরিণতি হবে।

ভবদীয়
শ্রীপ্রভাবতী রায়

শ্রীমতী পারুলা দেবী

সুপুর,

পাবনা

লেখিকা—
সরোজবাসিনী দেবী

২৪

৩৩।এ বালীগঞ্জ রোড
কলিকাতা
২রা আগষ্ট, ১৯১৭

পারুলদি,

তুমি শিউলিদির সম্বন্ধে জান্‌বার জন্য উৎকণ্ঠিত হ'য়ে আছ। তিনি যে এতটা আত্মবিস্মৃত হবেন, তা' ভাই আমার কাছে আশ্চর্য্য বোধ হ'য়েছিল। আমার সামান্য জীবনটা নাকি গিরীশদাকে একটা নূতন পথ দেখিয়ে দিতে পেরেছিল—যা' তোমরা সবাই ব'ল্‌ছ—তাতে আমার

কৃতিত্ব কিছুই নাই, শ্যামরায় যাঁদের মনোহরণ করেন, তা এইরূপ সামান্য উপলক্ষ ক'রেই ক'রে থাকেন। তিনি ভেলা দিয়ে মহাসাগর উত্তীর্ণ করান। গিরিশদা যে ভোগবিলাসের জীবন থেকে ত্যাগের পথে এসেছিলেন, তা' তাঁরই কৃপায়। এবং এই পরিবর্ত্তনের জন্য যে শিউলিদি ঝগড়া ক'রেছিলেন, তার নিমিত্তের ভাগী নিশ্চয়ই আমি হ'য়েছিলাম। যদিও জ্ঞানকৃত কোন পাপ করি নাই, তথাপি আমার সর্ব্বদাই মনে হ'ত, এই দম্পতির মনোমালিন্যের জন্য আমিই দায়ী। তাই শ্যামরায়ের নিকট সর্ব্বদা জানিয়েছি, এই দুইজনের মনের বিরোধ দূর কর। ইঁহারা দুই জনেই শিক্ষিত, উন্নতচরিত্র এবং পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেমশীল। আমি কেন একটা অহেতুক ঝগড়ার কারণ হ'লুম?

সেদিন এই ভাবতে ভাবতে একটা সুগন্ধি মালতীফুল শ্যামরায়ের পায়ে দিচ্ছিলেম। তার সঙ্গে দুই ফোঁটা চোখের জলও তাঁর পায়ে ঝ'রে পড়েছিল। মনে হ'ল, তিনি তা গ্রহণ ক'রে হাস্লেন। সে হাসি আমি কতবার দেখেছি, ভাই, তা' কখনও মিথ্যা নয়। আমার শ্যামরায় পাথর নন; তুমি যদি তাঁর সেই মন-ভুলানো হাসি দেখ্তে! আমি উষার আলোকে তাঁর মুখে সেই হাসি দেখেছি, বনের সমস্ত ফুলের কুঁড়ির সৌরভ ও সৌন্দর্য্য সেই হাসিতে ফুটে উঠেছে। সূর্য্যাস্তেও সেই অনিন্দ্য হাসির ছটায় শ্যামরায়ের মুখ উজ্জ্বল হ'তে দেখেছি। তাঁর অলকা-তিলকা-চিত্রিত গণ্ডদ্বয় সেই হাসির প্রভায় দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। আবার দেখেছি, পঞ্চপ্রদীপের আলোতে সেই হাসির সুধারাশি। আমার কাছে সেই হাসির মূল্য কি জান? আমি তা' দেখ্বার জন্য প্রাণ দিতে পারি। যখন আমার মনে সংসারের আসক্তি থাকে, তখন সে হাসি আর দেখতে পাই না। শিশু অন্যায় ক'র্লে যেমন মা মুখ ফিরিয়ে থাকেন,

আমার মন যখন সংসারের জন্য উতলা হ'য়ে তাঁকে ভোলে, তখন সে হাসি আর দেখ্‌তে পাইনা ; তাঁর জায়গায় দেখি ঔদাসীন্য। আমার জীবন্ত ঠাকুর তখন পাথর হয়ে বিরূপভাবে বসে থাকেন ; আমার হৃদয়ে তখন যে প্রদাহ হয়, তা' আর কি বল্‌ব ? সেদিন শিউলিদির কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে মল্লিকা ফুলটি আমার চোখের জলে সিক্ত ক'রে পায়ে দিতেই তাঁর মুখের হাসিটি ফুটে উঠ্‌ল। সেই মুহূর্ত্তেই প্রভাবতীর চিঠি আমার কাছে এসে পৌছল। আমি শ্যামরায়ের প্রসাদ ব'লে চিঠিখানি মাথায় ঠেকালুম।

সেই দিনই আমি আমার স্বামীকে নিয়ে দার্জ্জিলিং রওনা হ'লুম। শিউলিদি আমার স্বামীকে দেখে চ'ম্‌কে উঠ্‌লেন। পাছে তিনি অতীত কথা তোলেন, এই আশঙ্কায় আমি ব'ল্লুম, "শিউলিদি, আমি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে পেয়েছি এবং উনিও আমায় ফিরিয়ে পেয়েছেন। আমার শ্যামরায় এবার দুজনার হাতে রাঙ্গা রাখি বেঁধে দিয়েছেন।" শিউলিদি' চুপে চুপে ব'ল্লেন, "এবার আমাদের হাতে সেইরূপ রাঙ্গা রাখি বেঁধে দে।"

সেই রাত্রিটা দার্জিলিং থেকে পরদিন প্রাতে বালিগঞ্জের দিকে রওনা হ'লুম। সন্ধ্যায় বালিগঞ্জের বাড়ীতে এসে কোন সাড়া শব্দ না ক'রে আমরা তিনজনে একেবারে গিরীশবাবুর প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হ'লুম। দেখ্‌লুম, একখানি চেয়ারে ব'সে মাথা হেট্ ক'রে তিনি কি ভাবছেন। শিউলিদিকে দেখে তিনি চম্‌কে উঠ্‌লেন। ব'ল্লেন, "শিউলি, আমি তোমার উপর অন্যায় ক'রেছি। তোমার মত না নিয়ে তোমার বাড়ীতে আমার মত চালিয়েছি, অনেক পরিবর্ত্তন ক'রেছি। আমি সত্যকে হৃদয়ে অনুভব ক'র্‌ছিলুম ; কিন্তু ভুলে গেছ্‌লুম, তুমি আমার কাছে কি প্রকাণ্ড সত্য।"

শিউলি কোন উত্তর দিতে পার্‌লেন না। নিরপরাধ গিরীশদা'র এই উক্তিতে তাঁর অনুতাপ ও লজ্জা শতগুণ বেড়ে গেল। তিনি এগিয়ে এসে পায়ের কাছে ব'সে তাঁর তালতলার চটী জোড়া চোখের জলে ভিজিয়ে বারংবার মাথা ঠেকাতে লাগ্‌লেন। আমার স্বামী এই মিলনদৃশ্য দেখে কেঁদে ফেল্লেন। শিউলিদি চোখের জল মুছে ব'ল্লেন, "তোমার আমার মধ্যে যে মতের অমিল হ'য়েছে, পরস্পরের হৃদয়ের মিল যে তার চাইতে কত বেশী তা আমি বুঝেছি। যেখানে হৃদয়ের মিল হ'য়ে গেছে, সেখানে মতের অমিল কত দিন থাক্‌বে? আমি তোমার পায়ে যে শত শত অপরাধ ক'রেছি, তা শুনে, যদি তুমি চ'টে যেতে, তবে ভাব্‌তুম, আমার ঠিক বিচার ক'রেছ। কিন্তু তুমি যে ক্ষমা দিয়ে এবং মহত্ব দিয়ে নিজের প্রতি কঠোর বিচার ক'র্‌বে, এত আমি জান্‌তুম না। তোমার পা ছোঁয়ার যোগ্যও যে আমি নই—এই সত্য আমাকে বুঝিয়ে দিলে।"

এর পরে উভয়ে মিলে আমার যে কত প্রশংসা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন— যাতে ক'রে অন্য কেউ হ'লে লজ্জিত হ'য়ে প'ড়তেন! কিন্তু আমি সেই সকল প্রশংসার কথার মধ্যে শ্যামরায়ের কৃপায় তাঁদের জীবনের আদর্শ পরিবর্ত্তনের মহীয়সী মহিমা অনুভব ক'রে সুখী হ'লুম। বুঝ্‌লুম, তাঁর কৃপায় এঁরা ভারতে—তাঁদের মায়ের ক্রোড়ে ফিরে এসেছেন। যে পথ ভুলে বিপথে যায়, সে বিপথের দুঃখ বেশী ক'রে বোঝে; পথের মহিমাটা সে যত হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে পারে, সোজা পথের পথিক ততটা পারে না।

এর পরে একদিন দেখি, শিউলিদি আমার স্বামীকে তাদের বড় হল্‌টায় নিয়ে দুইখানি ছবি দেখাচ্ছেন। একখানি, ইটালী থেকে বহু

অর্থ ব্যয় ক'রে তাঁরা র‍্যাফেলের ম্যাডনার ছবির অবিকল নকল ক'রে এনেছিলেন, সেইটি। যাঁরা ছবির কথা ভাল বোঝেন, তাঁরাও ব'লে থাকেন যে বোনার সাহেবের বাড়ীর ম্যাডনার ছবি এমন ভাল উৎরে গেছে যে আসলের মতই হ'য়েছে।

আর একখানি ছবি, চৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তনের। ৩৫ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের বলাই লাল মল্লিক মহাশয়ের এঁড়েদহের ঠাকুরবাড়ীর ছবি থেকে নলক করা। শুন্‌লুম, শিউলিদি ব'ল্‌ছেন, "দেখছ, রাজীব, র‍্যাফেলের হাতের ম্যডনা। তোমার কেমন মনে হ'চ্ছে?"

আমার স্বামী ব'ল্লেন, "চমৎকার, ম্যাডনার মরাল-নিন্দিত কি সুন্দর গ্রীবাভঙ্গী ও চোখে কি বাৎসল্যের ভাব! আঙ্গুলগুলি কি কোমল, গড়ন নিটোল; মূর্ত্তিটির গড়ন নিখুঁত লাবণ্যময়।"

"আচ্ছা ঐ ছবিখানি—" এই ব'লে চৈতন্যের ছবিখানির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'ল্লেন। আমি তাদের সঙ্গে সঙ্গে রইলুম। আমার স্বামী ব'ল্লেন, "এ পুরণো প'টোর হাতের ছবি; এঁকেছে বেশ! তা' ব'লে কি আর ম্যাডনার.সঙ্গে তুলনা হয়?"

শিউলিদি ব'ল্লেন, "ঠিকই তুলনা হয় না। এখানা ম্যাডানা হ'তে ঢের ভাল।"

আমার স্বামী আশ্চর্য্যভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি মুখ টিপে হাস্‌তে লাগ্‌লুম।

শিউলিদি ব'ল্লেন, "রাজীব, তুমি বাইর দেখছ, ভিতর দেখ নি। এই ছবিতে একশ'টি মূর্ত্তি আছে; সুরধুনীতীরে সঙ্কীর্ত্তন। দেখ্‌ছ, ঐ আরোহীকে নিয়ে মাঝিরা নৌকা বেয়ে যাচ্ছে। ঐ মেয়েরা বাঁধাঘাটে কলসী নিয়ে জল তুল্‌তে এসেছে। ৪।৫টা মাদল বাজ্‌ছে। কেউ কেউ

শিউলি কোন উত্তর দিতে পার্‌লেন না। নিরপরাধ গিরীশদা'র এই উক্তিতে তাঁর অনুতাপ ও লজ্জা শতগুণ বেড়ে গেল। তিনি এগিয়ে এসে পায়ের কাছে ব'সে তাঁর তালতলার চটী জোড়া চোখের জলে ভিজিয়ে বারংবার মাথা ঠেকাতে লাগ্‌লেন। আমার স্বামী এই মিলনদৃশ্য দেখে কেঁদে ফেল্লেন। শিউলিদি চোখের জল মুছে ব'ল্লেন, "তোমার আমার মধ্যে যে মতের অমিল হ'য়েছে, পরস্পরের হৃদয়ের মিল যে তার চাইতে কত বেশী তা আমি বুঝেছি। যেখানে হৃদয়ের মিল হ'য়ে গেছে, সেখানে মতের অমিল কত দিন থাক্‌বে? আমি তোমার পায়ে যে শত শত অপরাধ ক'রেছি, তা শুনে, যদি তুমি চ'টে যেতে, তবে ভাব্‌তুম, আমার ঠিক বিচার ক'রেছ। কিন্তু তুমি যে ক্ষমা দিয়ে এবং মহত্ত্ব দিয়ে নিজের প্রতি কঠোর বিচার ক'র্‌বে, এত আমি জান্‌তুম না। তোমার পা ছোঁয়ার যোগ্যও যে আমি নই—এই সত্য আমাকে বুঝিয়ে দিলে।"

এর পরে উভয়ে মিলে আমার যে কত প্রশংসা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন—যাতে ক'রে অন্য কেউ হ'লে লজ্জিত হ'য়ে প'ড়তেন! কিন্তু আমি সেই সকল প্রশংসার কথার মধ্যে শ্যামরায়ের কৃপায় তাঁদের জীবনের আদর্শ পরিবর্ত্তনের মহীয়সী মহিমা অনুভব ক'রে সুখী হ'লুম। বুঝ্‌লুম, তাঁর কৃপায় এঁরা ভারতে—তাঁদের মায়ের ক্রোড়ে ফিরে এসেছেন। যে পথ ভুলে বিপথে যায়, সে বিপথের দুঃখ বেশী ক'রে বোঝে; পথের মহিমাটা সে যত হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে পারে, সোজা পথের পথিক ততটা পারে না।

এর পরে একদিন দেখি, শিউলিদি আমার স্বামীকে তাদের বড় হল্‌টায় নিয়ে দুইখানি ছবি দেখাচ্ছেন। একখানি, ইটালী থেকে বহু

অর্থ ব্যয় ক'রে তাঁরা র‍্যাফেলের ম্যাডনার ছবির অবিকল নকল ক'রে এনেছিলেন, সেইটি। যাঁরা ছবির কথা ভাল বোঝেন, তাঁরাও ব'লে থাকেন যে বোনার সাহেবের বাড়ীর ম্যাডনার ছবি এমন ভাল উৎরে গেছে যে আসলের মতই হ'য়েছে।

আর একখানি ছবি, চৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তনের। ৩৫ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের বলাই লাল মল্লিক মহাশয়ের এঁড়েদহের ঠাকুরবাড়ীর ছবি থেকে নলক করা'। শুন্‌লুম, শিউলিদি ব'ল্‌ছেন, "দেখছ, রাজীব, র‍্যাফেলের হাতের ম্যডনা। তোমার কেমন মনে হ'চ্ছে?"

আমার স্বামী ব'ল্লেন, "চমৎকার, ম্যাডনার মরাল-নিন্দিত কি সুন্দর গ্রীবাভঙ্গী ও চোখে কি বাৎসল্যের ভাব! আঙ্গুলগুলি কি কোমল, গড়ন নিটোল; মূর্ত্তিটির গড়ন নিখুঁত লাবণ্যময়।"

"আচ্ছা ঐ ছবিখানি—" এই ব'লে চৈতন্যের ছবিখানির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'ল্লেন। আমি তাদের সঙ্গে সঙ্গে রইলুম। আমার স্বামী ব'ল্লেন, "এ পুরণো প'টোর হাতের ছবি; এঁকেছে বেশ! তা' ব'লে কি আর ম্যাডনার সঙ্গে তুলনা হয়?"

শিউলিদি ব'ল্লেন, "ঠিকই তুলনা হয় না। এখানা ম্যাডানা হ'তে ঢের ভাল।"

আমার স্বামী আশ্চর্য্যভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি মুখ টিপে হাস্‌তে লাগ্‌লুম।

শিউলিদি ব'ল্লেন, "রাজীব, তুমি বাইর দেখছ, ভিতর দেথ নি। এই ছবিতে একশ'টি মূর্ত্তি আছে; সুরধুনীতীরে সঙ্কীর্ত্তন। দেখ্‌ছ, ঐ আরোহীকে নিয়ে মাঝিরা নৌকা বেয়ে যাচ্ছে। ঐ মেয়েরা বাঁধাঘাটে কলসী নিয়ে জল তুল্‌তে এসেছে। ৪।৫টা মাদল বাজ্‌ছে। কেউ কেউ

রামশিঙ্গা বাজাচ্ছে। এই একশত লোকের মধ্যে কোন একটা ভাব টের পাচ্ছ না, রাজীব ?"

"সব্বাই খুব আনন্দ পাচ্ছে, এইটি মনে হয়।"

"এইবার তোমার চোখে দৃষ্টি ফিরে এসেছে। দেখ দেখি, মাঝি নৌকা বাইতে ভুলে গেছে, তার হাতের বৈঠা খ'সে প'ড়েছে। আরোহী এক হাত প্রসারিত ক'রে নলটা কোথায় ধ'রেছে দেখ, যেন ডাবার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই। মেয়েরা কলসী স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে কি দেখছে ?"

"দেখ্‌ছে মহাপ্রভুর নৃত্য।"

"এটা ছবি না আনন্দ-লোক ! সব্বাইয়ের মুখে কি স্বর্গীয় ভাব ফুটে উঠেছে ! এ আনন্দ বাঙ্গালী ছাড়া কেউ আঁক্‌তে পারবে না। উত্তর পশ্চিমের লোক ভগবানের ঐশ্বর্য্য বোঝে, তারা এই আনন্দ, এই উন্মাদনা, এই স্বর্গীয় প্রেম বুঝতে পার্‌বে না। বাঙ্গালীর হাতে যদি ডঙ্কা থাকৃত, তবে ব'ল্‌তে পারৃত, এরূপ ছবি জগতে এই একখানি ; ইহার জোড়া নাই। দেখ, ভাল ক'রে দেখ, অদ্বৈতের নৃত্য, এক খোলবাজিয়ে তার দুই হাত উঁচু ক'রে খোল বাজাতে গিয়ে খোলের কথা ভুলে গেছে। তার চোখ দুটি চকোরের ন্যায় অদ্বৈতের মুখারবিন্দের প্রেমসুধা পান ক'রে যেন বিভোর হ'য়ে গেছে।"

আমার স্বামী। "এ ছবি কত দিনকার ?"

"শুনেছি, মহাপ্রভুর সময়কার। তা' না হ'লেও তাঁর সময় হ'তে বহু দূরবর্ত্তী নয়। যিনি স্বর্গের প্রেম পৃথিবীতে দিতে এসেছিলেন, তাঁর পুণ্যপ্রভাব এই ছবিখানিতে আছে।"

"ঠিক এখন দেখতে পাচ্ছি, ম্যাডনা যেখানে দেহের অসামান্য পূর্ণতা

ও গড়ন ছাপিয়ে ভাবের রাজ্য ছুঁয়েছেন, এ দেশের এই চিত্রকর যেন সেইখান হ'তে তুলি ধ'রে ভাব সমৃদ্ধিকে পূর্ণ ক'রে দেখিয়েছেন।

শিউলীদি। "পরমহংসদেব প্রায়ই এই ছবিখানি দেখ্তে যেতেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ্তেন। আমার স্বামী অনেক চেষ্টায় বলাইলাল মল্লিকের বাড়ী হ'তে ছবিখানির এই নকল আনিয়েছেন। আদত ছবি একটা দেখ্বার জিনিষ বটে!"

আমি শিউলিদিকে নিভৃতে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'র্লেম,—"এক হপ্তার মধ্যে তোর এত পরিবর্ত্তন কি ক'রে হ'ল? মেমসাহেব যে একেবারে মাগোঁসাই হ'য়ে প'ড়্লি! অভিনন্দনের যে আর এক মাস বাকী,—তোদের সভায় সদস্যদের কি জবাব দিবি?"

শিউলিদি ব'ল্লেন, "স্বামীর অসীম ভালবাসা আমাকে আমার দেশের জিনিষের দাম চিনিয়েছে। শত তর্ক, শত যুক্তি, অবাধ বাদ-প্রতিবাদ ও পাণ্ডিত্য মানুষের মনকে অধিকার ক'র্তে পারে না। তাঁর প্রেম আমাকে তাঁর প্রিয় সমস্ত জিনিষের দর এমন বুঝিয়ে দিয়েছে যে আমার মনে পলকে প্রলয় হ'য়ে গেছে। আমি যত বৃথা অভিমান ও মতের প্রাগল্ভ্য ক'রেছিলেম, তা' কাচ খণ্ডের মত শতধা চূর্ণ হ'য়ে গেছে। তাঁর মুখের কথা, তাঁর প্রিয় সামগ্রী—তাঁর ব'লে যা' কিছু, তা আমার কাছে সমস্ত নারী-সমিতির বৃথা স্পর্দ্ধা ও আকাশবিদারী অহঙ্কারের অপেক্ষা সহস্র গুণ উঁচু। সরু প্রার্থনা কর যে আমি পথ ভুলে যে পথ চিনেছি এই পথ,—আমার বৈকুণ্ঠের পথ—আবার যেন হারিয়ে না ফেলি; আবার যেন আঁচলের মাণিক ফেলে দিয়ে বন্ধুবান্ধবের 'বাহাবা'র কাণাকড়ি কুড়িয়ে পথে পথে কেঁদে কেঁদে না বেড়াতে হয়। আমি বড় দুঃখ পেয়ে পথ চিনেছি।"

এখন দেখলি, পারু, আমার শ্যামরায় কেমন করে তাঁর মঙ্গলমহিমা দেখালেন।

তার পর, আর একটা মজার কথা আছে। আমি মণিপুরী কতকগুলি স্ত্রীলোক দিয়ে শিউলিদির ফুলশয্যা তৈরী ক'রে রেখেছিলুম। তারা যা' ফুলের মশারী তৈরী ক'রে, তা যদি দেখতিস্! ছোট ছোট সাদা ফুল, তার মাঝে দুই একটা লাল ফুলের কুঁড়ি। আধ ফোটা বেলের কুঁড়ির মাঝে মাঝে রঙ্গণ ফুল, যেন হীরার মালার মাঝে মাঝে রুবি। এই দিয়ে ঘেরটা তৈরী হয়। তার গন্ধে ও রূপে যেন ঘরটা মেতে উঠে। ছাদটা সাদা পদ্মের পাপড়ী দিয়ে গেঁথে মাঝখানটায় একটা রক্তপদ্ম বসিয়ে দেয়। বালিশ, বিছানা—সমস্তই ফুলের; অর্থাৎ ফুলের পাঁপড়ীর। তা' যেমন পুরু, তেমনিই কোমল। এই জ্যৈষ্ঠ মাসের গ্রীষ্মে যে এই পুষ্পশয্যা কি সুন্দর, তা' আর কি ব'ল্ব? ত্রিপুরার রাজা ও রাণীর জন্য মণিপুরী মেয়েরা রোজ এইরূপ ফুলশয্যা তৈরী করেন; রোজ নূতন নূতন রকম ফুলের হয়। পরদিন বাসি হ'লে ফেলে দেওয়া হয়; ঋতুভেদে কত রকম ফুলের শয্যা তারা তৈরী ক'র্তে জানে। কাল সন্ধ্যাবেলায় আমি গিরীশবাবু ও শিউলিদিকে ব'ল্লুম, "আজ আপনাদের ঐ সকল সোফা, কোচ রেখে দিন। আমি আপনাদের শোবার ঘরের সাজসজ্জা ক'রেছি, দেখে যান্।" তারা তো ঘরে ঢুকে একেবারে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। গিরীশবাবু ব'ল্লেন, "শিউলি, তোমার ঐ সকল কচুপাতা, ঢেকীশাক ও কুমড়ো পাতা সরিয়ে আমি যে ফুলবাগান ক'রেছি, সেই ফুলের ফুলশয্যা হ'য়েছে। আমাদের বিবাহিত জীবনের আজ এই ফুলশয্যা দিয়ে নূতন অধ্যায় আরম্ভ করা হ'ল।" শিউলিদি আবেগে কথা ব'ল্তে পার্লেন না, সলজ্জ অনুরাগের সজল চাউনি দিয়ে গিরীশবাবুর কথার নীরবে উত্তর দিলেন।

এদিকে আমার স্বামী ব'ল্লেন, "সরু, মণিপুরী মেয়েদের এনে সুপুরে এইরূপ ফুলশয্যা তৈরী ক'র্তে হবে। তারা শুধু ফুলের বিছানা তৈরী করে নি। কি সুন্দর ফুলের বালা, অনন্ত, কাণের গয়না, চুড়ী তৈরী ক'রেছে—এদের কাছে যে হীরা জহরতের গয়না হা'র মানে।" আমি লজ্জা সংবরণ ক'রে ব'ল্লেম, "তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমি মণিপুরী মেয়েদের দিয়ে ফুলশয্যা তৈরী ক'র্ব—তা শ্যামরায়ের জন্য।"

তোমার স্নেহের

সরু

## সমাপ্ত

# রায় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর, ডি, লিট,

## কবিশেখর প্রণীত

## গ্রন্থাবলী

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | ( ৪র্থ সংস্করণ ) | ৫৲ টাকা |
| ২ | রামায়ণী কথা | ( ৫ম সংস্করণ ) | ১৷৷০ |
| ৩ | বেহুলা | ( ৯ম সংস্করণ | ৸০ |
| ৪ | ফুল্লরা | ( ৪র্থ সংস্করণ ) | ৸০ |
| ৫ | ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ | ( ৩য় সংস্করণ ) | ৸০ |
| ৬ | জড়ভরত | ( ৬ষ্ঠ সংস্করণ ) | ৸০ |
| ৬ | সতী | ঐ | ৸০ |
| ৮ | গৃহশ্রী | ( ৯ম সংস্করণ ) | ১৷৷০ |
| | | ঐ রাজ | ২৲ |
| ৯ | গায়ে হলুদ | ( ২য় সংস্করণ ) | ১৷৷০ |
| ১০ | তিনবন্ধু ( উপন্যাস ) | ( ৩য় সংস্করণ ) | ১৲ |
| ১১ | নীলমাণিক ( উপন্যাস ) | ( ২য় সংস্করণ ) | ৷৷০ |
| ১২ | সাঝেঁর ভোগ ( গল্প ) | ( ২য় সংস্করণ ) | ১৲ |
| ১৩ | বৈশাখী ঐ | ( ১ম সংস্করণ ) | ১৷০ |
| ১৪ | ওপারের আলো (উপন্যাস) | ( ১ম সংস্করণ ) | ২৷৷০ |

১৫ মুক্তাচুরি ( ২য় সংস্করণ ১।৵০
( বৈষ্ণবোপাখ্যান )
১৬ রাগরঙ্গ ঐ ( ১ম সংস্করণ ) ১।০
১৭ রাখালের রাজগী ( ঐ ) ( ১ম সংস্করণ ) ১৲
১৮ সুবলসখার কাণ্ড ( ঐ ) ( ১ম সংস্করণ ) ১৲
১৯ ভয় ভাঙ্গা ( ঐ ) ( ১ম সংস্করণ ) ॥৵০
২০ শ্যামলীখোঁজা ও কানু-পরিবাদ (ঐ) (১ম সংস্করণ) ১।০
২১ ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য ৪৲
২২ History of
Bengali Language & Literature Rs 16 as 12
২৩ Typical selections
from old Bengali Leterature Rs 18
in 2 vols,
২৪ Chaitanya and his age Rs 6
২৫ Chaitanya and his Companions Rs 2
২৬ Medieval Vaisnava
Literature of Bengal Rs 1 as 6
২৭ Prose Literature of Bengal
from 1800 to 1850 Rs 4 as 4
২৮ The Bengali Ramayanas Rs 7 as 8
২৯ Folk Literature of Bengal Rs 4 as 4

৩০ Eastern Bengal Ballads
Vol 1, Parts 1 & 11 ( Royal Octovo
about 1000 Pages Rs 12

৩১ Glimpses of Bengal life ( যন্ত্রস্থ )

৩২ মলুয়া ( যন্ত্রস্থ )

৩৩ Eastern Bengal Ballads
Vol II Parts 1 & II
Royal Octovo 1000 pages ( যন্ত্রস্থ )